কামধেনুতন্ত্রম্

কামধেনুতন্ত্রম্

(মূল, টীকা ও বঙ্গানুবাদ সমেত)

শ্রীজ্যোতির্লাল দাস
সম্পাদিত

জ্যোতির্লাল দাস

নবভারত পাবলিশার্স

৭২ মহাত্মা গান্ধী রোড : কলিকাতা-৯

মূল্য : দশ টাকা

কামধেনুতন্ত্রম্

বিষ্ণুর্ব্বরিষ্ঠো দেবানাং হ্রদানামুদধির্যথা।
নদীনাঞ্চ যথা গঙ্গা পর্ব্বতানাং হিমালয়ঃ॥
অশ্বত্থঃ সর্ব্ববৃক্ষাণাং রাজ্ঞামিন্দ্রো যথা বরঃ।
দেবীনাঞ্চ যথা দুর্গা বর্ণানাং ব্রাহ্মণো যথা।
তথা সমস্তশাস্ত্রাণাং তন্ত্রশাস্ত্রমনুত্তমম্॥

—মৎস্যসূক্তে

যদ্‌গৃহে নিবসেত্তন্ত্রং তত্র লক্ষ্মীঃ স্থিরায়তে।
রাজদ্বারে শ্মশানে চ সভায়াং রণমধ্যতঃ॥
নির্জ্জনে চ জলে ঘোরে শ্বাপদৈঃ পরিভূষিতে।
মাহাত্ম্যাত্তস্য দেবেশি চমৎকারী ভবেৎ প্রিয়ে॥

—বৃহন্নীলতন্ত্রে

অন্যান্যশাস্ত্রেষু বিনোদমাত্রং, ন তেষু কিঞ্চিদ্ভুবি দৃষ্টমস্তি।
চিকিৎসিতজ্যোতিষতন্ত্রবাদাঃ, পদে পদে প্রত্যয়মাবহান্ত॥

কামধেনুতন্ত্রম্

(মূল, টীকা ও বঙ্গানুবাদ সমেত)

শ্রীজ্যোতির্লাল দাস
সম্পাদিত

নবভারত পাবলিশার্স

৭২ মহাত্মা গান্ধী রোড। কলিকাতা-৯

নবভারত প্রথম সংস্করণ

অগ্রহায়ণ, ১৩৮৫

প্রকাশক : রণজিৎ সাহা, নবভারত পাবলিশার্স : ৭২, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯

মুদ্রাকর : আর, সাহা, প্যারট প্রেস : ৭৬।২ বিধান সরণী (ব্লক কে ওয়ান), কলিকাতা-৬

সূচীপত্র

৯

কামধেনুতন্ত্রম্

প্রথমঃ পটলঃ

[বর্ণতত্ত্ব-বিবরণম্]

ওঁ নমো দুর্গায়ৈ। ওঁ নমো পরমদেবতায়ৈ।

শ্রীদেব্যুবাচ—

দেবদেব মহাদেব সর্ব্বাগমবিশারদ।
অধুনা দেবদেবেশ পঞ্চাশদ্বর্ণমুত্তমম্ ॥ ১
তত্ত্বং রূপং মহাদেব কথয়স্ব দয়ানিধে।
কৃপয়া কথয়েশান যদ্যহং তব বল্লভা ॥ ২

শ্রীশিব উবাচ*—

অধুনা সংপ্রবক্ষ্যামি রহস্যমতিগোপিতম্[১]।
যেন বিজ্ঞানমাত্রেণ জীবন্মুক্তো ভবেন্নরঃ ॥৩
অজ্ঞাত্বা বর্ণতত্ত্বানি মহাবিদ্যাং জপেত্তু যঃ।
সর্ব্বং তস্য বৃথা দেবি কিং তস্য জপপূজনৈঃ ॥ ৪

[বর্ণতত্ত্ব-বিবরণ]

পার্ব্বতী কহিলেন, হে দেবদেব মহাদেব! আপনি সর্ব্বাগম-বিশারদ। হে দেবদেবেশ! হে মহাদেব! হে দয়ানিধে! হে ঈশান! যদি আমি আপনার বল্লভা হই, তাহা হইলে, আপনি দয়া করিয়া পঞ্চাশদ্‌বর্ণের উত্তম তত্ত্ব আমার নিকট বিবৃত করুন। ১-২

শিব কহিলেন, যাহার বিজ্ঞানমাত্র মানব জীবন্মুক্ত হইয়া থাকে, অধুনা আমি অতিশয় গুপ্ত সেই রহস্য বলিতেছি। ৩

হে দেবি! বর্ণসমূহের তত্ত্বসকল পরিজ্ঞাত না হইয়া যে ব্যক্তি মহাবিদ্যা [অর্থাৎ আদ্যাশক্তির মন্ত্র] জপ করে তাহার সমস্ত কার্য্যই নিষ্ফল হইয়া থাকে। জপ বা পূজায় তাহার ফল কি? ৪

---

* শ্রীমহাদেব উবাচ ইতি চ পাঠঃ পুস্তকান্তরে।

১। গোপনং।

শ্রীদেব্যুবাচ—

ধ্যানে চ ধারণে চৈব তথা যোগসমাধিনা[১] ।
বর্ণজ্ঞানং যদা নাস্তি কিং তস্য জপপূজনৈঃ[২] ॥ ৫
মম কণ্ঠস্থিতং[৩] বীজং পঞ্চাশৎ তত্ত্বমদ্ভুতম্ ।
নানাবর্ণযুতং[৪] শুদ্ধং তন্ত্রাণাং সারমুত্তমম্ ॥ ৬
পঞ্চাশন্মাতৃকাদেবীং[৫] নানাসুখবিলাসিনীম্[৬] ।
নানাবিদ্যাময়ীং দেবীং[৭] মহাবিদ্যাময়ীং তথা ॥ ৭
সর্ব্বদেবময়ীং[৮] দেবীং সর্ব্ববেদ[৯]ময়ীং পরাম্ ।
সর্ব্বমন্ত্র[১০]ময়ীং সৌম্যাং[১১]ব্রহ্মাণ্ডজননীং পরাম্ ॥ ৮
প্রণম্য বহুধা ভক্ত্যা নিগদামি শৃণু প্রিয়ে ।
অকারাদি ক্ষকারান্তাং মাতৃকাং বীজরূপিণীম্ ॥ ৯
বিসর্গঞ্চৈব বিন্দুশ্চ ত্রিশক্তি ব্রহ্মবিগ্রহাম্[১২] ।
বর্ণাৎ প্রজায়তে ব্রহ্মা তথা বিষ্ণুঃ প্রজায়তে[১৩] ॥ ১০

হে প্রিয়ে! ধ্যানধারণা বা যোগ-সমাধি, এই সকলের মধ্যে যেস্থলে বর্ণজ্ঞান অর্থাৎ বর্ণতত্ত্বজ্ঞান নাই, সেক্ষেত্রে জপ বা পূজায় ফল কি ? ৫

পঞ্চাশৎ বীজরূপী অদ্ভুত তত্ত্ব আমার কণ্ঠমধ্যে অবস্থিত রহিয়াছে। তন্ত্র-সমূহের মধ্যে তাহাই নানাবর্ণযুক্ত বিশুদ্ধ সারাংশ। ৬

দেবী আদ্যাশক্তি পঞ্চাশৎ মাতৃকারূপে নানা সুখবিলাসে ক্রীড়া করেন। তিনি নানাবিদ্যা [মন্ত্র] রূপিণী বিদ্যা এবং তিনিই স্বয়ং মহাবিদ্যা [প্রকৃতি] স্বরূপিণী। ৭

সর্ব্বদেবময়ী [সর্ব্ববর্ণময়ী], সর্ব্ববেদময়ী, সর্ব্বমন্ত্রময়ী, সৌম্যা এবং ব্রহ্মাণ্ড-জননীরূপিণী পরাশক্তিকে বহুল ভক্তিসহকারে প্রণাম করিয়া অ হইতে ক্ষ পর্য্যন্ত মাতৃকারূপিণী বীজ বলিতেছি। হে প্রিয়ে! শ্রবণ কর। ৮-৯

(ঃ) বিসর্গ এবং (ঁ) চন্দ্রবিন্দু ত্রিশক্তিরূপিণী ব্রহ্মবিগ্রহ। হে দেবি! বর্ণ হইতেই ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর উৎপত্তি হইয়াছে এবং জগৎ সংহারকারক রুদ্রও বর্ণ

১। যোগং সমাধিনা। সমাধিনা প্রিয়ে। ২। পূজনে। ৩। কণ্ঠেস্থিতং।
৪। বর্ণং যুতং। ৫। পঞ্চাশন্মাতৃকাং দেবীং। ৬। নানাবিদ্যাময়ীং সদা।
৭। বিদ্যাং। ৮। সর্ব্ব বর্ণময়ীং ; সর্ব্ব দেবময়ী। ৯। সর্ব্বদেব। ১০। সর্ব্বতন্ত্র।
১১। দেবীং। ১২। বিসর্গৈশ্চৈব বিন্দুশ্চ ত্রিশক্তিং ব্রহ্মবিগ্রহাং। [ব্রহ্মবিগ্রহঃ]।
১৩। বর্ণাত্তু জায়তে ব্রহ্মা তথা বিষ্ণুঃ প্রজাপতিঃ।

রুদ্রশ্চ জায়তে দেবি[১] জগৎসংহারকারকঃ।
মম কণ্ঠস্থিতা[২] যা সা শারদা বাম[৩]লোচনা ॥ ১১
তস্যা গর্ভে স্থিতা[৪] দেবি বীজানি বিবিধানি চ।
বিধৃত্য কণ্ঠদেশে যাং[৫] শিবোঽহং কমলাননে[৬] ॥ ১২
শৃণু তত্ত্বং অকারস্য[৭] অতিগোপ্যং বরাননে।
শরচ্চন্দ্রপ্রতীকাশং পঞ্চকোণ[৮]ময়ং সদা ॥ ১৩
পঞ্চদেবময়ং বর্ণং শক্তিত্রয়সমন্বিতম্।
নির্গুণং ত্রিগুণোপেতং স্বয়ং কৈবল্যমূর্ত্তিমান্ ॥ ১৪
বিন্দুতত্ত্ব[৯]ময়ং বর্ণং স্বয়ং প্রকৃতিরূপিণী ॥ অ ॥ ১৫

ইতি কামধেনুতন্ত্রে হরপার্ব্বতী-সংবাদে প্রথমঃ পটলঃ।

হইতেই জন্মিয়াছেন। আমার কণ্ঠে যিনি অবস্থান করিতেছেন, তিনি বামলোচনা শারদা। ১০-১১

হে দেবি! তন্মধ্যে [অর্থাৎ শারদারূপিণী আদ্যাশক্তি মধ্যে] বীজসকল অবস্থিতা রহিয়াছেন। হে কমলাননে! সেই শারদাকে কণ্ঠে ধারণ করিয়াই আমি শিবত্ব লাভ করিয়াছি। ১২

হে বরাননে! অতিশয় গুপ্ত অ-কারতত্ত্ব শ্রবণ কর। ইহা শরচ্চন্দ্র-সন্নিভ জ্যোতির্যুক্ত এবং পঞ্চকোণময়। ইহা পঞ্চদেবময় এবং শক্তিত্রয়-সমাযুক্ত অথচ ইহা নির্গুণ, ত্রিগুণাতীত এবং স্বয়ং মূর্ত্তিমান কৈবল্যস্বরূপ। ইহা বিন্দুতত্ত্ব [বিষ্ণুতত্ত্ব] ময় এবং স্বয়ং প্রকৃতিস্বরূপিণী। ১৩-১৫

কামধেনুতন্ত্রে হরপার্ব্বতী-সংবাদে [দেবীসংবাদে] প্রথম পটল সমাপ্ত।

১। রুদ্রঃ প্রজায়তে দেবি। ২। কণ্ঠে। ৩। লোল। ৪। তস্য গর্ভস্থিতা। ৫। কণ্ঠদেশে তু। ৬। খঞ্জলোচনে। ৭। মকারস্য। ৮। পঞ্চকোষ। ৯। বিষ্ণুতত্ত্ব।

দ্বিতীয়ঃ পটলঃ

[স্বরবর্ণতত্ত্ব-বিবরণম্]

শ্রীশিব উবাচ—

অ-কারং[১] পরমাশ্চর্য্যং শঙ্খজ্যোতির্ম্ময়ং প্রিয়ে।
ব্রহ্মবিষ্ণুময়ং বর্ণং তথা রুদ্রময়ং প্রিয়ে ॥ ১
সদাশিবময়ং বর্ণং পরমাত্মময়ং তথা।
পঞ্চপ্রাণময়ং বর্ণং স্বয়ং পরমকুণ্ডলী ॥ অ ॥ ২
আকারং[২] পরমানন্দং সুগন্ধি কুসুমচ্ছবিম্।
হরিব্রহ্মময়ং বর্ণং সদারুদ্রযুতং প্রিয়ে ॥ আ ॥ ৩
সদাশিবময়ং বর্ণং গুণত্রয়সমন্বিতম্[৩]।
হরিব্রহ্মাত্মকং বর্ণং সদাশক্তিময়ং তথা[৪] ॥ ৪
ই-কারং পরমেশানি স্বয়ং কুণ্ডলী মূর্ত্তিমান্ ॥ ই ॥
ঈ-কারং পরমেশানি স্বয়ং পরমকুণ্ডলী ॥ ৫
ব্রহ্মবিষ্ণুময়ং বর্ণং তথা রুদ্রময়ং সদা[৫]।
পঞ্চদেবময়ং বর্ণং পীতবিদ্যুল্লতাকৃতি ॥ ৬

[স্বরবর্ণতত্ত্ব-বিবরণ]

শিব কহিলেন, হে প্রিয়ে! অ-কার পরমাশ্চর্য্য শঙ্খশুভ্রজ্যোতির্ম্ময় এবং ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্রময়। হে প্রিয়ে। এই বর্ণ সদা শিবময় এবং পরমাত্মময়। এই বর্ণ পঞ্চপ্রাণময় এবং স্বয়ং কুণ্ডলিনী [পরমাপ্রকৃতি] রূপিণী। ১-২

হে প্রিয়ে! আ-কার পরমানন্দকর সুগন্ধি কুসুমাকার। ইহা ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্রাত্মক। আ। ৩

হে পরমেশানি! ই-কার সদাশিবময় এবং গুণাত্মক বর্ণ। ইহা ব্রহ্মা ও বিষ্ণুময়। ইহা শক্তিময়ী এবং সাক্ষাৎ মূর্ত্তিমান কুণ্ডলী [আদ্যাশক্তি] ই।

হে পরমেশানি! ঈ-কার স্বয়ং পরমকুণ্ডলী [পরাশক্তি]। এই ঈ-কার

১। আকারং। ২। ইকারং। ৩। পরং ব্রহ্মসমন্বিতম্; গুরুব্রহ্ম স্বয়ং তথা; সদা রুদ্রময়ং তথা। ৪। সদা শক্তিময়ং বর্ণং গুণত্রয়সমন্বিতম্। ৫। তথা।

চতুর্জ্ঞানময়ং বর্ণং[১] পঞ্চপ্রাণময়ং সদা। ঈ।
উকারং পরমেশানি তার[২]কুণ্ডলিনী স্বয়ম্ ॥ ৭
পীতচম্পক-সঙ্কাশং পঞ্চদেবময়ং সদা।
পঞ্চপ্রাণময়ং দেবি চতুর্ব্বর্গপ্রদায়কম্ ॥ উ ॥ ৮
ঊকারং দেবদেবেশি বীজং পরমতুর্ল্লভম্।
শঙ্খকুন্দসমাকারং[৩] ঊ-কারং পরকুণ্ডলী।
পঞ্চপ্রাণময়ং বর্ণং তথা গুণত্রয়াত্মকম্[৪]।
বিন্দুত্রয়যুতং বর্ণং পীতবিদ্যুল্লতা যথা[৫]।
ধর্ম্মার্থকামমোক্ষেষু[৬] সদা সুখপ্রদায়কম্ ॥ ঊ ॥ ১০
ঋ-কারং পরমেশানি কুণ্ডলী-মূর্ত্তিমান্ স্বয়ম্।
অত্র[৭] ব্রহ্মা চ বিষ্ণুশ্চ রুদ্রশ্চৈব বরাননে ॥ ১১
সদা শিবযুতং বর্ণং সদা ঈশ্বরসংযুতম্।
পঞ্চপ্রাণময়ং বর্ণং চতুর্জ্ঞানময়ং সদা[৮] ॥ ১২

সর্ব্বদাই ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্রময়। ইহা পঞ্চদেবতাময় বর্ণ। ইহা পীত-বিদ্যুল্লতাকৃতি। এইবর্ণ সর্ব্বদাই চতুর্জ্ঞানময় ও পঞ্চ প্রাণময়। ঈ।

হে পরমেশানি! উ-কার স্বয়ং প্রণব ও কুণ্ডলিনী [পরা প্রকৃতি]। ৪-৭

উ-কার পীতচম্পকসদৃশ দীপ্তিমান এবং পঞ্চদেবময়। হে দেবি! ইহা পঞ্চপ্রাণময় এবং চতুর্ব্বর্গ-প্রদায়ক। উ। ৮

ঊ-কার শ্বেতবর্ণ কুন্দকুসুমাকার এবং পরমাকুণ্ডলী। ইহা পঞ্চপ্রাণময় এবং গুণত্রয়াত্মক। ৯

ঊ-কার বিন্দুত্রয়যুক্ত এবং পীতবিদ্যুল্লতার ন্যায় প্রভাবিশিষ্ট। ইহা ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষার্থে সর্ব্বকালে সমভাবে সুখপ্রদায়ক। ঊ। ১০

হে পরমেশানি! ঋ-কার স্বয়ং কুণ্ডলী [কুলকুণ্ডলিনী] স্বরূপিণী। হে বরাননে! এই বর্ণে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্র অবস্থিত। সর্ব্বদাই শিবযুক্ত এবং সর্ব্বদাই ঈশ্বরসংযুক্ত, সর্ব্বদাই পঞ্চপ্রাণময় এবং সর্ব্বদাই চতুর্জ্ঞানময় [ধর্ম্ম অর্থ কাম ও মোক্ষ-প্রদায়ক, জ্ঞানময়], রক্তবিদ্যুল্লতাকার ঋ-কারকে আমি প্রণাম করি। ঋ।

১। (ক) চতুর্জ্ঞানযুতং বর্ণং। (খ) চতুর্জ্ঞানময়ং তত্ত্বং। (গ) চতুর্জ্ঞানযুতং তত্ত্বং।
২। অধঃ। ৩। শঙ্খকুঙ্কুমসঙ্কাশং। ৪। পঞ্চদেবময়ং সদা। ৫। তথা।
৬। কামমোক্ষঞ্চ। ৭। তত্র। ৮। তথা।

রক্তবিদ্যুল্লতাকারং ঋকারং প্রণমাম্যহম্। ঋ।
ঋ-কারং পরমেশ্বরি স্বয়ং পরমকুণ্ডলী॥ ১৩
পীতবিদ্যুল্লতাকারং পঞ্চদেবময়ং সদা।
চতুর্জ্ঞানময়ং বর্ণং পঞ্চপ্রাণময়ং[১] সদা॥ ১৪
ত্রিশক্তিসহিতং বর্ণং প্রণমামি সদা প্রিয়ে। ঋ।
ঌ-কারং পরমেশানি কুণ্ডলী পরদেবতা॥ ১৫
অত্র ব্রহ্মাদয়ঃ সর্ব্বে তিষ্ঠন্তি সততং প্রিয়ে।
পঞ্চদেবময়ং বর্ণং চতুর্জ্ঞানময়ং সদা॥ ১৬
পঞ্চপ্রাণময়ং বর্ণং তথা গুণত্রয়াত্মকম্[২]।
বিন্দুত্রয়যুতং বর্ণং[৩] পীতবিদ্যুল্লতা যথা॥ ৯॥ ১৭
ৠ-কারং চঞ্চলাপাঙ্গি পূর্ণচন্দ্রসমপ্রভম্।
পঞ্চদেবাত্মকং বর্ণং পঞ্চপ্রাণাত্মকং সদা॥ ১৮
গুণত্রয়াত্মকং বর্ণং তথা বিন্দুত্রয়াত্মকম্।
চতুর্ব্বর্গপ্রদং দেবি স্বয়ং পরমকুণ্ডলী॥ ৠ॥ ১৯
একারং পরমং দিব্যং ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাত্মকম্।
বন্ধুককুসুমপ্রখ্যং পঞ্চদেবময়ং সদা॥ ২০

হে পরমেশ্বরি ঋ-কার স্বয়ং পরমকুণ্ডলী। ১১-১৩

হে প্রিয়ে! পীতবিদ্যুল্লতাকার সদাকাল পঞ্চদেবময়, চতুর্জ্ঞানময় এবং পঞ্চপ্রাণময় ত্রি-শক্তি-সংযুক্ত ঋ-কারকে প্রণাম করি।

হে পরমেশানি! ঌ-কার কুণ্ডলিনীরূপিণী প্রকৃতি। ১৪-১৫

হে প্রিয়ে! এইবর্ণে ব্রহ্মাদি দেবতাবর্গ সকলে [ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর] সতত অবস্থান করেন। এইবর্ণ সর্ব্বদাই পঞ্চপ্রাণময়, পঞ্চদেবময়, চতুর্জ্ঞানময় এবং ত্রিগুণাত্মক। এইবর্ণ পীতবিদ্যুল্লতাকার এবং বিন্দুত্রয়-সংযুত। ৯। ১৬-১৭

হে চঞ্চলাপাঙ্গি! ৠ-কার পূর্ণচন্দ্রসমপ্রভ, পঞ্চদেবাত্মক ও পঞ্চবর্ণাত্মক। ১৮ এই বর্ণ গুণত্রয়াত্মক ও বিন্দুত্রয়াত্মক, চতুর্ব্বর্গপ্রদ এবং স্বয়ং দেবী পরম-কুণ্ডলী। ৠ। ১৯

১। যুতং।
২। গুণত্রয়াত্মকং বর্ণং তথা বিন্দুত্রয়াত্মকং।
৩। (ক) বিন্দু ত্রয়াত্মকং বর্ণং। (খ) গুণত্রয়াত্মকং বর্ণং।

পঞ্চপ্রাণাত্মকং বর্ণং তথা বিন্দুত্রয়াত্মকম্[১] ।
চতুর্ব্বর্গপ্রদং দেবি স্বয়ং পরমকুণ্ডলী ॥ এ ॥ ২১
ঐকারং পরমং দিব্যং[২] মহাকুণ্ডলিনী স্বয়ম্ ।
কোটিচন্দ্রপ্রতীকাশং পঞ্চপ্রাণময়ং সদা ॥ ২২
ব্রহ্ম[৩]বিষ্ণুময়ং বর্ণং তথা রুদ্রময়ং প্রিয়ে ।
সদাশিবময়ং বর্ণং বিন্দুত্রয়সমন্বিতম্ ॥ ঐ ॥ ২৩
ও-কারং চঞ্চলাপাঙ্গি পঞ্চদেবময়ং সদা ।
রক্তবিদ্যুল্লতাকারং ত্রিগুণাত্মানমীশ্বরম্ ॥ ২৪
পঞ্চপ্রাণময়ং বর্ণং নমামি দেবমাতরম্ ।
এতদ্বর্ণং মহেশানি স্বয়ং পরমকুণ্ডলী ॥ ও ॥ ২৫
রক্তবিদ্যুল্লতাকারং ঔ-কারং কুণ্ডলী পরা ।
অত্র ব্রহ্মাদয়ঃ সর্ব্বে তিষ্ঠন্তি সততং প্রিয়ে ॥ ২৬
পঞ্চপ্রাণময়ং বর্ণং সদাশিবময়ং সদা ।
সদা ঈশ্বরসংযুক্তং চতুর্ব্বর্গপ্রদায়কম্ ॥ ঔ ॥ ২৭

পরমদিব্যবর্ণ একার ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্রময়, পঞ্চদেবময় এবং বন্ধূক-কুসুম-সদৃশ রক্তবর্ণ। ইহা পঞ্চপ্রাণাত্মক ও বিন্দুত্রয়াত্মক। হে পার্ব্বতি! এইবর্ণ চতুর্ব্বর্গপ্রদ এবং স্বয়ং পরমাকুণ্ডলিনী। এ।

পরমদিব্যবর্ণ ঐ-কার স্বয়ং মহাকুণ্ডলিনী। ইহা সর্ব্বদাই কোটিচন্দ্রসমপ্রভ এবং পঞ্চপ্রাণময়। ২০-২২

এই বর্ণ ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্রাত্মক। হে প্রিয়ে! এই বর্ণ সদাশিবময় এবং বিন্দুত্রয়সমন্বিত। ঐ। ২৩

হে চঞ্চলাপাঙ্গি! ও-কার সর্ব্বদাই পঞ্চপ্রাণময়, রক্তবিদ্যুল্লতাকার ত্রিগুণাত্মক ঈশ্বরস্বরূপ। পঞ্চপ্রাণময় দেবমাতারূপিণী, এই বর্ণকে নমস্কার করি। হে মহেশানি! এই বর্ণ স্বয়ং পরমকুণ্ডলী। ও। ২৪-২৫

হে প্রিয়ে! রক্তবিদ্যুল্লতাকার ঔ-কার পরাকুণ্ডলীস্বরূপা [শক্তিত্রয়যুক্ত] এই বর্ণে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর সতত অবস্থান করেন। ২৬

এই বর্ণ সদাশিবময়, পঞ্চপ্রাণময়, সর্ব্বদা ঈশ্বর-সংযুক্ত এবং চতুর্ব্বর্গ-প্রদায়ক। ঔ। ২৭

১। পঞ্চপ্রাণাত্মকং বর্ণং স্বয়ং পরমকুণ্ডলী। ২। ঐকারং পরমেশানি। ৩। ব্রহ্মা।

অং-কারং বিন্দুসংযুক্তং পীতবিদ্যুৎসমপ্রভম্ ।
পঞ্চপ্রাণাত্মকং বর্ণং ব্রহ্মাদি দেবতাময়ম্ ॥ ২৮
সর্ব্বজ্ঞানময়ং বর্ণং বিন্দুত্রয়সমন্বিতম্ ।
শক্তিত্রয়যুতং বর্ণং[১] স্বয়ং পরমকুণ্ডলী ॥ অং ॥ ২৯
অঃ-কারঃ পরমেশানি বিসর্গসংযুতঃ সদা ।
অঃ-কারং[২] পরমেশানি রক্তবিদ্যুৎপ্রভাময়ম্[৩] ॥ ৩০
পঞ্চদেবময়ো বর্ণঃ পঞ্চপ্রাণময়ঃ সদা ।
সর্ব্বজ্ঞানময়ো বর্ণঃ আত্মাদি তত্ত্বসংযুতঃ ॥ ৩১
বিন্দুত্রয়ময়ো বর্ণঃ[৪] শক্তিত্রয়ময়ং[৫] সদা । অঃ ।
কিশোরবয়সাঃ[৬] সর্ব্বা গীতবাদিত্রতৎপরাঃ ॥ ৩২
শিবস্য যুবতী সর্ব্বাঃ স্বয়ং কুণ্ডলী-মূর্ত্তিমান্[৭] ॥ ৩৩

ইতি শ্রীকামধেনুতন্ত্রে হরপার্ব্বতী-সংবাদে দ্বিতীয়ঃ পটলঃ ।

অং-কার, বিন্দুসংযুক্ত পীতবিদ্যুৎসমপ্রভ, পঞ্চপ্রাণাত্মক ও ব্রহ্মাদিদেবতাময় বর্ণ । ২৮

ইহা সর্ব্বজ্ঞানময় বর্ণ, ইহা বিন্দুত্রয় এবং শক্তিত্রয় সমন্বিত এবং স্বয়ং পরমা-কুণ্ডলী-স্বরূপিণী । অং । ২৯

হে পরমেশানি । অঃ-কার সর্ব্বদাই বিসর্গসংযুক্ত এবং রক্তবিদ্যুৎ-প্রভাময় । এইবর্ণ পঞ্চদেবময়, পঞ্চপ্রাণময়, সর্ব্বজ্ঞানময় এবং আত্মাদি-তত্ত্ব-সংযুত । এইবর্ণ সর্ব্বদাই বিন্দুত্রয় এবং শক্তিত্রয় সমন্বিত । অঃ ।

এই সকল বর্ণ [অ হইতে অঃ পর্য্যন্ত ষোড়শবর্ণ] সকলেই কিশোরীবয়স্কা ও গীতবাদ্য-তৎপরা । ইহারা সকলেই শিবযুবতী এবং স্বয়ং মূর্ত্তিমতী কুণ্ডলী [পরাপ্রকৃতি] । ইঁহারা সকলেই শিবযুবতী এবং কুলকুণ্ডলিনীমধ্যে অবস্থিতা । ৩০-৩৩

কামধেনুতন্ত্রে হরপার্ব্বতী-সংবাদে দ্বিতীয় পটল সমাপ্ত ॥

---

১ । শক্তিত্রয়ময়ং ভদ্রে । ২ । (ক) অঃ—কারে । (খ) অঃ—বর্গ । ৩ । (ক) প্রভাময়ঃ । (খ) সমপ্রভং । ৪ । (ক) ময়ং বর্ণং । (খ) ময়ং বর্ণঃ । ৫ । ত্রয় ময়ঃ । ৬ । বয়সঃ । ৭ । কুণ্ডলিনী স্থিতাঃ ।

তৃতীয়ঃ পটলঃ

[ককারঃ কামিনীতত্ত্ব-বর্ণনঞ্চ]

শিব উবাচ—

অধুনা সংপ্রবক্ষ্যামি ক-কার-তত্ত্বমুত্তমম্ ।
রহস্যপরমং দিব্যং[১] ত্রিকোণানাঞ্চ সংশৃণু ॥ ১
বামরেখা ভবেদ্ ব্রহ্মা বিষ্ণু র্দক্ষিণরেখিকা ।
অধোরেখা ভবেদ্ রুদ্রো মাত্রা সাক্ষাৎ সরস্বতী ॥ ২
কুণ্ডলী অঙ্কুশাকারা মধ্যশূন্যঃ সদাশিবঃ ।
জবাযাবকসঙ্কাশা বামরেখা বরাননে ॥ ৩
শরচ্চন্দ্রপ্রতীকাশা দক্ষরেখা চ মূর্ত্তিমান্ ।
অধোরেখা বরারোহে মহামরকতদ্যুতিঃ ॥ ৪
শঙ্খকুন্দসমাকান্তি র্মাত্রা সাক্ষাৎ সরস্বতী ।
কুণ্ডলী অঙ্কুশা যা তু কোটিবিদ্যুল্লতাকৃতিঃ ॥ ৫
কোটিচন্দ্রপ্রতীকাশো মধ্যশূন্যং[২] সদাশিবঃ ।
শূন্যগর্ভে স্থিতা কালী কৈবল্যপদদায়িনী ॥ ৬

[ককার ও কামিনীতত্ত্ব বর্ণন]

শিব কহিলেন, অধুনা উত্তম ক-কার তত্ত্ব বলিতেছি। ত্রিকোণসমূহের পরম দিব্য রহস্য শ্রবণ কর। ১

ক-কারের বামরেখা ব্রহ্মা, দক্ষিণরেখা বিষ্ণু, অধোরেখা রুদ্র এবং মাত্রা সাক্ষাৎ সরস্বতী। ২

ইহার অঙ্কুশাকার অংশ কুণ্ডলিনী এবং মধ্যস্থ শূন্য সদাশিব। হে বরাননে! ইহার বামরেখা জবাযাবক-সঙ্কাশা, দক্ষরেখা মূর্ত্তিমান্ শরচ্চন্দ্রের ন্যায় দ্যুতি-সম্পন্ন, হে বরারোহে! এবং অধোরেখা মহামরকত-দ্যুতিসম্পন্ন। ৩-৪

ক-কারে ঊর্দ্ধস্থ মাত্রা শঙ্খকুন্দ-সন্নিভ শুভ্র দ্যোতমান সাক্ষাৎ সরস্বতী-স্বরূপা। যাহা ক-কারের অঙ্কুশ তাহা কোটি-বিদ্যুল্লতাকৃতি কুণ্ডলী। ৫

মধ্যস্থ শূন্য কোটিচন্দ্রদ্যুতিসম্পন্ন সদাশিব। ঐ শূন্যগর্ভে কৈবল্যদায়িনী কালী অবস্থান করেন। ৬

১। পরমাশ্চর্য্যং।   ২। মধ্যশূন্য।

ককারাজ্জায়তে সর্ব্বং কামং কৈবল্যমেব চ।
অর্থঞ্চ জায়তে দেবি ধর্ম্মঞ্চ জায়তে তথা ॥ ৭
ককারঃ সর্ব্ববর্ণানাং মূলপ্রকৃতিরেব চ।
ককারঃ কামদা কামরূপিণী স্ফুরদব্যয়া ॥ ৮
কামিনী যা মহেশানি স্বয়ং ত্রিপুর[১]-সুন্দরী।
মাতা সা সর্ব্বদেবানাং কৈবল্যপদদায়িনী ॥ ৯
ঊর্দ্ধকোণে স্থিতা বামা ব্রহ্মশক্তিরিতীরিতা।
বামকোণে স্থিতা জ্যেষ্ঠা বিষ্ণুশক্তিরিতীরিতা ॥ ১০
দক্ষকোণে স্থিতা বিন্দুঃ রৌদ্রী সংহাররূপিণী।
জ্ঞানার্থা সা তু[২] চার্ব্বঙ্গি কলাচতুষ্টয়াত্মিকা[৩] ॥ ১১
ইচ্ছাশক্তি র্ভবেদ্ ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চ জ্ঞানশক্তিমান্।
ক্রিয়াশক্তি র্ভবেদ্ রুদ্রঃ সর্ব্বে প্রকৃতিমূর্ত্তিমান্ ॥ ১২
আত্মবিদ্যা শিবৈস্তত্ত্বৈঃ সদা মাত্রা প্রতিষ্ঠিতা।
আসনং ত্রিপুরাদেব্যাঃ ককারং পঞ্চদৈবতম্[৪] ॥ ১৩

কাম হইতে কৈবল্য সমস্ত কিছুই ক-কার হইতে জাত হইয়াছে। ধর্ম্ম ও অর্থ উভয়ই ক-কার হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। ৭

ক-কার সর্ব্ববর্ণের মূলপ্রকৃতি। ক-কার কামদায়িনী এবং অব্যয় কামরূপিণীস্বরূপে স্ফুরিত হইতেছে। ৮

হে মহেশানি! যিনি কামিনী তিনিই ত্রিপুরাসুন্দরী। তিনিই সর্ব্বদেবমাতা এবং তিনিই কৈবল্যদায়িনী। ৯

ব্রহ্মশক্তিরূপে কথিত বামাশক্তি (ব্রহ্মাণী) ঊর্দ্ধকোণে, বামকোণে জ্যেষ্ঠা বিষ্ণুশক্তি বৈষ্ণবী, দক্ষ (ডান) কোণে অবস্থিত বিন্দুই সংহাররূপিণী রুদ্রশক্তি রৌদ্রী। হে চার্ব্বঙ্গি! জ্ঞানার্থ এই শক্তিই কলাচতুষ্টয়রূপে প্রকাশিত। ১০-১১

ইচ্ছাশক্তি ব্রহ্মা, জ্ঞানশক্তি বিষ্ণু এবং ক্রিয়াশক্তি রুদ্র। এই ত্রিশক্তির সকলেই মূর্ত্তিমান্ প্রকৃতি। ১২

শিবতত্ত্বসমূহের দ্বারা সর্ব্বদা আত্মবিদ্যা পূর্ণমাত্রায় প্রতিষ্ঠিত হয়। পঞ্চদৈবতরূপী ক-কারই ত্রিপুরাদেবীর আসন। ১৩

১। প্রখ্যাত। ২। জ্ঞানাত্মা স তু। ৩। কলাচতুষ্টয়াত্মকং, কলাচতুষ্টয়াত্মকঃ ৪। ককার পঞ্চদেবতাং।

ঈশ্বরো যশ্চ দেবেশি ত্রিকোণে[1] তস্য সংস্থিতিঃ।
ত্রিকোণমেতৎ কথিতং যোনিমণ্ডলমুত্তমম্ ॥ ১৪
কৈবল্যং পুরতো যস্যাঃ কামিনী সা প্রকীর্ত্তিতা।

[কামিনীধ্যানম্]

ওঁ জবাযাবক* সিন্দূরসদৃশীং[2] কামিনীং পরাম্ ॥ ১৫
চতুর্ভুজাং ত্রিণেত্রাঞ্চ বাহুবল্লীবিরাজিতাম্।
কদম্বকোরকাকার-স্তনদ্বয়-বিভূষিতাম্ ॥ ১৬
রত্নকঙ্কণ-কেয়ূর-অঙ্গদৈরুপশোভিতাম্।
রত্নহারৈঃ পুষ্পহারৈঃ শোভিতাং পরমেশ্বরীম্ ॥ ১৭
এবং হি কামিনীং ধ্যাত্বা ক-কারং দশধা জপেৎ।
প্রফুল্লঞ্চ ততো ধ্যাত্বা জপস্য ফলভাক্ ভবেৎ ॥ ১৮
এতত্তে কথিতং দেবি ক-কার-তত্ত্বমদ্ভুতম্[3] ॥ ১৯

ইতি কামধেনুতন্ত্রে হরপার্ব্বতী-সংবাদে তৃতীয়ঃ পটলঃ ॥

হে দেবেশি! যিনি ঈশ্বর তিনি ত্রিকোণে অবস্থান করেন। যাহাকে এই ত্রিকোণ নামে অভিহিত করা হইল, তাহাকেই শ্রেষ্ঠা যোনিমণ্ডল বলা হয়। ১৪

যিনি কৈবল্য প্রদান করেন, তিনিই কামিনী নামে আখ্যাত হন।

[কামিনী ধ্যান]

ওঁ পরাকামিনী (প্রকৃতি) জবা-যাবক-সিন্দুরসদৃশী রক্তোজ্জ্বলা, চতুর্ভুজা, ত্রিনেত্রা, কদম্ব-কোরকাকার স্তনদ্বয়-শোভিতা, রত্নকঙ্কণ-কেয়ূর-অঙ্গদাদি দ্বারা বর্দ্ধিতরূপা, রত্নহার ও পুষ্পহার শোভিতা স্বয়ং পরমেশ্বরী। এইরূপে কামিনীকে ধ্যান করিয়া দশবার ক-কার জপ করিবে।

এইরূপে দশবার জপ করিবার পরে প্রফুল্লকে তৎপর ধ্যান করিবে। তাহা হইলে জপের ফল লাভ করিতে পারিবে। হে দেবি! তোমাকে ক-কারের এই অদ্ভুত (অত্যুত্তম) তত্ত্ব বর্ণনা করিলাম। ১৫-১৯

কামধেনুতন্ত্রে হরপার্ব্বতী-সংবাদে তৃতীয় পটল সমাপ্ত।

১। ত্রিকোণৈঃ। ২। সদৃশাং। ৩। তত্ত্বমুত্তমম্।

* যাবক—অলক্তক, রক্তবর্ণ।

চতুর্থঃ পটলঃ

[ব্যঞ্জনবর্ণ-তত্ত্বকথনম্]

শিব উবাচ—

ককারং পরমেশানি বিন্দুত্রয়সমন্বিতম্[১] । ক ।
খ-কারং পরমাশ্চর্য্যং শঙ্খ-কুন্দ-সমপ্রভম্[২] ॥ ১
কোণত্রয়যুতং রম্যং বিন্দুত্রয়সমন্বিতম্[৩] ।
গুণত্রয়যুতং দেবি পঞ্চদেবময়ং সদা ॥ ২
ত্রিশক্তিসংযুতং বর্ণং খ-কারং প্রণমাম্যহং । খ ।
গ-কারং পরমেশানি পঞ্চদেবাত্মকং সদা ॥ ৩
নির্গুণং ত্রিগুণোপেতং নিরীহং নির্ম্মলং সদা ।
পঞ্চপ্রাণময়ং বর্ণং সর্ব্বশক্ত্যাত্মকং প্রিয়ে ॥ ৪
অরুণাদিত্যসঙ্কাশং কুণ্ডলীং প্রণমাম্যহং । গ ।
ঘ-কারং চঞ্চলাপাঙ্গি চতুষ্কোণাত্মকং সদা ॥ ৫

[ব্যঞ্জনবর্ণ-তত্ত্বকথন]

শিব কহিলেন—হে পরমেশানি ! ক-অক্ষর বিন্দুত্রয় সমন্বিত । [ক-কারের বর্ণ শঙ্খকুঙ্কুমসন্নিভ । এই পাঠ ভ্রমাত্মক । কারণ শঙ্খ শ্বেতবর্ণ এবং কুঙ্কুম (জাফরান) হরিদ্রাভ বর্ণ । এই উভয় বর্ণ একই সময়ে একই স্থানে অবস্থান করিতে পারে না] । ক ।

খ—ইহা শঙ্খ ও কুন্দকুসুমসন্নিভ শুভ্র বা শ্বেতবর্ণ । ১

খ-কোণত্রয়যুক্ত, সুরম্য এবং বিন্দুত্রয়যুক্ত । হে দেবি ! এই বর্ণ গুণত্রয়-যুক্ত এবং সর্ব্বদাই পঞ্চদেবময়াত্মক । ২

খ-ত্রিশক্তিসংযুক্ত । খ-বর্ণকে প্রণাম করি । খ ।

হে পরমেশানি ! গ-বর্ণ সর্ব্বদাই পঞ্চদেবময়াত্মক, নির্গুণ, ত্রিগুণোপেত, নিরীহ, নির্ম্মল, পঞ্চপ্রাণময় এবং সর্ব্বশক্ত্যাত্মক । হে প্রিয়ে ! অরুণাদিত্য-সন্নিভ গ-বর্ণকে প্রণাম করি । গ ।

হে চঞ্চলাপাঙ্গি ! ঘ-সর্ব্বদাই চতুষ্কোণাত্মক বর্ণ । ৩-৫

---

১ । কুণ্ডলীত্রয়সমন্বিতং ।

২ । শঙ্খকুঙ্কুমসন্নিভং ইতি পাঠঃ ভ্রমাত্মকঃ । ৩ । কোণত্রয়যুতং শৃঙ্গং কুণ্ডলীত্রয়সংযুতম্ ।

পঞ্চকোণ[১]ময়ং বর্ণং অরুণাদিত্যসন্নিভম্ ।
নির্গুণং ত্রিগুণোপেতং সদা ত্রিগুণসংযুতম্ ॥ ৬
সর্ব্বগং সর্ব্বদং শান্তং ঘ-কারং প্রণমাম্যহম্ । ঘ ।
ঙ-কারং পরমেশানি স্বয়ং পরমকুণ্ডলী ॥ ৭
সর্ব্বদেবময়ং বর্ণং ত্রিগুণং লোললোচনে ।
পঞ্চপ্রাণময়ং বর্ণং ঙ-কারং প্রণমাম্যহং ॥ ঙ ॥ ৮
চ-কারং শৃণু সুশ্রোণি চতুর্ব্বর্গপ্রদায়কম্ ।
কুণ্ডলীসহিতং দেবি স্বয়ং পরমকুণ্ডলী ॥ ৯
রক্তবিদ্যুল্লতাকারং সদা ত্রিগুণসংযুতম্ ।
পঞ্চদেবময়ং বর্ণং পঞ্চপ্রাণাত্মকং তথা ॥ ১০
ত্রিশক্তিসহিতং বর্ণং ত্রিবিন্দুসহিতং সদা । চ ।
ছ-কারং পরমাশ্চর্য্যং স্বয়ং পরমকুণ্ডলী ॥ ১১
সততং কুণ্ডলীযুক্তং পঞ্চদেবময়ং সদা ।
পঞ্চপ্রাণময়বর্ণং ত্রিশক্তিসহিতং সদা ॥ ১২
ত্রিবিন্দুসহিতং বর্ণং সদা ঈশ্বরসংযুতম্ ।
পীতবিদ্যুল্লতাকারং ছ-কারং প্রণমাম্যহম্ ॥ ছ ॥ ১৩

ঘ—সর্ব্বদাই পঞ্চকোণময়, অরুণাদিত্যসন্নিভ, নির্গুণ, ত্রিগুণোপেত এবং ত্রিগুণসংযুক্ত । ৬

সর্ব্বদা সর্ব্বগামী ও শান্ত ঘ-বর্ণকে প্রণাম করি । ঘ ।

হে পরমেশানি ! ঙ-কার স্বয়ং আদ্যাশক্তি-স্বরূপা । ঙ-বর্ণ সর্ব্বদেবময় ও ত্রিগুণময় । হে লোললোচনে ! আমি পঞ্চপ্রাণময় ঙ-বর্ণকে প্রণাম করি । ঙ । ৭-৮

হে সুশ্রোণি ! চতুর্ব্বর্গ-প্রদায়ক চ-বর্ণ শ্রবণ কর । চ-বর্ণ কুণ্ডলী (আদ্যাশক্তি) সহিত বিদ্যমান এবং স্বয়ং পরমকুণ্ডলী (আদ্যাশক্তি)-স্বরূপা । চ-বর্ণ রক্তবিদ্যুল্লতাকার এবং সর্ব্বদা ত্রিগুণসংযুক্ত, পঞ্চদেবময় ও পঞ্চপ্রাণময়ও বটে । ৯-১০

চ-বর্ণ সর্ব্বদাই ত্রিশক্তিযুক্ত এবং সর্ব্বদা ত্রিবিন্দুযুক্ত । চ ।

ছ-বর্ণ স্বয়ং পরমাশ্চর্য্যস্বরূপ পরমকুণ্ডলী (কুলকুণ্ডলিনী) এই বর্ণ সর্ব্বদাই

১। পঞ্চদেব।

জ-কারং পরমেশানি যা স্বয়ং মধ্যকুণ্ডলী।
শরচ্চন্দ্রপ্রতীকাশং সদা ত্রিগুণসংযুতম্ ॥ ১৪
পঞ্চদেবময়ং বর্ণং পঞ্চপ্রাণাত্মকং সদা।
ত্রিবিন্দুসহিতং বর্ণং ত্রিশক্তিসহিতং সদা ॥ জ ॥ ১৫
ঝ-কারং পরমেশানি কুণ্ডলী মোক্ষরূপিণী[১]।
রক্তবিদ্যুল্লতাকারং সদা ত্রিগুণসংযুতম্ ॥ ১৬
পঞ্চদেবময়ং বর্ণং পঞ্চপ্রাণাত্মকং সদা।
ত্রিবিন্দুসহিতং বর্ণং ত্রিশক্তিসহিতং সদা ॥ ১৭
ঝ-কারং পরমং গোপ্যং তং নমামি বরাননে। ঝ।
সদা ঈশ্বরসংযুক্তং ঞ-কারং শৃণু সুন্দরি ॥ ১৮
রক্তবিদ্যুল্লতাকারং স্বয়ং পরমকুণ্ডলী।
পঞ্চদেবময়ং বর্ণং পঞ্চপ্রাণময়ং সদা ॥ ১৯
ত্রিশক্তিসহিতং বর্ণং ত্রিবিন্দুসহিতং সদা। ঞ।
ট-কারং চঞ্চলাপাঙ্গি স্বয়ং পরমকুণ্ডলী ॥ ২০
কোটিবিদ্যুল্লতাকারং পঞ্চদেবময়ং সদা।
পঞ্চপ্রাণাত্মকং বর্ণং গুণত্রয়সমন্বিতম্ ॥ ২১

কুণ্ডলীসংযুক্ত এবং সর্ব্বদাই পঞ্চদেবময়। ছ-বর্ণ সর্ব্বদাই ত্রিবিন্দু ও ঈশ্বর (সদাশিব) সংযুক্ত। পীতবিদ্যুল্লতাকার ছ-বর্ণকে প্রণাম করি। ছ। ১১-১৩

হে পরমেশানি। জ-বর্ণ স্বয়ং মধ্যকুণ্ডলী, শরচ্চন্দ্র-প্রতীকাশ ও সর্ব্বদা ত্রিগুণসংযুক্ত। ইহা সর্ব্বদাই পঞ্চদেবময়, পঞ্চপ্রাণাত্মক, সর্ব্বদাই ত্রিবিন্দু ও ত্রিশক্তিসংযুক্ত। জ। ১৪-১৫

হে পরমেশানি! ঝ-বর্ণ মোক্ষরূপিণী কুলকুণ্ডলিনী। ইহা রক্তবিদ্যুল্লতাকার এবং সর্ব্বদা ত্রিগুণসংযুক্ত, সর্ব্বদা পঞ্চদেবময় এবং সর্ব্বদা পঞ্চপ্রাণাত্মক, সর্ব্বদা ত্রিবিন্দু ও ত্রিশক্তি সহিত বিদ্যমান। ১৬-১৭

হে বরাননে! পরম গোপ্য ঝ-বর্ণকে আমি প্রণাম করি। ঝ।

হে সুন্দরি! সর্ব্বদা ঈশ্বর-সংযুক্ত ঞ-বর্ণ শ্রবণ কর। ঞ-বর্ণ রক্তবিদ্যুল্লতাকার, পঞ্চদেবময় ও পঞ্চ প্রাণময় এবং ইহা সর্ব্বদাই ত্রিবিন্দু ও ত্রিশক্তি সহিত বিদ্যমান। ঞ।

১। ঝ-কারং শৃণু সুশ্রোণি পঞ্চকোণময়ং সদা।

ত্রিশক্তিসহিতং বর্ণং ত্রিবিন্দুসহিতং তথা[১] । ট ।
ঠ-কারং চঞ্চলাপাঙ্গি কুণ্ডলী মোক্ষরূপিণী ॥ ২২
পীতবিদ্যুল্লতাকারং সদা ত্রিগুণসংযুতম্ ।
পঞ্চদেবময়ং[২] বর্ণং পঞ্চপ্রাণময়ং তথা ॥ ২৩
ত্রিশক্তিসহিতং বর্ণং ত্রিবিন্দুসহিতং সদা । ঠ ।
ড-কারং চঞ্চলাপাঙ্গি সদা ত্রিগুণসংযুতম্ ॥ ২৪
পঞ্চদেবময়ং বর্ণং পঞ্চপ্রাণময়ং সদা ।
চতুর্জ্ঞানময়ং বর্ণং আত্মাদিতত্ত্বসংযুতম্ ॥ ২৫
পীতবিদ্যুল্লতাকারং ড-কারং প্রণমাম্যহম্ । ড ।
ঢ-কারং পরমারাধ্যং যা স্বয়ং কুণ্ডলী পরা ॥ ২৬
পঞ্চদেবাত্মকং বর্ণং পঞ্চপ্রাণময়ং সদা ।
সদা ত্রিগুণসংযুক্তং আত্মাদিতত্ত্বসংযুতম্ ॥ ২৭
রক্তবিদ্যুল্লতাকারং ঢ-কারং প্রণমাম্যহং । ঢ ।
ণ-কারং পরমেশানি যা স্বয়ং পরকুণ্ডলী ॥ ২৮

হে চঞ্চলাপাঙ্গি ট-কার স্বয়ং পরমকুণ্ডলী। ইহা কোটি বিদ্যুল্লতাকার, পঞ্চদেবময়, পঞ্চপ্রাণাত্মক, গুণত্রয় সমন্বিত এবং সর্ব্বদা ত্রিশক্তি ও ত্রিবিন্দু সংযুক্ত । ট ।

হে চঞ্চলাপাঙ্গি । ঠ-বর্ণ মোক্ষস্বরূপিণী কুণ্ডলী । ১৮-২২

ঠ-বর্ণ পীতবিদ্যুল্লতাকার, সর্ব্বদা ত্রিগুণসংযুক্ত, পঞ্চদেবময় ও পঞ্চপ্রাণময় এবং সর্ব্বদাই ত্রিবিন্দু ও ত্রিশক্তি সংযুক্ত । ঠ ।

হে চঞ্চলাপাঙ্গি ! ড-বর্ণ সর্ব্বদা ত্রিগুণ-সংযুক্ত। ইহা পঞ্চদেবময়, পঞ্চ প্রাণময়, চতুর্জ্ঞানময় এবং আত্মাদি তত্ত্ব-সংযুক্ত । ২৩-২৫

পীতবিদ্যুল্লতাকার ড-বিন্দুকে প্রণাম করি । ড ।

ঢ-বর্ণ স্বয়ং পরমারাধ্যা কুণ্ডলিনীস্বরূপা । ২৬

ঢ-বর্ণ সর্ব্বদা পঞ্চদেবাত্মক, পঞ্চপ্রাণময়, ত্রিগুণাত্মক এবং আত্মাদিতত্ত্ব-সংযুক্ত বর্ণ। রক্তবিদ্যুল্লতাকার ঢ-বর্ণকে প্রণাম করি । ঢ ।

হে পরমেশানি ! ণ-বর্ণ স্বয়ং কুলকুণ্ডলিনী । ২৭-২৮

১। তদা।

২। পঞ্চদেবাত্মকং।

পীতবিদ্যুল্লতাকারং পঞ্চদেবময়ং সদা।
পঞ্চপ্রাণময়ং দেবি সদা ত্রিগুণসংযুতম্ ॥ ২৯
আত্মাদি-তত্ত্বসংযুক্তং মহামোক্ষপ্রদায়কম্। ণ।
ত-কারং চঞ্চলাপাঙ্গি স্বয়ং পরমকুণ্ডলী ॥ ৩০
পঞ্চদেবাত্মকং বর্ণং পঞ্চপ্রাণময়ং তথা।
ত্রিশক্তিসহিতং বর্ণং আত্মাদি-তত্ত্বসংযুতম্ ॥ ৩১
ত্রিবিন্দুসহিতং বর্ণং পীতবিদ্যুৎসমপ্রভম্। ত।
থ-কারং চঞ্চলাপাঙ্গি কুণ্ডলীমোক্ষরূপিণী ॥ ৩২
ত্রিশক্তিসহিতং বর্ণং ত্রিবিন্দুসহিতং তথা।
পঞ্চদেবময়ং বর্ণং পঞ্চপ্রাণাত্মকং সদা ॥ ৩৩
তরুণাদিত্য[১]-সঙ্কাশং থ-কারং প্রণমাম্যহম্। থ।
দ-কারং শৃণু চার্ব্বঙ্গি চতুর্ব্বর্গপ্রদায়কম্ ॥ ৩৪
পঞ্চদেবময়ং বর্ণং পঞ্চপ্রাণময়ং সদা।
ত্রিশক্তিসহিতং দেবি ত্রিবিন্দুসহিতং তথা ॥ ৩৫
আত্মাদি-তত্ত্বসংযুক্তং স্বয়ং পরমকুণ্ডলী।
রক্তবিদ্যুল্লতাকারং দ-কারং হৃদি ভাবয়। দ ॥ ৩৬

এই বর্ণ পীতবিদ্যুল্লতাকার, সর্ব্বদা পঞ্চদেবময়, পঞ্চপ্রাণময় এবং ত্রিগুণসংযুক্ত, ইহা আত্মাদি তত্ত্বসংযুক্ত ও মহামোক্ষ-প্রদায়ক। ণ।

হে চঞ্চলাপাঙ্গি! ত-কার স্বয়ং পরমা কুলকুণ্ডলিনী। ২৯-৩০

ত-বর্ণ সর্ব্বদাই পঞ্চদেবাত্মক, পঞ্চপ্রাণময়, ত্রিশক্তি এবং আত্মাদিতত্ত্বসংযুক্ত, ত্রিবিন্দুযুক্ত এবং পীতবিদ্যুৎসম প্রভাসম্পন্ন। ত।

হে চঞ্চলাপাঙ্গি! থ-বর্ণ মোক্ষরূপিণী কুণ্ডলী। ৩১-৩২

এই বর্ণ সদা ত্রিশক্তি, ত্রিবিন্দু, পঞ্চদেবতা ও পঞ্চপ্রাণসহ বিদ্যমান। ৩৩

তরুণ সূর্য্যের ন্যায় প্রভাসম্পন্ন থ-বর্ণকে প্রণাম করি। থ।

হে চার্ব্বঙ্গি! চতুর্ব্বর্গ-প্রদায়ক দ-বর্ণ শ্রবণ কর। দ-বর্ণ সর্ব্বদাই পঞ্চদেবময় ও পঞ্চপ্রাণময় এবং সর্ব্বদাই ত্রিশক্তি ও ত্রিবিন্দু সংযুক্ত। দ-বর্ণ আত্মাদি তত্ত্বসংযুক্ত স্বয়ং পরমকুণ্ডলী। রক্তবিদ্যুল্লতাকার ন-বর্ণকে হৃদ্দেশে চিন্তা কর। ৩৪-৩৬

১। অরুণাদিত্য।

ধ-কারং পরমেশানি কুণ্ডলী মোক্ষরূপিণী।
আত্মাদি-তত্ত্বসংযুক্তং পঞ্চদেবময়ং সদা ॥ ৩৭
পঞ্চপ্রাণময়ং দেবি ত্রিশক্তিসহিতং সদা।
ত্রিবিন্দুসহিতং বর্ণং ধকারং হৃদি ভাবয় ॥ ৩৮
পীতবিদ্যুল্লতাকারং চতুর্ব্বর্গপ্রদায়কম্। ধ।
ন-কারং শৃণু চার্ব্বঙ্গি রক্তবিদ্যুল্লতাকৃতিম্ ॥ ৩৯
পঞ্চদেবময়ং বর্ণং স্বয়ং পরমকুণ্ডলী।
পঞ্চপ্রাণাত্মকং বর্ণং ত্রিবিন্দুসহিতং সদা ॥ ৪০
ত্রিশক্তিসহিতং বর্ণং আত্মাদি-তত্ত্বসংযুতম্।
চতুর্ব্বর্গপ্রদং বর্ণং হৃদি ভাবয় পার্ব্বতি ।। ন ।। ৪১
অতঃ পরং প্রবক্ষ্যামি পকারং মোক্ষমব্যয়ম্।
চতুর্ব্বর্গপ্রদং বর্ণং শরচ্চন্দ্রসমপ্রভম্ ।। ৪২
পঞ্চদেবময়ং বর্ণং স্বয়ং পরমকুণ্ডলী।
পঞ্চপ্রাণময়ং বর্ণং ত্রিশক্তিসহিতং সদা ।। ৪৩
ত্রিবিন্দুসহিতং বর্ণং আত্মাদি-তত্ত্বসংযুতম্।
মহামোক্ষপ্রদং বর্ণং হৃদি ভাবয় পার্ব্বতি ।। প ।। ৪৪

হে পরমেশানি। ধ-বর্ণ মোক্ষরূপিণী কুলকুণ্ডলিনী। ইহা সর্ব্বদাই আত্মাদি তত্ত্বসংযুক্ত, পঞ্চদেবময় এবং সর্ব্বদাই পঞ্চপ্রাণময়। হে দেবি! ত্রিশক্তি ও ত্রিবিন্দু সহিত সদাকাল বিদ্যমান ধ-বর্ণকে হৃদ্দেশে চিন্তা কর। ধ।

হে চার্ব্বঙ্গি! রক্তবিদ্যুল্লতাকার ন-বর্ণ শ্রবণ কর। ৩৭-৩৯

ন-বর্ণ পঞ্চদেবময় এবং স্বয়ং পরমকুণ্ডলী। ইহা সর্ব্বদাই পঞ্চ প্রাণাত্মক এবং সর্ব্বদাই ত্রিবিন্দু-সহিত বিদ্যমান। এই বর্ণ ত্রিশক্তি ও আত্মাদি তত্ত্ব-সংযুক্ত। হে পার্ব্বতি! চতুর্ব্বর্গপ্রদ ন-বর্ণকে হৃদ্দেশে চিন্তা কর। ন। ৪০-৪১

অনন্তর আমি অব্যয় মোক্ষপ্রদায়ক প-বর্ণ বলিতেছি। এই বর্ণ চতুর্ব্বর্গ-প্রদায়ক। ইহার বর্ণ শরচ্চন্দ্র-সন্নিভ। ইহা পঞ্চদেবময় এবং স্বয়ং পরম-কুণ্ডলী। এই বর্ণ পঞ্চপ্রাণময় এবং সর্ব্বদা ত্রিশক্তি, ত্রিবিন্দু ও আত্মাদি তত্ত্ব-সহিত বিদ্যমান। হে পার্ব্বতি! এই মহামোক্ষপ্রদ বর্ণকে হৃদয়ে চিন্তা কর। প। ৪২-৪৪

ফ-কারং শৃণু চার্ব্বঙ্গি রক্তবিদ্যুল্লতোপমম্ ।
চতুর্ব্বর্গপ্রদং বর্ণং[১] পঞ্চদেবময়ং সদা ।। ৪৫
পঞ্চপ্রাণময়ং বর্ণং সদা ত্রিগুণসংযুতম্[২] ।
আত্মাদি-তত্ত্বসংযুক্তং ত্রিবিন্দুসহিতং সদা ।। ফ ।। ৪৬
ব-কারং শৃণু চার্ব্বঙ্গি চতুর্ব্বর্গপ্রদায়কম্ ।
শরচ্চন্দ্রপ্রতীকাশং পঞ্চদেবময়ং সদা ।
পঞ্চপ্রাণাত্মকং বর্ণং ত্রিবিন্দুসহিতং সদা ।। ৪৭
ত্রিশক্তিসহিতং বর্ণং সদা চামৃত[৩]-নির্ম্মিতম্ ।
স্বয়ং কুণ্ডলিনী সাক্ষাৎ সততং প্রণমাম্যহম্ ।। ব ।। ৪৮
ভ-কারং শৃণু চার্ব্বঙ্গি স্বয়ং পরমকুণ্ডলী ।
মহামোক্ষপ্রদং বর্ণং তরুণাদিত্য[৪]-সন্নিভম্ ।। ৪৯
পঞ্চপ্রাণময়ং বর্ণং পঞ্চদেবময়ং সদা ।
ত্রিশক্তিসহিতং বর্ণং ত্রিবিন্দুসহিতং প্রিয়ে ।। ভ ।। ৫০
ম-কারং শৃণু চার্ব্বঙ্গি স্বয়ং পরমকুণ্ডলী ।
তরুণাদিত্য[৫]-সঙ্কাশং চতুর্ব্বর্গ-প্রদায়কম্ ।। ৫১

হে চার্ব্বঙ্গি। রক্তবিদ্যুল্লতোপম ফ-বর্ণ শ্রবণ কর। এই বর্ণ চতুর্ব্বর্গ-প্রদায়ক এবং সর্ব্বদা পঞ্চদেবময়। এই বর্ণ পঞ্চপ্রাণময় এবং সর্ব্বদা ত্রিগুণ, ত্রিবিন্দু এবং আত্মাদি তত্ত্বসহিত বিদ্যমান। ফ। ৪৫-৪৬

হে চার্ব্বঙ্গি। চতুর্ব্বর্গ-প্রদায়ক ব-বর্ণ শ্রবণ কর। এই বর্ণ শরচ্চন্দ্রসন্নিভ দীপ্তিমান এবং পঞ্চদেবময়। ইহা পঞ্চপ্রাণ, ত্রিবিন্দু ও ত্রিশক্তির সহিত সর্ব্বদা বিদ্যমান। এই অমৃত নির্ম্মিত, সাক্ষাৎ কুণ্ডলিনীস্বরূপা বর্ণকে প্রণাম করি। ব। ৪৭-৪৮

হে চার্ব্বঙ্গি। ভ-বর্ণ শ্রবণ কর। ইহা সাক্ষাৎ কুণ্ডলীস্বরূপা। এই বর্ণ মহামোক্ষপ্রদ এবং তরুণাদিত্যসন্নিভ দীপ্তিমান। হে প্রিয়ে। এই বর্ণ পঞ্চ-প্রাণময় এবং পঞ্চদেবময় এবং সর্ব্বদাই ত্রিবিন্দু ও ত্রিশক্তি সহিত বিদ্যমান। ভ। ৪৯-৫০

হে চার্ব্বঙ্গি। স্বয়ং কুণ্ডলীস্বরূপা ম-বর্ণ শ্রবণ কর। এই বর্ণ বালার্ক-সদৃশ

১। ময়ং বর্ণং। ২। পঞ্চপ্রাণাত্মকং বর্ণং ত্রিবিন্দুসহিতং সদা।
৩। নিবিড়ামৃত। ৪। অরুণাদিত্য। ৫। অরুণাদিত্য।

পঞ্চদেবময়ং বর্ণং পঞ্চপ্রাণময়ং সদা।
আত্মাদি-তত্ত্বসংযুক্তং হৃদিস্থং প্রণমাম্যহম্ ॥ ম ॥ ৫২
য-কারং শৃণু চার্ব্বঙ্গি চতুষ্কোণময়ং সদা।
পলালধূমসঙ্কাশং স্বয়ং পরমকুণ্ডলী ॥ ৫৩
পঞ্চদেবময়ং বর্ণং পঞ্চপ্রাণময়ং সদা।
ত্রিশক্তিসহিতং বর্ণং ত্রিবিন্দুসহিতং তথা ॥ ৫৪
আত্মাদিতত্ত্বসংযুক্তং হৃদিস্থং প্রণমাম্যহম্।
প্রণমামি সদা বর্ণং মূর্ত্তিমন্মোক্ষমব্যয়ম্ ॥ য ॥ ৫৫
র-কারং চঞ্চলাপাঙ্গি কুণ্ডলীদ্বয়সংযুতম্।
রক্তবিদ্যুল্লতাকারং সর্ব্বরত্নপ্রদায়কম্ ॥ ৫৬
পঞ্চপ্রাণময়ং বর্ণং ত্রিবিন্দুসহিতং সদা।
ত্রিশক্তিসহিতং দেবি আত্মাদি-তত্ত্বসংযুতম্ ॥ ৫৭
সর্ব্বতোজোময়ং বর্ণং সততং প্রণমাম্যহম্। র।
ল-কারং চঞ্চলাপাঙ্গি কুণ্ডলীত্রয়সংযুতম্ ॥ ৫৮
পীতবিদ্যুল্লতাকারং সর্ব্বরত্নপ্রদায়কম্।
পঞ্চদেবময়ং বর্ণং পঞ্চপ্রাণময়ং তথা ॥ ৫৯

দীপ্তিমান এবং চতুর্ব্বর্গ-প্রদায়ক। এই বর্ণ সর্ব্বদা পঞ্চদেবময় এবং পঞ্চপ্রাণময়। আত্মাদি-তত্ত্ব সংযুক্ত এবং হৃদ্দেশে অবস্থিত ম-বর্ণকে প্রণাম করি। ম। ৫১-৫২

হে চার্ব্বঙ্গি! সদা চতুষ্কোণময় য-বর্ণ শ্রবণ কর। এই বর্ণ পলাল-ধূম-সঙ্কাশ এবং স্বয়ং কুণ্ডলিনীস্বরূপিণী। এই বর্ণ সর্ব্বদা পঞ্চদেবময় ও পঞ্চ প্রাণময় এবং ইহা সর্ব্বদা ত্রিবিন্দু ও ত্রিশক্তি সহিত বিদ্যমান। আত্মাদি তত্ত্ব-সংযুক্ত হৃদ্দেশে অবস্থিত য-বর্ণকে প্রণাম এবং সর্ব্বদা মূর্ত্তিমান অব্যয় মোক্ষ-রূপী য-বর্ণকে প্রণাম করি। য। ৫৩-৫৫

হে চঞ্চলাপাঙ্গি! র-বর্ণ কুণ্ডলীদ্বয়-সংযুক্ত, রক্তবিদ্যুল্লতাকার ও সর্ব্বরত্ন-প্রদায়ক। এই বর্ণ সর্ব্বদা পঞ্চ প্রাণময় এবং ত্রিবিন্দু-সংযুক্ত। হে দেবি! ইহা সর্ব্বদাই আত্মাদি তত্ত্বসংযুক্ত এবং ত্রিশক্তি সহিত বিদ্যমান। সর্ব্বতেজোময় এই (র) বর্ণকে সতত প্রণাম করি। র। হে চঞ্চলাপাঙ্গি! ল-বর্ণ কুণ্ডলীত্রয় সংযুক্ত। ৫৬-৫৮

ল-বর্ণ পীতবিদ্যুল্লতাকার, সর্ব্বরত্নপ্রদায়ক, পঞ্চদেবময়, পঞ্চপ্রাণময় এবং

ত্রিশক্তিসহিতং বর্ণং ত্রিবিন্দুসহিতং সদা।
আত্মাদিতত্ত্বসংযুতং হৃদি ভাবয় পার্ব্বতি ॥ ল ॥ ৬০
ব-কারং চঞ্চলাপাঙ্গি কুণ্ডলী মোক্ষমব্যয়ম্।
পলালধূমসঙ্কাশং পঞ্চদেবময়ং সদা ॥ ৬১
পঞ্চপ্রাণময়ং বর্ণং ত্রিশক্তিসহিতং তথা।
ত্রিবিন্দুসহিতং বর্ণং আত্মাদি-তত্ত্বসংযুতম্ ॥ ৬২
কুণ্ডলীত্রয়সংযুক্তং পীতবিদ্যুল্লতোপমম্।
চতুর্ব্বর্গময়ং বর্ণং সর্ব্বসিদ্ধি-প্রদায়কম্ ॥ ব ॥ ৬৩
শ-কারং চঞ্চলাপাঙ্গি কুণ্ডলীত্রয়সংযুতম্।
পীতবিদ্যুল্লতাকারং সর্ব্বরত্ন-প্রদায়কম্[১] ॥ ৬৪
পঞ্চদেবময়ং বর্ণং পঞ্চপ্রাণময়ং সদা।
ত্রিশক্তিসহিতং বর্ণং ত্রিবিন্দুসহিতং তথা[২] ॥ ৬৫
আত্মাদি-তত্ত্বসংযুক্তং হৃদি ভাবয় পার্ব্বতি।
চতুর্ব্বর্গপ্রদাং দেবীং শ-কারং ব্রহ্মবিগ্রহাম্ ॥ শ ॥ ৬৬

সর্ব্বদা ত্রিশক্তি ও ত্রিবিন্দুসংযুক্ত বর্ণ। হে পার্ব্বতি। আত্মাদি তত্ত্বসংযুক্ত ল-বর্ণকে সর্ব্বদা হৃদ্দেশে চিন্তা কর। ল। ৫৯-৬০

হে চঞ্চলাপাঙ্গি। ব-বর্ণ অব্যয় মোক্ষদায়িনী কুণ্ডলীস্বরূপা। ইহার বর্ণ পলাল-ধূম্রবৎ। এই বর্ণ সর্ব্বদা পঞ্চপ্রাণময়, পঞ্চদেবময় এবং সর্ব্বকালে ইহা ত্রিশক্তিসহিত বর্ত্তমান। ইহা ত্রিবিন্দুসংযুক্ত এবং আত্মাদি তত্ত্বসংযুক্ত বর্ণ। এই বর্ণ পীতবিদ্যুল্লতাসদৃশ আভাযুক্ত। ইহা কুণ্ডলীত্রয়সংযুক্ত, চতুর্ব্বর্গময় ও সর্ব্বসিদ্ধি-প্রদায়ক। ব। ৬১-৬৩

হে চঞ্চলাপাঙ্গি। শ-বর্ণ কুণ্ডলীত্রয়সংযুক্ত, পীতবিদ্যুল্লতাকার, সর্ব্বরত্ন-প্রদায়ক, পঞ্চদেবময়, পঞ্চপ্রাণময়, ত্রিশক্তি ও ত্রিবিন্দুসংযুক্ত। হে পার্ব্বতি! আত্মাদি তত্ত্বসংযুক্ত, চতুর্ব্বর্গপ্রদা, ব্রহ্মবিগ্রহরূপিণী শ-বর্ণকে হৃদ্দেশে চিন্তা কর। শ। ৬৪-৬৬

১। শ-কারং পরমেশানি স্বর্ণবর্ণং শুচিস্মিতে।
রক্তবর্ণপ্রভাকারং স্বয়ং পরমকুণ্ডলী ॥ ৬৩

২। রজঃ-সত্ত্বতমোযুক্তং ত্রিবিন্দুসহিতং সদা। ত্রিশক্তিসহিতং বর্ণং আত্মাদি-তত্ত্ব-সংযুতং

ষ-কারং চঞ্চলাপাঙ্গি[1] অষ্টকোণময়ং[2] সদা।
শরচ্চন্দ্র[3]-প্রতীকাশং যা স্বয়ং পরমকুণ্ডলী ॥ ৬৭
চতুর্ব্বর্গপ্রদং বর্ণং সুধানির্ম্মিত-বিগ্রহম্।
পঞ্চদেবময়ং বর্ণং পঞ্চপ্রাণাত্মকং সদা ॥ ৬৮
রজঃসত্ত্ব-তমোযুক্তং ত্রিশক্তিসহিতং সদা।
ত্রিবিন্দুসহিতং বর্ণং আত্মাদিতত্ত্বসংযুতম্ ॥ ৬৯
সর্ব্বদেবময়ং বর্ণং হৃদি ভাবয় পার্ব্বতি। ষ।
স-কারং শৃণু দেবেশি শক্তিবীজং পরাৎ পরম্ ॥ ৭০
কোটিবিদ্যুল্লতাকারং কুণ্ডলীত্রয়সংযুতম্।
পঞ্চদেবময়ং বর্ণং পঞ্চপ্রাণময়ং সদা ॥ ৭১
রজঃসত্ত্বতমোযুক্তং ত্রিবিন্দুসহিতং সদা।
ত্রিশক্তিসহিতং বর্ণং আত্মাদিতত্ত্ব-সংযুতম্ ॥ ৭২
প্রণম্য সততং দেবি হৃদি ভাবয় সুন্দরি। স।
হ-কারং শৃণু চার্ব্বঙ্গি চতুর্ব্বর্গপ্রদায়কম্ ॥ ৭৩
কুণ্ডলীত্রয়সংযুক্তং রক্তবিদ্যুল্লতোপমম্।
রজঃসত্ত্বতমোযুক্তং পঞ্চদেবময়ং সদা ॥ ৭৪

হে চঞ্চলাপাঙ্গি। ষ-বর্ণ সর্ব্বদাই অষ্টকোণময়, শরচ্চন্দ্রসন্নিভ এবং স্বয়ং পরমকুণ্ডলী-স্বরূপিণী। ইহা চতুর্ব্বর্গপ্রদ এবং সুধা-নির্ম্মিত বিগ্রহ। এই বর্ণ সর্ব্বদা পঞ্চদেবময় ও পঞ্চপ্রাণময়, সত্ত্ব, রজঃ ও তমোযুক্ত এবং সর্ব্বদা ত্রিশক্তি-সহিত বিদ্যমান। এই বর্ণ ত্রিবিন্দুসংযুক্ত। হে পার্ব্বতি! আত্মাদি তত্ত্বসংযুক্ত সর্ব্বদেবময় ষ-বর্ণকে হৃদ্দেশে চিন্তা কর। ষ।

হে দেবেশি। শক্তিবীজসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠবর্ণ স শ্রবণ কর। ৬৭-৭০

এই বর্ণ কোটি বিদ্যুল্লতাকার কুণ্ডলীত্রয়-সংযুক্ত পঞ্চদেবময় ও পঞ্চপ্রাণময়। ইহা সর্ব্বদাই সত্ত্ব, রজঃ ও তমোযুক্ত এবং সর্ব্বদাই ত্রিবিন্দু, ত্রিশক্তি ও আত্মাদি তত্ত্ব সহিত বিদ্যমান। হে দেবি! এই বর্ণকে সতত প্রণামপূর্ব্বক হৃদ্দেশে চিন্তা করিবে। স। হে চার্ব্বঙ্গি। চতুর্ব্বর্গ-প্রদায়ক হ-বর্ণ শ্রবণ কর। ৭১-৭৩

এই বর্ণ কুণ্ডলীত্রয়সংযুক্ত, রক্তবিদ্যুল্লতোপম, সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণযুক্ত,

---

১। শৃণু চার্ব্বঙ্গি। ২। কোণষট্‌কময়ং। ৩। রক্তচন্দ্র।

পঞ্চপ্রাণাত্মকং বর্ণং ত্রিশক্তিসহিতং তথা।
ত্রিবিন্দুসহিতং বর্ণং হৃদি ভাবয় পার্ব্বতি ॥ হ ॥ ৭৫
ক্ষ-কারং শৃণু চার্ব্বঙ্গি কুণ্ডলীত্রয়-সংযুতম্।
চতুর্ব্বর্গময়ং বর্ণং পঞ্চদেবময়ং সদা ॥ ৭৬
পঞ্চপ্রাণাত্মকং বর্ণং ত্রিশক্তিসহিতং তথা।
ত্রিবিন্দুসহিতং বর্ণং আত্মাদি-তত্ত্বসংযুতম্ ॥ ৭৭
শরচ্চন্দ্র[১]-প্রতীকাশং হৃদি ভাবয় পার্ব্বতি। ক্ষ।
অকারাদি ক্ষ-কারান্তং স্বয়ং পরমকুণ্ডলী ॥ ৭৮
সর্ব্বং চরাচরং বিশ্বং বর্ণাত্তু জায়তে ধ্রুবম্।
নানাশাস্ত্রপুরাণঞ্চ ইতিহাসঞ্চ সুন্দরি ॥ ৭৯
বেদাংশ্চ স্মৃতিশাস্ত্রঞ্চ অন্যানি যানি কানি চ।
অক্ষরাজ্জায়তে সর্ব্বং পরব্রহ্মময়ং[২] প্রিয়ে ॥ ৮০

ইতি কামধেনুতন্ত্রে শিবপার্ব্বতী-সংবাদে চতুর্থঃ পটলঃ ॥

পঞ্চ দেবময়, পঞ্চপ্রাণময়। হে পার্ব্বতি! সর্ব্বদা ত্রিশক্তি ও ত্রিবিন্দু-সহিত বিদ্যমান এই বর্ণকে মনোমধ্যে চিন্তা কর। হ। ৭৪-৭৫

হে চার্ব্বঙ্গি। কুণ্ডলীত্রয়-সংযুক্ত ক্ষ-বর্ণ শ্রবণ কর। এই বর্ণ সর্ব্বদা চতুর্ব্বর্গ-ময় ও পঞ্চদেবময়। এইবর্ণ পঞ্চপ্রাণাত্মক, ত্রিশক্তি, ত্রিবিন্দু ও আত্মাদি তত্ত্ব-সংযুক্ত। হে পার্ব্বতি! শরচ্চন্দ্রসন্নিভ দ্যুতিসম্পন্ন এই বর্ণকে হৃদয়ে চিন্তা কর। ক্ষ। ৭৬-৭৮

অ হইতে ক্ষ পর্য্যন্ত বর্ণ প্রত্যেকেই স্বয়ং পরমাকুণ্ডলী আদ্যাশক্তির অভিব্যক্তিমাত্র। এই বর্ণ হইতেই চরাচর বিশ্বের উৎপত্তি হইয়াছে, ইহা ধ্রুব সত্য জানিবে। হে সুন্দরি! হে প্রিয়ে। নানাশাস্ত্র, পুরাণ, ইতিহাস, বেদ, স্মৃতি এবং অন্যান্য যত শাস্ত্র আছে, তৎসমুদয় পরব্রহ্মময় অক্ষর হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। ৭৯-৮০

কামধেনুতন্ত্রে শিবপার্ব্বতী-সংবাদে চতুর্থ পটল সমাপ্ত।

১। রক্তচন্দ্র। ২। স্বরং ব্রহ্ম স্বয়ং।

পঞ্চমঃ পটলঃ

[জপরহস্যম্]

শ্রীশিব উবাচ—

রহস্যং পরমাশ্চর্য্যং সদা মম হৃদি স্থিতম্ ।
অতঃ পরং প্রবক্ষ্যামি মন্ত্রতত্ত্বং পৃথক্ পৃথক্ ॥ ১
মাতৃকায়া বরারোহে সাবধানাবধারয় ।
অতঃ পরং জপেন্মন্ত্রং পঞ্চাশন্মাতৃকাং পৃথক্ ॥ ২
ততস্তু[1] অধিকারী স্যাৎ নাত্র কার্য্যবিচারণা ।
ওঁঅঁ ওঁঅঁ ওঁঅঁ—
ইতি তে কথিতং দেবি প্রয়োগমন্ত্রমুত্তমম্ ॥ ৩
এতন্মন্ত্রং বিনা দেবি ইষ্টমন্ত্রং জপেদ্ যদি[2] ।
সর্ব্বং তস্য[3] ভবেদ্ ব্যর্থং সর্ব্বং ব্যর্থং ভবিষ্যতি[4] ॥ ৪

জপরহস্য [জপারম্ভপ্রণালী]

মন্ত্রে জীবনসঞ্চার [জীবন্যাস বা বর্গাষ্টক]

শিব কহিলেন—অনন্তর আমি পৃথক্ পৃথক্ মন্ত্রতত্ত্ব এবং সর্ব্বদা আমার হৃদয়ে অবস্থিত পরমাশ্চর্য্য রহস্য বলিতেছি । ১

হে বরারোহে ! অবহিত চিত্তে মাতৃকাবিবরণ শ্রবণ কর । তৎপর পৃথক্ পৃথক্ মাতৃকা ও মন্ত্র জপ করিবে । তাহা হইলেই সাধক মন্ত্রজপের অধিকারী হইবে । এতদ্বিষয়ে বিচার অনাবশ্যক । সর্ব্ব প্রথমে ওঁ অং, ওঁ অং, ওঁ অং —এইমন্ত্র জপ করিবে । হে দেবি ! মন্ত্রের যাহা শ্রেষ্ঠ প্রয়োগপদ্ধতি তাহা তোমাকে বলিলাম । ২-৩

হে দেবি ! ওঁঅং, ওঁঅং, ওঁঅং—এই মন্ত্র সর্ব্বপ্রথমে জপ না করিয়া যদি কেহ ইষ্ট মন্ত্র জপ করে, তাহা হইলে তাহার কার্য্যই ব্যর্থ ও নিষ্ফল হইয়া থাকে । ৪

১। অতস্তু, অতস্ত্বমধিকারী । ২। প্রজপেদ্ যদি পামর ; ইষ্টমন্ত্রং জপেন্নরঃ ।
৩। সর্ব্বমেতদ্ । ৪। কদর্থনং ।

এতন্মন্ত্রঞ্চ দশধা প্রজপেৎ প্রথমং[১] প্রিয়ে।
ততস্তু প্রণবং জপ্ত্বা মাতৃকাং প্রজপেৎ পৃথক্ ॥ ৫
প্রয়োগং পরমাশ্চর্য্যং সাবধানাবধারয় । ৬
তদ যথা—
ওঁ অং ওঁ ॥ ওঁ আং ওঁ ॥
ওঁ ইঁ ওঁ ॥ ওঁ ঈঁ ওঁ ॥ ওঁ উঁ ওঁ ॥ ওঁ ঊঁ ওঁ ॥
ওঁ ঋঁ ওঁ ॥ ওঁ ৠঁ ওঁ ॥ ওঁ ঌঁ ওঁ ॥ ওঁ ৡঁ ওঁ ॥
ওঁ এঁ ওঁ ॥ ওঁ ঐঁ ওঁ ॥ ওঁ ওঁ ওঁ ॥ ওঁ ঔঁ ওঁ ॥
ওঁ অং ওঁ ॥ ওঁ অঃ ওঁ ॥
এবং ক্ষকার-পর্য্যন্তং[২] প্রণবৈঃ পুটিতং কুরু।
প্রত্যেকমেবং চার্ব্বঙ্গি দশধা দশধা জপেৎ ॥ ৭

হে প্রিয়ে। সর্ব্বপ্রথমে এই মন্ত্র দশ বার জপ করিবে। তৎপর প্রণব জপ করিয়া পৃথক পৃথক মাতৃকাবর্ণ জপ করিবে। ৫

ইহার প্রয়োগ উদাহরণ দ্বারা বলিতেছি। মনোযোগ সহকারে এই অত্যাশ্চর্য প্রয়োগ পদ্ধতি শ্রবণ কর। যথা—

ওঁ অং ওঁ ; ওঁ আং ওঁ ; ওঁ ইং ওঁ ; ওঁ ঈং ওঁ ; ওঁ উং ওঁ ; ঊং ওঁ ; ওঁ ঋং ওঁ ; ওঁ ৠং ওঁ ; ওঁ ঌং ওঁ ; ওঁ ৡং ওঁ ; ওঁ এং ওঁ ; ওঁ ঐং ওঁ ; ওঁ ওং ওঁ ; ওঁ ঔং ওঁ ; ওঁ অং ওঁ ; ওঁ অঃ ওঁ ॥

হে চার্ব্বঙ্গি! এইরূপে অ হইতে আরম্ভ করিয়া ক্ষ পর্য্যন্ত প্রত্যেক বর্ণ উক্তরূপে প্রণব-পুটিত করিয়া প্রথমে দশবার জপ করিবে। ৬-৭**

১। এতন্মন্ত্রং প্রথমতো দশবারং জপেৎ। ২। অকারাদি ক্ষকারান্তং।

** দৃষ্টান্তদ্বারা স্বরবর্ণের বিষয় মূলে লিখিত হইয়াছে। অবশিষ্ট বর্ণসমূহের উদাহরণ নিম্নে দেওয়া হইল। যথা :—

ওঁ কং ওঁ ; ওঁ খং ওঁ ; ওঁ গং ওঁ ; ওঁ ঘং ওঁ ; ওঁ ঙং ওঁ ; ওঁ চং ওঁ ; ওঁ ছং ওঁ ; ওঁ জং ওঁ ; ওঁ ঝং ওঁ ; ওঁ ঞং ওঁ ; ওঁ টং ওঁ ; ওঁ ঠং ওঁ ; ওঁ ডং ওঁ ; ওঁ ঢং ওঁ ; ওঁ ণং ওঁ ; ওঁ তং ওঁ ; ওঁ থং ওঁ ; ওঁ দং ওঁ ; ওঁ ধং ওঁ ; ওঁ নং ওঁ ; ওঁ পং ওঁ ; ওঁ ফং ওঁ ; ওঁ বং ওঁ ; ওঁ ভং ওঁ ; ওঁ মং ওঁ ; ওঁ যং ওঁ ; ওঁ রং ওঁ ; ওঁ লং ওঁ ; ওঁ বং ওঁ ; ওঁ শং ওঁ ; ওঁ ষং ওঁ ; ওঁ সং ওঁ ; ওঁ হং ওঁ ; ওঁ ক্ষং ওঁ।

স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণ সহযোগে এই পঞ্চাশদ্ বর্ণকে পঞ্চাশদ্ মাতৃকা বা মাতৃকাশব্দে অভিহিত করা হয়। মাতৃকাকে আশ্রয় করিয়া মন্ত্রসমূহ অবস্থিত। সুতরাং বর্ণরূপী মন্ত্রসমূহকে শক্তিরূপে সঞ্জীবিত করিয়া জপ করা আবশ্যক।

প্রত্যেকজপমাত্রেণ প্রত্যেকধ্যানমাচরেৎ।
অথবা সর্ব্ববর্ণানাং একীকৃত্য বরাননে ॥ ৮
প্রজপেদ্ দশধা মন্ত্রং স্বমন্ত্রং প্রজপেত্ততঃ।
তথা চ সর্ব্ববর্ণানাং ধ্যানং বক্ষ্যামি সংশৃণু ॥ ৯
কোটিচন্দ্রপ্রতীকাশাং পুণ্ডরীকোপরিস্থিতাম্।
ভ্রমদ্‌ভ্রমর-লীলাভ[১] নয়নত্রয়রাজিতাম্ ॥ ১০
মৃণাল-সদৃশাকার-বাহুবল্লী-বিরাজিতাম্।
সিন্দূরতিলকোদ্দীপ্তাং কোটিনালক-সংযুতাম্ ॥ ১১
নানাশাস্ত্র-প্রবক্ত্রীঞ্চ বিদ্যাভ্যাসময়ীং সদা।
নানাবিদ্যা[২]-ময়ীং দেবীং শ্বেতাংশুক-পরিস্থিতাম্[৩] ॥ ১২
শুক্লাভরণদীপ্তাঙ্গীং শুক্লবস্ত্রোত্তরীয়িণীম্।
ব্রহ্মাণ্ডং দর্পণে[৪] যস্য বামহস্তস্য পার্ব্বতি ॥ ১৩
তদ্বচ্ছুক-শিশুং প্রেক্ষ্য[৫] ক্ষুদ্রদর্পণমুচ্যতে।
এবং ধ্যাত্বা জগদ্ধাত্রীং[৬] মাতৃকাং জগদম্বিকাম্ ॥ ১৪

হে বরাননে। প্রত্যেক বর্ণ উক্তরূপে জপ করার সময়, সেই বর্ণের ধ্যান করিবে। অথবা অ হইতে ক্ষ পর্য্যন্ত সমস্তবর্ণ একত্রিতভাবে প্রণব-পুটিত করিয়া দশ বার জপ করিবে। সমস্ত মাতৃকাবর্ণের একত্রিত বা সমষ্টিগত ধ্যান বলিতেছি, শ্রবণ কর। ৮-৯

দেবী কোটিচন্দ্রদ্যুতিসম্পন্না, শ্বেতপদ্মোপরি অবস্থিতা। তাঁহার নয়নত্রয় লীলাপরায়ণ ভ্রাম্যমাণ ভ্রমরের ন্যায় চঞ্চল। তাঁহার বাহুদ্বয় মৃণালসদৃশ। তাঁহার ললাটস্থ সিন্দূরময় তিলক কোটিসূর্য্যের ন্যায় উজ্জ্বল দীপ্তিসম্পন্ন।

দেবী সর্ব্বদা নানা শাস্ত্র বলিতেছেন এবং নানা বিদ্যাভ্যাসে সর্ব্বদা ব্যাপৃতা। দেবী নানা বিদ্যাময়ী এবং শুভ্র আলোকজালের উপর অবস্থিতা। দেবী শুক্লাভরণদীপ্তাঙ্গী, শুক্লবস্ত্র-পরিধানা ও শুক্লউত্তরীয়ধারিণী। তাঁহার বামহস্তধৃত দর্পণে ব্রহ্মাণ্ড প্রতিবিম্বিত এবং দক্ষিণ হস্তস্থিত ক্ষুদ্র শুকশিশুকে অবলোকন করিয়া, ব্রহ্মাণ্ডের উদ্দেশ্যে ক্ষুদ্র দর্পণকে বলিতেছেন।

এই রূপে মাতৃকারূপিণী জগদ্ধাত্রী, জগদম্বিকাকে ধ্যান করিয়া দশবার বা

১। নীলাভ। ২। নানাবাদ্য। ৩। পরিষ্কৃতাং।
৪। দর্শনে। ৫। প্রোক্তং। ৬। জগন্মাতাং।

প্রজপেদ্দশধা মন্ত্রং একধা বা জপেত্তু যঃ।
সর্ব্বসিদ্ধিমবাপ্নোতি নাত্র কার্য্যা বিচারণা॥ ১৫
এষা তে কথিতা দেবি মাতৃকা পরমাতৃকা।
যৎ কৃত্বা সাধকো যাতি দুর্লভং মোক্ষমব্যয়ম্॥ ১৬
ইষ্টবিদ্যাং সকৃৎ স্মৃত্বা মনসা পরমেশ্বরি।
যস্য বর্ণস্য যদ্‌ধ্যানং তদ্‌ধ্যানং কুরু যত্নতঃ॥ ১৭
তন্মন্ত্রং দশধা জপ্ত্বা ইষ্টবিদ্যাং ততঃ প্রিয়ে।
ইষ্টমন্ত্রং প্রজপ্ত্বা বৈ সর্ব্বসিদ্ধিং ততো লভেৎ॥ ১৮
অনেন বিধিনা দেবি মন্ত্রশ্চৈতন্যমাপ্নুয়াৎ।
চৈতন্যরহিতং মন্ত্রং বিদ্যাং বা সুরপূজিতে॥ ১৯
সর্ব্বং ব্যর্থং ভবেদ্দেবি বিফলং তজ্জপং[১] ভবেৎ।
ধ্যানঞ্চ পূজনঞ্চৈব জপহোমাদিকং তথা॥ ২০
সর্ব্বং ব্যর্থং মহেশানি অরণ্যে রোদনং যথা।
চৈতন্যসহিতং মন্ত্রং একধা চ স্মরেত্তু যঃ॥ ২১

একবার ইষ্টমন্ত্র জপ করিবে। এই রূপে মন্ত্রজপ করিলে সর্ব্বসিদ্ধি লাভ হয়। এতদ্বিষয়ে বিচারের প্রয়োজন নাই। ১০-১৫

হে দেবি! তোমাকে এই মাতৃকা বা পরমাতৃকার বিষয় বলিলাম। এই রূপে জপ করিলে দুর্লভ অব্যয় মোক্ষ লাভ হয়। ১৬

হে পরমেশ্বরি! ইষ্টমন্ত্রকে সর্ব্বদা মনে মনে চিন্তা করিয়া, প্রথমতঃ উক্ত মন্ত্রস্থিত বর্ণসমূহের যে বর্ণের যাহা ধ্যান, যত্নসহকারে সেই ধ্যান করিবে এবং সেই বর্ণসমূহের প্রত্যেকটিকে পৃথক্ পৃথক্‌ভাবে দশবার জপ করিবে। তৎপর ইষ্টমন্ত্র জপ করিবে। হে প্রিয়ে! এইরূপে মন্ত্র জপ করিলে সর্ব্বসিদ্ধি লাভ হয়। ১৭-১৮

হে দেবি! এইরূপে মন্ত্রজপ করিলেই মন্ত্রচৈতন্য বা প্রাণশক্তি লাভ করে। হে সুরপূজিতে! মন্ত্র বা বিদ্যা চৈতন্যরহিত হইলে, সমস্ত কার্য্যই ব্যর্থ হয়। সেই চৈতন্যরহিত মন্ত্র দ্বারা জপ, ধ্যান ও পূজা বা হোম সমস্তই নিষ্ফল হইয়া থাকে। ১৯-২০

হে মহেশানি! অরণ্যে রোদনের ন্যায় চৈতন্যহীন মন্ত্র দ্বারা সাধনাকারীর

১। মন্ত্রং।

কোটিপুরশ্চরণতাং যাতি নান্যথা বরবর্ণিনি।
অপরং শৃণু চার্ব্বঙ্গি বর্গাষ্টকমনুত্তমম্ ॥ ২২
বর্গাষ্টকং বিনা দেবি কোটিপুরশ্চরং যদি।
সর্ব্বং তস্য বৃথা দেবি অন্তে শূকরতাং[1] ব্রজেৎ ॥ ২৩

[বর্গাষ্টকম্]

শ্রীশিব উবাচ—

অ, ক, চ, ট, ত, প, য, শ ইত্যেতদষ্টবর্গকম্।
মন্ত্রস্যাদৌ চ অন্তে চ অকারং বিন্দুসংযুতম্ ॥ ২৪
দত্ত্বা পরমভক্ত্যা চ অষ্টোত্তরশতং জপেৎ।
অনেন বিধিনা দেবি আদিশান্তং[2] সমাচরেৎ ॥ ২৫
তাবজ্জপেদ্ বরারোহে যাবল্লক্ষং সমাপ্যতে।
ততো মন্ত্রং বরারোহে ধ্রুবং জীবত্বমাপ্নুয়াৎ ॥ ২৬

সমস্ত কার্য্যই ব্যর্থ হয়। হে বরবর্ণিনি! চৈতন্যসংযুক্ত মন্ত্র একবার জপ করিলেও কোটি পুরশ্চরণের ফললাভ হয়। হে চার্ব্বঙ্গি! বর্গাষ্টক নামক অন্যবিধ উত্তম মন্ত্রচৈতন্য-পদ্ধতি শ্রবণ কর। ২১-২২

হে দেবি! বর্গাষ্টক ভিন্ন কোটি পুরশ্চরণ দ্বারাও মন্ত্রসিদ্ধি লাভ হয় না। যে ব্যক্তি বর্গাষ্টক ভিন্ন মন্ত্র সাধনায় প্রবৃত্ত হয়, হে দেবি! তাহার সমস্ত কার্য্য যে কেবল ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হয়, তাহা নহে, সে ব্যক্তি মৃত্যুর পরে জন্মান্তরে শূকরযোনিতে জন্মগ্রহণ করে। ২৩

[বর্গাষ্টক বা মন্ত্রের জীবন-ন্যাস]*

শিব কহিলেন—অ, ক, চ, ট, ত, প, য, শ—এই আটটি বর্ণকে বর্গাষ্টক বলা হয়। উক্ত সকলবর্ণের প্রত্যেক বর্ণের আদিতে ও অন্তে "অং" যোগ করিয়া, প্রত্যেকটি ১০৮ বার ভক্তি সহকারে জপ করিবে। ২৪

তৎপর "অং কং চং টং তং পং যং শং" মন্ত্রের আদিতে ও অন্তে যোগ করিয়া সেই মন্ত্র এক লক্ষ জপ করিবে। এইরূপে জপ করিলে নিশ্চয়ই মন্ত্র জীবন লাভ করে। ২৫-২৬

১। চ নরকং॥

২। কাদিশান্তং ; আদিতাভং॥

* মন্ত্রচৈতন্যসম্পাদনার্থ ইহা প্রকারান্তর পদ্ধতি।

জীবত্বং হি বিনা দেবি ন পুরশ্চরণং ভবেৎ।
জীবত্বং হি বিনা দেবি যদি কুর্য্যাৎ-পুরশ্চরম্ ॥ ২৭
বিফলা তস্য সা চর্য্যা পূর্ব্বপুণ্যং বিনশ্যতি।
বর্গাষ্টকেন সহিতং প্রত্যহং প্রজপেৎ শতম্ ॥ ২৮
তদৈব সহসা দেবি সর্ব্বং মন্ত্রঞ্চ সিদ্ধতি।
কিং তস্য ধ্যানপূজায়াং পুরশ্চর্য্যাঞ্চ কিং পুনঃ ॥ ২৯
কৃত্বা তু জীবনন্যাসং মন্ত্রস্য বরবর্ণিনি।
বিদ্যায়াঞ্চ তথা দেবি যঃ কুর্য্যাৎ প্রাণনির্ণয়ম্ ॥ ৩০
তৎক্ষণাৎ যাতি চার্ব্বঙ্গি পুরশ্চর্য্যাশতং ফলম্[১]।
বিশেষতঃ কলিযুগে জম্বুদ্বীপস্য[২] ভারতে ॥ ৩১
প্রাণন্যাসং বিনা দেবি ন জপেৎ সাধকঃ ক্বচিৎ।
বৈষ্ণবেষু চ মন্ত্রেষু শৈবেষু শক্তিমন্ত্রকে[৩] ॥ ৩২
গণেশ-সৌরমন্ত্রে চ[৪] প্রাণন্যাসং প্রশস্যতে।
কিং তস্য জপপূজাসু হোমাদিষু চ কিং প্রিয়ে ॥ ৩৩

হে দেবি! মন্ত্রে প্রাণ সঞ্চারিত না হইলে তাহা দ্বারা পুরশ্চরণ সম্পন্ন হয় না। হে দেবি! প্রাণহীন মন্ত্র দ্বারা পুরশ্চরণ করিলে, কেবল যে, সেই পুরশ্চরণ ব্যর্থ হয় তাহা নহে, যে ব্যক্তি সেই চৈতন্যহীন মন্ত্র দ্বারা পুরশ্চরণ করে, তাহার পূর্ব্বার্জ্জিত পুণ্যফলও বিনষ্ট হয়। প্রত্যহ বর্গাষ্টক-সংযুক্ত মন্ত্র একশত বার জপ করিবে। ২৭-২৮

হে দেবি! এইরূপে সকল মন্ত্রই সহসা সিদ্ধিদান করে। সুতরাং মন্ত্র-সিদ্ধির জন্য সাধকের ধ্যান, পূজা বা পুরশ্চরণের আবশ্যকতা কি? ২৯

হে বরবর্ণিনি! হে দেবি! যে ব্যক্তি জীবনন্যাস দ্বারা মন্ত্রে এইরূপে প্রাণসঞ্চার করে, হে চার্ব্বঙ্গি! সে সাধক তৎক্ষণাৎ শত শত পুরশ্চরণের ফললাভ করে। কলিযুগে জম্বুদ্বীপে অর্থাৎ ভারতবর্ষে এই পদ্ধতি বিশেষভাবে ফলপ্রদ হইবে। ৩০-৩১

হে দেবি! কোন সাধকই কখনও প্রাণন্যাস (অর্থাৎ মন্ত্রে প্রাণ সঞ্চার) না করিয়া যেন বিষ্ণুমন্ত্র ও শিবমন্ত্র জপ না করে। গণেশমন্ত্র এবং সৌরমন্ত্রেরও

১। শতং। ২। জপযজ্ঞশ্চ।
৩। মন্ত্রিষু। ৪। গণেশে চৈব সৌরে চ।

প্রাণতত্ত্বং মহেশানি যো জানাতি স পূজকঃ।
প্রাণতত্ত্বং বিনা দেবি দেহ[১]-ন্যাসং করোতি যঃ॥ ৩৪
স ভ্রষ্টঃ স চ পাপিষ্ঠো রৌরবং নরকং ব্রজেৎ।
আলোক্য তন্মুখং দেবি স্ূর্য্যদর্শনমাচরেৎ॥ ৩৫

ইতি কামধেনুতন্ত্রে শিবপার্ব্বতী-সংবাদে পঞ্চমঃ পটলঃ॥

সর্ব্বদা প্রাণন্যাস করিবে। হে প্রিয়ে! মন্ত্রে প্রাণ সঞ্চারিত হইলে, সেই সাধকের পূজা, জপ ও হোমাদিতে আর প্রয়োজন কি? ৩২-৩৩

হে মহেশানি! যে ব্যক্তি মন্ত্রের প্রাণতত্ত্ব অবগত আছে, সে ব্যক্তিই প্রকৃত পূজক। প্রাণতত্ত্ব ব্যতিরেকে যে ব্যক্তি দেহন্যাস (পাঠান্তরে দেবতান্যাস) করে, সে সাধনাভ্রষ্ট হয় এবং সেই পাপিষ্ঠ রৌরব নরকে গমন করে। সেই পাপিষ্ঠের মুখ দর্শন করিলে তদ্দোষ স্খালনার্থ সূর্য্যদর্শন করিবে। ৩৪-৩৫

কামধেনুতন্ত্রে শিবপার্ব্বতী-সংবাদে পঞ্চম পটল সমাপ্ত।

১। দেবে।

ষষ্ঠঃ পটলঃ

[মাতৃকাবর্ণানাং স্বরূপবর্ণনং প্রাণন্যাসরহিতস্য মন্ত্রজপস্য নিষ্ফলত্বঞ্চ ।]

শ্রীশিব উবাচ—

এতত্তে কথিতং সর্ব্বং রহস্যং পরমাদ্ভুতম্ ।
যন্নোক্তং সর্ব্বতন্ত্রেষু মাতৃকায়াঃ পৃথক্ পৃথক্ ॥ ১
পঞ্চাশদ্বর্ণসঙ্কেতং পঞ্চাশৎ তত্ত্বমদ্ভুতম্ ।
সর্ব্বদেবময়ং তত্ত্বং সর্ব্বজ্ঞানময়ং তথা ॥ ২
সর্ব্বশক্তিময়ং তত্ত্বং সর্ব্বপ্রাণময়ং তথা ।
বিন্দুতত্ত্বময়ং দেবি অহং[১]-তত্ত্বময়ং তথা ॥ ৩
গর্ভতত্ত্বময়ং দেবি কেবলং কলিকা[২] যথা ।
কুসুমস্য যথা দেবি কলিকা গন্ধসংযুতা[৩] ॥ ৪

[মাতৃকারূপী বর্ণসমূহের প্রকৃত স্বরূপ এবং প্রফুল্ল বর্ণনা ।
প্রাণন্যাসহীন মন্ত্রজপ ফলহীন]

মাতৃকাবর্ণসমূহের পৃথক্ পৃথক্ রূপ যাহা কোন তন্ত্রেই উল্লিখিত হয় নাই, সেই সকল পরমাশ্চর্য্যজনক সমস্ত রহস্যই তোমাকে কথিত হইল । ১

পঞ্চাশদ্বর্ণই পঞ্চাশৎতত্ত্বের সঙ্কেত অর্থাৎ প্রত্যেক বর্ণই এক একটি তত্ত্বের প্রতীক । এই পঞ্চাশৎ তত্ত্ব সর্ব্বদেব, সর্ব্বজ্ঞান, সর্ব্বশক্তি, সর্ব্বপ্রাণ, বিন্দুতত্ত্ব এবং অহংতত্ত্ব ও গর্ভতত্ত্বময় (*)। হে দেবি। কুসুমের কলিকা মধ্যে পুষ্পগন্ধ যেরূপ ভাবে আবদ্ধ রহিয়াছে, হে শুচিস্মিতে। সেই কলিকা-মধ্যবর্ত্তী

১। অঙ্ক; অঙ্গ।   ২। কলীকা।   ৩। সংযুতাং।

* এস্থলে পঞ্চাশৎ তত্ত্বদ্বারা যে কোন কোন তত্ত্ব নির্দ্দেশ করা হইতেছে, তাহা সঠিক-রূপে নির্ণয় করা কঠিন। কারণ শব্দার্থগুলিতে তদ্বিষয়ে বিশদীকৃত কিছু বলা হয় নাই। সাধারণতঃ তত্ত্ব চতুর্ব্বিংশতি। কাহারও কাহারও মতে তত্ত্বের সংখ্যা পঞ্চবিংশতি। যথা—

পঞ্চমহাভূত—ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম।

১। পঞ্চ তন্মাত্র—অর্থাৎ ঐ পঞ্চমহাভূতের মূল গুণ। ২। গন্ধতন্মাত্র, রসতন্মাত্র, রূপতন্মাত্র, স্পর্শতন্মাত্র, ও শব্দতন্মাত্র।

দশ ইন্দ্রিয়, যথা—চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্, বাক্, পাদ, পাণি, পায়ু ও উপস্থ। কলিকামধ্যে পুষ্পগন্ধ যেরূপ ভাবে আবদ্ধ রহিয়াছে।

চারিটি অন্তরিন্দ্রিয়, যথা—মন, বুদ্ধি, চিত্ত ও অহঙ্কার। যদিও মনই একমাত্র অন্তরিন্দ্রিয়

অদৃশ্যঃ সর্ব্বভূতানাং যথা গন্ধঃ শুচিস্মিতে।
পুষ্পস্য কলিকামধ্যে যথা জ্যোতিঃ প্রদীপ্যতে॥ ৫
তথৈব কলকিবীজে নবতত্ত্বঞ্চ বিদ্যতে।
কোটিবিদ্যুৎ-প্রতীকাশাং মাতৃকাং প্রণমাম্যহম্॥ ৬
নিরাধারাং নির্গুণাঞ্চ সগুণাং গুণমাতৃকাম্।
মাতা সা সর্ব্বদেবানাং[১] সর্ব্বাগমপ্রতিষ্ঠিতাম্[২]॥ ৭
সর্ব্বাসাং বেদবিদ্যানাং ব্রহ্মাদীনাঞ্চ[৩] পার্ব্বতি।
মাতা সা[৪] গীয়তে দেবি পঞ্চাশন্মতৃকা চ সা[৫]॥ ৮

গন্ধ সর্ব্বভূতের নিকট অদৃশ্য হইলেও, পুষ্পমধ্যে তাহা যেরূপে বিদ্যমান এবং পুষ্পকলিকামধ্যেও যেরূপ জ্যোতি প্রদীপ্যমান, তদ্রূপ কং ও লীং রূপী বর্ণগর্ভে নবতত্ত্ব বিদ্যমান। কোটিবিদ্যুৎ-প্রতীকাশা মাতৃকাকে প্রণাম করিতেছি। ২-৬

মাতৃকা নিরাধার ও নির্গুণ হইলেও সগুণ এবং সগুণ মাতৃকারূপেই তিনি সর্ব্বদেবমাতা এবং সর্ব্বাগম-অধিষ্ঠাতৃ। ৭

হে পার্ব্বতি! সগুণমাতৃকারূপেই পঞ্চাশন্মাতৃকা সমস্ত বেদ, বিদ্যা এবং ব্রহ্মাদি দেবতাগণের প্রকাশক। ৮

তথাপি ইহার বৃত্তিভেদে ইহাকে চারি প্রকারে কল্পনা করা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত কেহ কেহ কালকেও এক তত্ত্ব বলিয়া অভিহিত করেন। এই পঞ্চবিংশতি তত্ত্বই সগুণ ব্রহ্ম বা প্রকৃতির বিকাশ স্থল। ইহাই পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব। এ স্থলে অন্যান্য যে সকল তত্ত্বের বিষয় উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা এই—

সর্ব্বদেবতা—যথা ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, কুমার (কার্ত্তিকেয়), ইন্দ্র, বরাহ, ও নরসিংহ।

সর্ব্বশক্তি, যথা—ব্রহ্মাণী, বৈষ্ণবী, মাহেশ্বরী, কৌমারী, ঐন্দ্রী [বা ইন্দ্রাণী], বারাহী ও নারসিংহী।

সর্ব্বজ্ঞান—সত্ত্ব, রজ ও তম—এই ত্রিগুণের জ্ঞান। সর্ব্বপ্রাণ—অর্থাৎ পঞ্চপ্রাণ। যথা—প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যানবায়ু—যাহা জীবের দেহমধ্যে অবস্থিত।

বিন্দুতত্ত্ব—প্রণব বা ওঁকার তত্ত্ব। অহং তত্ত্ব—সোঽহং বোধ।

গর্ভতত্ত্ব—সমস্ত পরিদৃশ্যাদৃশ্য প্রপঞ্চই কলিকামধ্যস্থিত গন্ধের ন্যায় প্রকৃতিমধ্যে অবস্থিত—এই জ্ঞান।

১। পঞ্চদেবানাং; সর্ব্ববিদ্যানাং। ২। প্রতিষ্ঠিতা। ৩। ব্রহ্মাণ্ডানাঞ্চ।
৪। মাতৃকা। ৫। যা।

মন্ত্রং তন্ত্রঞ্চ বিদ্যাঞ্চ সর্ব্ববর্ণবিনিশ্চয়ম্ ।
মাতৃকা পরমেশানি কালী সাক্ষান্ন সংশয়ঃ ॥ ৯
পঞ্চাশদ্ যুবতীরূপা মাতৃকাশক্তিরব্যয়া ।
অতএব বরারোহে বিষ্ণুমন্ত্রং যথা তথা ॥ ১০
শিবমন্ত্রং যথা দেবি গণেশং সৌর এব চ ।
শক্তিবিদ্যাঞ্চ মন্ত্রঞ্চ পঞ্চাশদ্ যুবতীময়ম্ ॥ ১১
পুরাণঞ্চ তথা[১] বেদং স্মৃতিশাস্ত্রং তথৈব চ ।
এতৎ সর্ব্বং[২] বরারোহে যুবতীরূপমদ্ভুতম্ ॥ ১২
ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চ রুদ্রশ্চ ঈশ্বরশ্চ সদাশিবঃ ।
তে সর্ব্বে চঞ্চলাপাঙ্গি মাতৃকায়া জাতাঃ[৩] প্রিয়ে ॥ ১৩
সমস্তজননী দেবী মাতৃকা যুবতী[৪] পরা ।
কটাক্ষলক্ষসংযুক্তা মহাশক্তিঃ প্রগীয়তে ॥ ১৪
মাতৃকাবর্ণরহিতং ব্রহ্মাণ্ডং শববৎ প্রিয়ে[৫] ।
কুতো ব্রহ্মা কুতো বিষ্ণুঃ কুতো রুদ্রশ্চ ঈশ্বরঃ ॥ ১৫

হে পরমেশানি ! সমস্ত মন্ত্র, তন্ত্র, বিদ্যা, এ বর্ণ বিনিশ্চয়কারী মাতৃকাই সাক্ষাৎ কালী। এতদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ৯

পঞ্চাশদ্ যুবতীরূপা মাতৃকাবর্ণই অব্যয়া আদ্যাশক্তি। হে বরারোহে! যে স্থলে বিষ্ণুমন্ত্র, শিবমন্ত্র, গণেশমন্ত্র বা সৌরমন্ত্র বা অন্য যে কোন মন্ত্র বা বিদ্যা বর্ত্তমান, সে স্থলেই পঞ্চাশদ্ যুবতীরূপা মাতৃকা বর্ত্তমানা। ১০-১১

হে বরারোহে! পুরাণ, বেদ, স্মৃতিশাস্ত্র ও সেই যুবতীরূপা মাতৃকাভিন্ন অন্য কিছুই নহে। ১২

হে প্রিয়ে। চঞ্চলাপাঙ্গি! ঈশ্বর সদাশিব, বা ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর সকলেই মাতৃকা হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন। ১৩

পরা যুবতী মাতৃকাই সকলের জননী। তাঁহাকেই অনন্ত কটাক্ষ (দৃষ্টি)-সম্পন্না মহাশক্তি বা আদ্যাশক্তি নামে অভিহিত করা হয়। ১৪

হে প্রিয়ে। মাতৃকাবর্ণ-রহিত অর্থাৎ আদ্যাশক্তি-হীন ব্রহ্মাণ্ডও সর্ব্বকালেই শববৎ অর্থাৎ চৈতন্যশক্তি-হীন। হে প্রিয়ে। শক্তিবিহীন ব্রহ্মার অস্তিত্বই

১। যথা। ২। তত্ত্বং। ৩। মাতৃকা জায়তে।
৪। জননী। ৫। সদা।

সদাশিবঃ কুতো দেবি তে সর্ব্বে শববৎ প্রিয়ে।
শববৎ সর্ব্বদেবশ্চ ব্রহ্মাণ্ডং শববৎ সদা ॥ ১৬
গীতং বাদ্যং শ্রুতিং নাট্যং আলাপং বরবর্ণিনি।
সর্ব্বং[১] হি যুবতীরূপং ধ্যানমার্গে প্রতিষ্ঠিতম্ ॥ ১৭
এতত্তে কথিতং দেবি কলিকা[২] বীজমুত্তমম্।
উভয়োঃ সঙ্গমে দেবি প্রফুল্লং ভবতি প্রিয়ে ॥ ১৮
বহবঃ সঙ্গমে ভদ্রে প্রফুল্লং মোক্ষমব্যয়ম্।
যত্র মন্ত্রেষু বিদ্যাসু প্রফুল্লং ভবতি ধ্রুবম্[৩] ॥ ১৯
ধ্যাত্বা প্রফুল্লং চার্ব্বঙ্গি জপকর্ম সমাচরেৎ।
প্রফুল্লরহিতং দেবি বিদ্যামন্ত্রং যদি প্রিয়ে।
সর্ব্বং তস্য বৃথা দেবি পশুরেব ন সংশয়ঃ ॥ ২০

বা কোথায়, বিষ্ণুর অস্তিত্বই বা কোথায় এবং ঈশ্বর রুদ্রের অস্তিত্বই বা কোথায়? অথবা সদাশিবই বা কোথায়? শক্তিহীন হইলে ইহারা সকলেই সর্ব্বদা শববৎ। ১৫-১৬

হে বরবর্ণিনি! গীত, বাদ্য, শ্রুতি, নাটক বা আলাপ, ইহারা সকলেই যুবতীরূপে ধ্যানমার্গে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। ১৭

হে দেবি! কং এবং লীং বীজের বিষয় বলিয়াছি। কং এবং লীং এতদুভয়ের সঙ্গমে ক্লীং-রূপে প্রফুল্ল জাত (সৃষ্ট) হইয়াছে। ১৮

মূল প্রকৃতি যে স্থলে বহুরূপে প্রকাশমান সেই বহুর সহিত প্রকৃতির সঙ্গমই অব্যয় মোক্ষরূপ প্রফুল্ল। এইজন্য মন্ত্রে এবং বিদ্যায় নিশ্চয়ই প্রফুল্ল** বিদ্যমান রহিয়াছে। ১৯

হে চার্ব্বঙ্গি! প্রফুল্লকে ধ্যান করিয়া তৎপর জপ আরম্ভ করিবে। হে দেবি! প্রফুল্লরহিত বিদ্যা ও মন্ত্রজপ নিষ্ফল এবং জাপক পশুতুল্য এতদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ২০

১। সর্ব্বা। ২। কালিকা ইহা ভুল। ৩। দৃশ্যতে প্রিয়ে।

** মূল মন্ত্রের সহিত চৈতন্যরূপিণী কুলকুণ্ডলিনীর সংযোগের পারিভাষিক নাম প্রফুল্ল। ইহাই ১৯ শ্লোকের সারাংশ। প্রথমে কং দশবার, তৎপর লীং দশবার এবং তৎপর ক্লীং দশবার জপ করিয়া তৎপর মন্ত্র জপ করিবে।

কেবলং কলীকা বীজং[১] বর্ণে বর্ণে[২] পৃথক্ পৃথক্ ।
ধ্যাত্বা সিদ্ধিমবাপ্নোতি নান্যথা সুরপূজিতে ॥ ২১
প্রফুল্লাৎ কলীকাদ্বাপি কৃষ্ণাদি র্জায়তে ধ্রুবম্ ।
যুবতী যা সমাখ্যাতা সা মহাকুণ্ডলী পরা ॥ ২২
বর্ণরূপময়ী দেবী কুণ্ডলী পরদেবতা ।
পঞ্চাশদ্‌বর্ণ[৩]-মজ্ঞাত্বা বিদ্যাং মন্ত্রং জপেত্তু যঃ ॥ ২৩
সর্ব্বং হি বিফলং তস্য শববত্তজ্জপং ভবেৎ ।
চৈতন্যরহিতং দেবি তজ্জপং শবমেব তৎ ॥ ২৪
ধ্যাত্বা[৪] প্রণম্য[৫] কুর্ব্বীত জপপূজাদিকং প্রিয়ে ।
হরির্হি নির্গুণঃ সাক্ষাৎ সগুণা পরকুণ্ডলী ॥ ২৫
তস্মাত্তু যুবতীদেহাদ্ধরে[৬]-রুৎপত্তিরেব চ ।
সর্ব্বাসাম্ দেবদেবীনাং বীজং জন্মস্থলং সদা ॥ ২৬

হে সুরপূজিতে। কেবলমাত্র কং বীজ এবং লীং বীজকে এবং তৎপর ক্লীং বীজকে পৃথক্ পৃথক্‌ভাবে ধ্যান ও জপ করিলে মন্ত্রসিদ্ধি লাভ হয়। ২১

প্রফুল্ল অর্থাৎ ক্লীং-বীজ হইতে বা কলীকা অর্থাৎ কং ও লীং বীজ হইতে কৃষ্ণাদির উৎপত্তি হয়। ইহা ধ্রুব সত্য জানিবে। ক্লীং-বীজ যুবতীরূপিণী এবং পরমাকুণ্ডলী বা আদ্যাশক্তি-স্বরূপিণী। ২২

কুলকুণ্ডলিনী-রূপিণী পরমা প্রকৃতি বর্ণরূপময়ী। সুতরাং পঞ্চাশদ্ বর্ণের তত্ত্ব না জানিয়া যে ব্যক্তি মন্ত্র বা বিদ্যা সাধনে প্রবৃত্ত হয়, তাহার সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হয় এবং তাহার জপও শববৎ অর্থাৎ প্রাণহীন হইয়া থাকে। ২৩-২৪

হে প্রিয়ে! প্রথমে কং, লীং এবং ক্লীং বীজকে ধ্যান করিবে। তৎপর ঐ বীজসমূহকে প্রণাম করিয়া জপ বা পূজাদি কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবে। ব্রহ্ম (হরি) নির্গুণ, কিন্তু পরমা প্রকৃতি (কুণ্ডলিনী) সাক্ষাৎ সগুণা। ২৫

তজ্জন্য যুবতীদেহ (প্রকৃতি) হইতে হরির (নির্গুণ ব্রহ্মের) উৎপত্তি হইয়াছে। সর্ব্বকালে বীজই সমস্ত দেব দেবীর জন্মস্থল। ২৬

১। রূপং। ২। বর্ণৈঃ বর্ণৈঃ। ৩। বীজ। ৪। জ্ঞাত্বা। ৫। প্রারভ্য।
৬। রূপাদ্ধরে; দেহাদ্ধরি।

বীজাত্তু জায়তে ব্রহ্মা[১] শূন্যরূপী সনাতনঃ।
অতএব মহেশানি ব্রহ্মণঃ কারণং পরা ॥ ২৭
জ্ঞাত্বা তন্ত্রমিদং দেবি জপপূজাং করোতি যঃ।
প্রাণন্যাসবিধিং কৃত্বা জপপূজাং করোতি যঃ ॥ ২৮
স শিবঃ পরমং ব্রহ্ম স এব পুরুষোত্তমঃ।
স এব দিব্যো বীরশ্চ স এব ভৈরবঃ স্বয়ম্ ॥ ২৯
স এব ধন্যো দেবেশি ত্রৈলোক্যে সচরাচরে।
স সূর্য্যো দেবি পূজ্যশ্চ সদ্‌গুরুশ্চ ন চান্যথা ॥ ৩০
উদ্ধর্ত্তুঞ্চৈব সংহর্ত্তুং সমর্থঃ সোঽপি নান্যথা[২]।
শ্রুত্বা তস্য মুখে বিদ্যাং মন্ত্রং বা নগনন্দিনি ॥ ৩১
সিদ্ধো ভবতি চার্ব্বঙ্গি কিং তস্য জপপূজনৈঃ[৩]।
এবংবিধং গুরুং ত্যক্ত্বা শ্রুত্বা পশোর্মুখাৎ প্রিয়ে ॥ ৩২
পূর্ব্ব-মন্ত্রং পরিত্যজ্য গৃহ্নীয়াদ্ গণনাৎ[৪] পরম্।
স ভ্রষ্টঃ স চ পাপিষ্ঠঃ কথং মন্ত্রমুপাসতে[৫] ॥ ৩৩

বীজ হইতে ব্রহ্মা এবং বীজ হইতেই শূন্যরূপী সনাতন উদ্ভূত হইয়াছেন। হে মহেশানি! এইজন্য ব্রহ্মাই সকলের মূল কারণ। ২৭

যে ব্যক্তি এই তন্ত্রশাস্ত্র পরিজ্ঞাত হইয়া মন্ত্রে প্রাণন্যাস-পূর্ব্বক জপ ও পূজাদি কার্য্য সম্পন্ন করে, তিনি সাক্ষাৎ শিব, তিনিই সাক্ষাৎ পরমব্রহ্ম বা পুরুষোত্তম বা ভৈরবস্বরূপ। সেই ব্যক্তিই দিব্য সাধক বা বীর সাধক। হে দেবি। যে সাধক এইরূপে কার্য্য নিষ্পন্ন করেন, তিনি ত্রৈলোক্য সচরাচরে ধন্য। হে দেবেশি। তিনি সূর্য্যস্বরূপ পূজ্য এবং তিনিই সদ্‌গুরু। কদাপিও ইহার অন্যথা হয় না। ২৮-৩০

সেই সাধক সৃষ্টি ও সংহার এই উভয় কার্য্যেই সমর্থ, কদাপিও ইহার অন্যথা হয় না। হে নগনন্দিনি। তাহার মুখ হইতে বিদ্যা বা মন্ত্র শ্রবণমাত্রই তাহাতে সিদ্ধি লাভ হয়। সুতরাং সেই মন্ত্র বা বিদ্যার জপ বা পূজার প্রয়োজন

১। ব্রহ্ম।
২। সোঽপি নান্যথা—এই পংক্তির পর এক পুঁথিতে নিম্নলিখিত পংক্তিগুলি আছে।
অজ্ঞাত্বা মন্ত্রমেতত্তু জপযজ্ঞং করোতি যঃ।
সর্ব্বং তস্য বৃথা দেবি পশুরেব ন সংশয়ঃ।
স পশুগুরুর্দেবেশি সোঽপি পশুবৎ সদা।
৩। জপপূজনে। ৪। গণনা। ৫। মুপাস্মহে।

মন্ত্রস্য গণনাদ্দেবি যৎ পাপং প্রাপ্নুয়াৎ নরঃ।
তৎ পাপং শৃণু চার্ব্বঙ্গি নরকং উত্তরোত্তরম্ ॥ ৩৪
যৎ পাপং প্রাপ্নুয়াদ্দেবি স্বয়ম্ভূলিঙ্গচালনাৎ[১]।
তৎ পাপং কোটিগুণিতং গণনাদ্দেবমন্ত্রয়োঃ ॥ ৩৫
তস্মাত্তু গণনাং দেবি বর্জ্জয়েন্মতিমান্নরঃ।
শাক্তে শৈবে বৈষ্ণবেষু সৌরে গাণপতৌ তথা ॥ ৩৬
অন্যৎ সর্ব্বাসু বিদ্যাসু গণনাং বর্জ্জয়েন্নরঃ ॥ ৩৭

ইতি কামধেনুতন্ত্রে হরপার্ব্বতী-সংবাদে ষষ্ঠঃ পটলঃ।

কি? হে প্রিয়ে! যে ব্যক্তি এইরূপ গুরু পরিত্যাগ করিয়া এবং তৎপ্রদত্ত মন্ত্র পরিত্যাগপূর্ব্বক পশুগুরু হইতে অন্য মন্ত্র গ্রহণ করে, সেই ভ্রষ্ট ও পাপিষ্ট কেন মন্ত্রসাধনে প্রবৃত্ত হয়? ৩১-৩৩

হে চার্ব্বঙ্গি! শাক্ত, শৈব, বা বিষ্ণু প্রভৃতি মন্ত্রের তুলনামূলক উৎকৃষ্টতা ও অপকৃষ্টতা সম্বন্ধে গণনা করিলে মানব যে পাপে লিপ্ত হয়, উত্তরোত্তর অধিকতর নরকভোগই তাহার ফল। ৩৪

হে দেবি! স্বয়ম্ভূলিঙ্গ চালনা করিলে যে পাপ হয়, মন্ত্রের উৎকর্ষ অপকর্ষ বিচারে তদপেক্ষা কোটিগুণ পাপ জন্মে। ৩৫

হে দেবি! তজ্জন্য মন্ত্রের তুলনামূলক উৎকর্ষাপকর্ষ বিচার বর্জ্জন করিবে। শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব, সৌর বা গাণপত্য—কোন মন্ত্রেরই উৎকর্ষাপকর্ষ বিচার করিবে না। অন্যান্য যে কোন মন্ত্রসাধনেও মন্ত্রের উৎকর্ষাপকর্ষ বিচার বর্জ্জন করিবে। ৩৬-৩৭

কামধেনুতন্ত্রে হরপার্ব্বতী-সংবাদে ষষ্ঠ পটল সমাপ্ত।

১। চালনে।

সপ্তমঃ পটলঃ

[জীবন্যাসঃ]

শ্রীশিব উবাচ—

অধুনা সংপ্রবক্ষ্যামি রহস্যং গুহ্যমদ্ভুতম্ ।
যজ্ জ্ঞাত্বা সাধকো যাতি দুর্লভং ব্রহ্মমন্দিরম্ ॥ ১

ইড়য়া পূরয়েদ্ বায়ুং সুষুম্নান্তর্গতং ততঃ ।
রেচয়েৎ পিঙ্গলামার্গে প্রাণায়ামক্রমে[১] প্রিয়ে ॥ ২

পঞ্চাশন্মাতৃকাবর্ণং সবিন্দুনাদসংযুতম্ ।
উচ্চার্য্য পূরকেণৈব তত ইষ্টং সমুচ্চরেৎ ॥ ৩

ততস্তু মাতৃকাবর্ণং বিলোমেন জপেৎ প্রিয়ে ।
সুষুম্নামধ্যদেশে চ চিত্রিণী তু বরাননে ॥ ৪

অনুলোমেন চার্ব্বঙ্গি মাতৃকাং যুবতীং স্মরেৎ ।
ইষ্টমন্ত্রং ততো জপ্ত্বা বিলোমং কুরু যত্নতঃ ॥ ৫

অনেনৈব বিধানেন রেচয়েৎ পিঙ্গলাপথে ।
এবং দ্বাদশধা কৃত্বা প্রত্যহং বরবর্ণিনি ॥ ৬

[মন্ত্রজপের পূর্ব্বে প্রাণায়াম সহযোগে মাতৃকাবর্ণ
জপ দ্বারা জীবন্যাস বা মন্ত্রে প্রাণসঞ্চার-পদ্ধতি]

শঙ্কর কহিলেন—যাহার জ্ঞানমাত্রই সাধক দুর্লভ ব্রহ্মত্ব লাভ করে, অধুনা আমি সেই পরম গোপনীয় অত্যাশ্চর্য রহস্য বলিতেছি। ১

হে প্রিয়ে। প্রাণায়ামক্রমে প্রথমে ঈড়ানাড়ীতে বায়ু পূর্ণ করিয়া পিঙ্গলা দ্বারা তাহা রেচন করিবে এবং তৎপর সুষুম্নানাড়ীতে বায়ুপূর্ণ করিয়া পিঙ্গলা-নাড়ী দ্বারা তাহা রেচন করিবে। ২

অনুলোমক্রমে অ হইতে ক্ষ পর্য্যন্ত প্রত্যেক বিন্দুকে নাদবিন্দুযুক্ত করিবে। তৎপর তাহার সহিত ইষ্টমন্ত্র যোগ করিবে। তৎপর তাহার সহিত নাদবিন্দু-যুক্ত বিলোম মাতৃকাবর্ণ যোগ করিয়া উচ্চারণ করিতে করিতে ঈড়ানাড়ীতে পূরণ করিয়া পিঙ্গলানাড়ীতে রেচন করিবে। পুনরায় ঐরূপে নাদবিন্দুযুক্ত অনুলোম মাতৃকাবর্ণ ইষ্টমন্ত্রের আদিতে এবং ইষ্টমন্ত্রের অন্তে নাদবিন্দুযুক্ত

১। ক্রমং।

ত্রিসন্ধ্যং চঞ্চলাপাঙ্গি যঃ কুর্য্যাৎ কমলাননে।
জীবন্যাসং ভবেত্তস্য মন্ত্রসিদ্ধিশ্চ নান্যথা ॥ ৭
একধা বা মহেশানি[১] কলৌ সংখ্যা চতুর্গুণা।
প্রত্যহং দশধা[২] কৃত্বা শিবতুল্যো ভবেন্নরঃ ॥ ৮

ইতি কামধেনুতন্ত্রে হরপার্ব্বতী-সংবাদে সপ্তমঃ পটলঃ ॥

বিলোমমন্ত্র যোগ করিয়া উচ্চারণ করতঃ যোগক্রমে সুষুম্নানাড়ীতে পূরণ করিয়া পিঙ্গলানাড়ীতে রেচন করিবে।* হে বরবর্ণিনি। প্রত্যহ এইরূপে দ্বাদশ বার রেচক ও পূরক করিবে। ৩-৬

হে চঞ্চলাপাঙ্গি! হে কমলাননে! যে ব্যক্তি এই নিয়মে ত্রিসন্ধ্যা মন্ত্র জপ করে তাহার জীবন্যাস (মন্ত্রে প্রাণসঞ্চার বা মন্ত্রচৈতন্য) হয় এবং মন্ত্রসিদ্ধি লাভ হয়। কদাপিও ইহার অন্যথা হয় না। ৭

হে মহেশানি! দ্বাদশবার জপ সম্ভব না হইলে একবার এইরূপে জপ করিবে। কলিতে জপের সংখ্যা চতুর্গুণ। যে ব্যক্তি উক্তরূপে প্রত্যহ দ্বাদশ বার (মতান্তরে দশবার) মন্ত্র জপ করে, সে ব্যক্তি শিবতুল্য হইয়া থাকে। ৮

কামধেনুতন্ত্রে হরপার্ব্বতী-সংবাদে সপ্তম পটল সমাপ্ত।

১। একধা বাপি যঃ স্মরেৎ; একধা বা মহেশানি।

২। দ্বাদশধা।

* ইহার প্রয়োগ বর্ণিত হইতেছে। অং আং ইং ঈং উং ঊং ঋং ৠং ঌং ৡং এং ঐং ওং ঔং অং অঃ কং খং গং ঘং ঙং চং ছং জং ঝং ঞং টং ঠং ডং ঢং ণং তং থং দং নং পং ফং বং ভং মং যং রং লং বং শং ষং সং হং ক্ষং+মূলমন্ত্র+ক্ষং হং সং ষং শং বং লং রং যং মং ভং বং ফং পং নং ধং দং থং তং ণং ঢং ডং ঠং টং ঞং ঝং জং ছং চং ঙং ঘং গং খং কং অঃ অং ঔং ওং ঐং এং ৡং ঌং ৠং ঋং ঊং উং ঈং ইং আং অং। এইরূপে অনুলোম ও বিলোমক্রমে জপ করিতে করিতে দ্বাদশবার পূরক ও দ্বাদশবার রেচক করিবে।

অষ্টমঃ পটলঃ

[পঞ্চবিংশতি-তত্ত্বনিরূপণং পঞ্চাশদ্বর্ণানাং নাম চ]

শ্রীশিব উবাচ—

ললাটতত্ত্বং চার্ব্বঙ্গি অকারং সর্ব্বদা প্রিয়ে।
আকারং মুখতত্ত্বঞ্চ বিন্যসেৎ সর্ব্বদা প্রিয়ে ॥ ১
ইকারং দক্ষনেত্রঞ্চ[1] ঈকারং বামমেব চ[2]।
উকারং দক্ষকর্ণঃ স্যাৎ ঊকারং বামকর্ণকে ॥ ২
ঋ-কারং দক্ষনাসা চ ৠকারং বামনাসিকা।
ঌ-কারং দক্ষগণ্ডঞ্চ ৡ-কারং বামগণ্ডকম্[3] ॥ ৩
একারং অধরং তত্ত্বং ঐকারমোষ্ঠমেব চ।
ও-কারং উর্দ্ধদন্তঃ স্যাৎ ঔকারমধোদন্তকম্[4] ॥ ৪
অং-কারং শিরসস্তত্ত্বং অঃ-কারং মুখমণ্ডলম্।
ক-কারাদি পঞ্চতত্ত্বং দক্ষবাহৌ প্রশস্যতে ॥ ৫

[বর্ণদ্বারা পঞ্চবিংশতি তত্ত্বনিরূপণ এবং পঞ্চাশদ্ বর্ণের নাম]

হে চার্ব্বঙ্গি! হে প্রিয়ে! অ-বর্ণ সর্ব্বদাই ললাট-তত্ত্ব। আ-বর্ণকে সর্ব্বদা মুখতত্ত্বরূপে বিন্যাস করিবে। ১

ই-কার দক্ষিণ (ডান) চক্ষু এবং ঈ-কার বামনেত্র, উ-কার দক্ষিণ কর্ণ এবং ঊ-কারকে বামকর্ণ জানিবে। ২

ঋ-কারকে দক্ষিণ নাসিকা, ৠ-কারকে বাম নাসিকা, ঌ-কারকে বাম গণ্ড এবং ৡ-কারকে দক্ষিণ গণ্ডদেশ বলিয়া জানিবে। ৩

এ-কারকে অধর (নিম্নোষ্ঠ) এবং ঐ-কারকে ওষ্ঠদেশ, ও-কারকে নিম্নদন্ত এবং ঔ-কারকে অধোদন্ত জানিবে। ৪

অং শিরতত্ত্ব এবং অঃ মুখমণ্ডল। দক্ষিণহস্তে ক-কারাদি অর্থাৎ ক-বর্গান্তর্গত পঞ্চবর্ণ (ক, খ, গ, ঘ, ঙ) পঞ্চতত্ত্ব এবং বাম বাহুতে চকারাদি চ-বর্গান্তর্গত

১। নেত্রকঃ। ২। বামনেত্রং স্যাৎ; বামনেত্রকং। ৩। গণ্ডিকা। ৪। অধোদন্ত-মোকারঞ্চ ঔকারমূর্দ্ধমেব চ; ওকারমধোদন্তঃ স্যাৎ ঔকার উর্দ্ধদন্তকম্ ॥ এই উভয় পাঠান্তর ভুল।

ও=উর্দ্ধদন্ত। ঔ—অধোদন্ত।

বামবাহৌ চকারাদি পঞ্চতত্ত্বঞ্চ তিষ্ঠতি[১] ।
দক্ষপাদে টকারাদি পঞ্চতত্ত্বং বরাননে ॥ ৬
তকারাদি পঞ্চতত্ত্বং বামপাদে প্রশস্যতে ।
পকারং দক্ষপার্শ্বঞ্চ ফ-কারং বামপার্শ্বকে ॥ ৭
ব-কারং পৃষ্ঠদেশঞ্চ[২] ভকারং নাভিরেব চ ।
মকারং উদরঞ্চৈব[৩] যকারং হৃদয়ং তথা ॥ ৮
র-কারং দক্ষস্কন্ধঞ্চ লকারং বামমেব চ ।
ঘটতত্ত্বং[৪] বকারঞ্চ শকারং দক্ষবাহুষু ॥ ৯
বামবাহৌ ষকারঞ্চ সকারং দক্ষপাদকে ।
বামপাদে হকারঞ্চ ক্ষকারং শিরসঃ স্মৃতম্[৫] ॥ ১০
অকারং জীব[৬] তত্ত্বঞ্চ তকারং প্রাণমেব চ[৭] ।
ম[৮]-কারঞ্চ স[৯]-কারঞ্চ বুদ্ধিচিত্তং[১০] তথৈব চ ॥ ১১

পঞ্চবর্ণ (অর্থাৎ চ, ছ, জ, ঝ, ঞ) পঞ্চতত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত। হে বরাননে। দক্ষিণ পদে টকারাদি ট-বর্গান্তর্গত পঞ্চবর্ণ (অর্থাৎ ট, ঠ, ড, ঢ, ণ) পঞ্চতত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত। ৫-৬

বাম পদে ত-কারাদি তবর্গান্তর্গত পঞ্চবর্ণ (অর্থাৎ ত, থ, দ, ধ, ন) পঞ্চতত্ত্ব বিদ্যমান। দেহের দক্ষিণ পার্শ্বে প এবং বামপার্শ্বে ফ বর্ত্তমান। ৭

পৃষ্ঠদেশে ব, নাভিদেশে ভ, উদরে ম এবং হৃদয়ে য বিদ্যমান। ৮

দক্ষিণ স্কন্ধে র, বামস্কন্ধে ল, মস্তিষ্কে (মতান্তরে তালুতে) ব * এবং দক্ষিণ বাহুতে শ বিদ্যমান। ৯

বাম বাহুতে ষ, দক্ষিণ পদে স, বাম পদে হ এবং ক্ষ মস্তকে অবস্থিত। ১০

১। পঞ্চতত্ত্বং প্রতিষ্ঠিতং। ২। তত্ত্বঞ্চ। ৩। উদরং তত্ত্বং। ৪। তালুতত্ত্বং; ৫। শিরসঃ স্মৃতঃ; শিরসাবধি; শিরসোপরি। ৬। বীজ। ৭। প্রণবেন চ। ৮। স। ৯। ম। ১০। অতিতত্ত্বং; মণ্ডিতং; মতিতত্ত্বং।

* প্রাণাপাণ-নাদবিন্দু-জীবাত্ম-পরমাত্মনঃ। মিলিত্বা ঘটতে যস্মাৎ তস্মাদ্বৈ ঘট উচ্যতে ॥ (মধুসূদন সংহিতা—১৩।২৭)।

যে স্থলে প্রাণ, অপান, নাদবিন্দু, জীবাত্মা ও পরমাত্মা মিলিত হয়, সেই মিলন স্থল বা আধারের নাম ঘট। এই অর্থে সমগ্র দেহে "ব" বিদ্যমান। মূলে "ঘটতত্ত্বং ব-কারঞ্চ"।

অহংকারঃ পকারঃ[১] স্যাৎ ফকারঃ[২] মনসস্তথা।
ন-কারং[৩] শব্দতত্ত্বঞ্চ দং ধং[৪] রূপং প্রশস্যতে ॥ ১২
ণ-কারং [৫] পাদতত্ত্বঞ্চ ছকারং উপস্থমেব চ।
উ-কারমাকাশতত্ত্বঞ্চ ঊকারং শ্রোত্রমেব চ ॥ ১৩

অকার জীবতত্ত্ব, ত-কার প্রাণতত্ত্ব, ম (পাঠান্তরে স) বুদ্ধিতত্ত্ব, স (পাঠান্তরে ম) চিত্ততত্ত্ব, প (ফ) কার অহংকার তত্ত্ব এবং ফ (প) কার মন।

ন (ল) শব্দতত্ত্ব, দ ও ধ রূপতত্ত্ব, ণ (গ) পাদতত্ত্ব, ছ উপস্থ, উ আকাশতত্ত্ব,

---

১। ফ-কারঃ। ২। পকারঃ। ৩। ল-কারং। ৪। চক্র। ৫। গ-কারং।

১১। এই পটলের (একাদশ হইতে অষ্টাদশ) পর্য্যন্ত শ্লোকগুলি বিভিন্ন পুঁথিতে বিভিন্নরূপ লিখিত থাকায় এই আটটি (১১ হইতে ১৮) শ্লোকের প্রকৃত পাঠ যে কি হইবে তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। উক্ত একাদশ হইতে অষ্টাদশ শ্লোকের পাঠান্তর নিম্নে প্রদত্ত হইল।

অকারং বীজতত্ত্বঞ্চ তকারঃ প্রাণমেব চ।
স-কারঞ্চ মকারঞ্চ মতিতত্ত্বং তথৈব চ।
অহংকারঃ ফ-কারঃ স্যাৎ পকার মনসস্তথা।
ল-কারং শব্দতত্ত্বঞ্চ চক্ররূপং প্রশস্যতে।
নং কারং [গকারং] পাদতত্ত্বঞ্চ ছকারং উপস্থমেব চ।
উকারমাকাশতত্ত্বঞ্চ ঊকারং শ্রোত্রমেব চ।
ড-কারং আকাশতত্ত্বঞ্চ যংকারং বায়ু [বাহু] রেবচ।
গ [প] কারস্তেজ তত্ত্বঞ্চ খকারং জলমেব চ॥
ত্বক্ তত্ত্বঞ্চ জকারঃ স্যাৎ ঝ (ঋ) কারঃ পাদমেব চ [পাদতত্ত্বকং]॥
ক কারঃ পৃথিবীতত্ত্বং খ কারো জ্ঞানতত্ত্বকং।
ক-কারং স্বর্গতত্ত্বঞ্চ থং [খং] তত্ত্বং পরিকীর্ত্তিতং।
শকারং হৃৎপুণ্ডরীকং ষ-কারং তত্ত্বমণ্ডলং।
ম-কারঞ্চ [সকারঞ্চ] তথা চন্দ্রং র-কারং বহ্নিমণ্ডলং।
পরমেষ্ঠিতথা তত্ত্বং স [ষ ; য] কারং সুরপূজিতে।
লকারং [সকারং] পৃথিবীতত্ত্বং হকারঞ্চ শিরস্তথা।
য-কারং বায়ু তত্ত্বঞ্চ ক-কারং স্বর্গমেব চ।
এতয়োর্যোগমাসাদ্য ক্ষ-কারং তত্ত্ববিগ্রহং।
তেন অ, ত, ম, স, ফ, প, ন, দ, ধ, ন, ছ, উ, ঊ, জ, ঝ, থ, ক, শ, ষ, স, র, প, স, হ, ক্ষ (২৫)।
অকারাদি ক্ষান্তবর্ণং তত্ত্বঞ্চ পঞ্চবিংশতি।

এই স্থলে পঞ্চবিংশতি—অক্ষর দ্বারা পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব নির্ণয় করিবার জন্য মূলে সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শ্লোকে "স" দুইবার এবং উক্ত পাঠান্তর মতে "স" তিনবার উক্ত হইয়াছে। কিন্তু কোন স্থলেই এক অক্ষর একা তত্ত্বের নির্দ্দেশক হইতে পারে না।

ত্বক্তত্ত্বঞ্চ জকারঃ স্যাৎ ঋ[১]-কারঃ পাদমেব চ[২] ।
ককারঃ পৃথিবীতত্ত্বং[৩] থ-কারো জল[৪]-তত্ত্বকম্ ॥ ১৪
[৫]শ-কারং হৃৎপুণ্ডরীকং ষ-কারং সূর্য্যমণ্ডলং[৬] ।
স-কারঞ্চ তথা চন্দ্রং র-কারং বহ্নি-মণ্ডলম্ ॥ ১৫
পরমেষ্ঠি তথা তত্ত্বং য-কারং[৭] সুরপূজিতে[৮] ।
লকারং[৯] পৃথিবীতত্ত্বং হকারঞ্চ শিবস্তথা ॥ ১৬
এতয়োর্যোগমাসাদ্য ক্ষকারং তত্ত্ববিগ্রহম্ ।
তেন অ ত ম স প ফ ন দ ধ গ ছ উ ঊ ॥ ১৭
জ ঋ ক থ শ ষ স র য ল হ ক্ষ ।
অকারাদি ক্ষান্ত-বর্ণং তত্ত্বঞ্চ পঞ্চবিংশতি ॥ ১৮

উ কর্ণ বা শব্দতত্ত্ব, জ স্পর্শতত্ত্ব (ত্বক্), ঋ পাদতত্ত্ব, ক পৃথ্বীতত্ত্ব, খ (থ) জলতত্ত্ব, শ হৃৎপদ্ম, ষ সূর্য্যমণ্ডল, স চন্দ্র এবং রকার বহ্নিমণ্ডল। ** ১১-১৫

হে সুরপূজিতে! য-কার পরমেষ্ঠিতত্ত্ব, (মতান্তরে বায়ুতত্ত্ব), লকার (সকার) পৃথিবীতত্ত্ব এবং হকার শিরস্তত্ত্ব। ১৬

[গ্রন্থান্তরোক্ত শ্লোকমতে—ড আকাশতত্ত্ব, য বায়ুতত্ত্ব, গ (প) তেজতত্ত্ব (পাদতত্ত্ব), খ জলতত্ত্ব, ত গন্ধতত্ত্ব, চ শব্দতত্ত্ব বা শ্রুতি, খ জল বা রসতত্ত্ব (জ্ঞানতত্ত্ব এবং ক স্বর্গতত্ত্ব-নির্দেশক]।

এই সকল যোগ আশ্রয় করিয়া ক্ষ-তত্ত্ব বিগ্রহরূপে বিদ্যমান।

অ, ত, ম, স, প, ফ, ন, দ, ধ, গ, ছ, উ, ঊ, জ, ঋ, ক, থ, শ, ষ, স, র, য, ল, হ, ক্ষ—এই পঞ্চবিংশতি অক্ষর পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব প্রকাশক। ১৭-১৮

১১ক। ১৩ শ্লোকের পর একাধিক পুঁথিতে নিম্নোদ্ধৃত পঙ্‌ক্তিদ্বয় অতিরিক্ত দৃষ্ট হয়। যথা :—ডং-কারং আকাশতত্ত্বঞ্চ যং-কারং বায়ুরেব চ। গকার [পকার] স্তেজ [পাদ] তত্ত্বঞ্চ খ-কারং জলমেব চ ॥ ১। ঋ ॥ ২। পাদতত্ত্বকং। ৩। ক-কারং স্বর্গতত্ত্বঞ্চ। ৪। খ-কারো জ্ঞান।

৫। ১৪ শ্লোকের পর একাধিক পুঁথিতে নিম্ন লিখিত পংক্তিটি পাওয়া গিয়াছে। যথা—"ড-কারং গন্ধতত্ত্বঞ্চ চ-কারং শ্রোত্রমেব চ। খ-কারো জল [জ্ঞান] তত্ত্বং স্যাৎ ক-কারং স্বর্গমেব চ। ৬। তত্ত্ব। ৭। ষ-কারং। ৮। য-কারং বায়ুতত্ত্বঞ্চ ক-কারং স্বর্গমেব চ। ৯। স-কারং।

** ত্রয়োদশ শ্লোকের পরবর্ত্তী অতিরিক্ত শ্লোকের অনুবাদ।—
ড-আকাশতত্ত্ব, য বায়ুতত্ত্ব, গ [মতান্তরে প]-তেজতত্ত্ব [পাদ তত্ত্ব] এবং খ জলতত্ত্ব।

সর্ব্বতত্ত্বমতিগুহ্যং পরমাত্মা সুলোচনে।
মাতৃকায়া বরারোহে ক্রমান্নামানি সংশৃণু ॥ ১৯
ব্রহ্মাণী চণ্ডিকা রৌদ্রী গৌরীন্দ্রাণী তথৈব চ।
কৌমারী বৈষ্ণবী দুর্গা তথৈব নারসিংহিকা ॥ ২০
কালিকা মুণ্ডমালী[১] চ শিবদূতী তথা পরা।
বারাহী কৌশিকী চৈব তথা মাহেশ্বরী প্রিয়ে ॥ ২১
শঙ্করী চ জয়ন্তী চ মঙ্গলা কালমর্দ্দিনী।
পালিকা চৈব মেধা চ শিবরূপা চ শাম্ভবী ॥ ২২
ভীমা শান্তা চ উগ্রা চ ভ্রামরী রুদ্ররূপিণী।
অম্বিকা বহুরূপা চ ক্ষেমা ক্ষেমঙ্করী তথা ॥ ২৩
ধাত্রীরূপা স্বধা স্বাহা তথৈব বহ্নিরূপিণী।
অপর্ণা চ তথা মায়া ঘোররূপা প্রিয়ম্বদা ॥ ২৪
মহাকালী চ কল্যাণী ভয়রূপাভয়ঙ্করী।
ক্ষেমঙ্করী বৈষ্ণবী চ বিষ্ণুমাতা শিবার্চ্চিতা ॥ ২৫

হে সুলোচনে! এই সকল তত্ত্ব অতিশয় গোপনীয় এবং পরমাত্মস্বরূপ মাতৃকাগণের নামসকল যথাক্রমে বলিতেছি শ্রবণ কর। ১৯

(অ) ব্রহ্মাণী ; (আ) চণ্ডিকা ; (ই) রৌদ্রী ; (ঈ) গৌরী ; (উ) ইন্দ্রাণী ; (ঊ) কৌমারী ; (ঋ) বৈষ্ণবী ; (ৠ) দুর্গা ; (ঌ) নারসিংহী ; (ৡ) কালিকা ; (এ) মুণ্ডমালী ; (ঐ) শিবদূতী ; (ও) অপরা ; (ঔ) বারাহী ; (অং) কৌশিকী ; (অঃ) মাহেশ্বরী ; (অং) শঙ্করী ; (অঃ) জয়ন্তী।

(ক) মঙ্গলা ; (খ) কালমর্দ্দিনী , (গ) পালিকা ; (ঘ) মেধা , (ঙ) শিবরূপা ; (চ) শাম্ভবী ; (ছ) ভীমা ; (জ) শান্তা ; (ঝ) উগ্রা ; (ঞ) ভ্রামরী ; (ট) রুদ্ররূপিণী ; (ঠ) অম্বিকা ; (ড) বহুরূপা ; (ঢ) ক্ষেমা ; (ণ) ক্ষেমঙ্করী ; (ত) ধাত্রীরূপা ; (থ) স্বধা ; (দ) স্বাহা ; (ন) বহ্নিরূপিণী ; (প) অপর্ণা ; (ফ) মায়া ; (ব) ঘোররূপা ; (ভ) প্রিয়ম্বদা ; (ম) মহাকালী ; (য) কল্যাণী ;

১। মুণ্ডমালা।

** একাদশ হইতে অষ্টাদশ পর্য্যন্ত শ্লোকে যাহা বলা হইয়াছে, তাহাতে উক্ত অক্ষরসমূহ দ্বারা পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব প্রকাশিত হয় নাই। এস্থলে যে সকল তত্ত্বকে পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব নামে উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা সাধারণার্থে প্রচলিত পঞ্চতত্ত্ব হইতে পৃথক।

ব্রহ্মাণ্ডবাসিনী ব্রাহ্মী পঞ্চাশন্মাতৃকাঃ স্মৃতাঃ।
ইত্যেতৎ কথিতং সম্যক্ কেবলং তব ভক্তিতঃ[১] ॥ ২৬
এতাস্তু মাতৃকাদেব্যো ব্রহ্মাণ্ডং সচরাচরম্।
ব্যাপ্য তিষ্ঠন্তি চার্ব্বঙ্গি নানামূর্ত্তিধরাব্যয়াঃ ॥ ২৭
শক্তিমন্ত্রে বিষ্ণুমন্ত্রে শৈবে সৌরে চ পার্ব্বতি।
অন্যৎ সর্ব্বেষু মন্ত্রেষু গণেশে বরবর্ণিনি ॥ ২৮
মাতৃকা যুবতীরূপা মন্ত্রবিগ্রহরূপিণী।
ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চ রুদ্রশ্চ ঈশ্বরশ্চ সদাশিবঃ ॥ ২৯
তে সর্ব্বে চঞ্চলাপাঙ্গি নিশ্চলাশ্চ নিরিন্দ্রিয়াঃ।
দেবাদীনাং বরারোহে মন্ত্রং নাস্তি কদাচন ॥ ৩০
শব্দব্রহ্ম যদা যাতি মন্ত্রং তন্ত্রং তদা ভবেৎ।
পঞ্চাশদ্‌যুবতী সর্ব্বা শব্দব্রহ্মস্বরূপিণী ॥ ৩১

(র) ভয়রূপা; (ল) ভয়ঙ্করী; (ব) ক্ষেমঙ্করী; (শ) বৈষ্ণবী *, (ষ) বিষ্ণুমাতা; (স) শিবার্চ্চিতা। (হ) ব্রহ্মাণ্ডবাসিনী; (ক্ষ) ব্রাহ্মী। † ইহারাই পঞ্চাশৎ মাতৃকা। কেবলমাত্র তোমার ভক্তির জন্যই এই সকল তোমার নিকট সম্পূর্ণরূপে বিবৃত করিলাম। ২০-২৬

হে চার্ব্বঙ্গি! এইসকল নানামূর্ত্তিধারিণী অব্যয়া মাতৃকাদেবী সচরাচর ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছেন। ২৭

হে পার্ব্বতি! হে বরবর্ণিনি! শক্তিমন্ত্রে, বিষ্ণুমন্ত্রে, অথবা শিব, সৌর, গণেশ বা অন্য যে কোন মন্ত্রেই যুবতীরূপা মাতৃকাই মন্ত্রবিগ্রহরূপিণী।

হে চঞ্চলাপাঙ্গি! ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও সদাশিব ঈশ্বর—ইহারা সকলেই নিশ্চল ও নিরিন্দ্রিয়। হে বরারোহে! দেবতাদিগের কখনও কোন মন্ত্র নাই। ২৮-৩০

শব্দব্রহ্ম যখন গমন করেন তখনই মন্ত্রতন্ত্র উৎপন্ন হয়। এই পঞ্চাশৎ যুবতীরূপা মাতৃকাগণ সকলেই শব্দব্রহ্মস্বরূপিণী। ৩১

১। ভক্তিভাবতঃ।

* বিংশ শ্লোকের প্রারম্ভে ষ-কারের নাম বৈষ্ণবী বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।

† পঞ্চাশৎ মাতৃকার পঞ্চাশটি নামের পরিবর্ত্তে বায়ান্নটি নাম প্রদত্ত হওয়ায়, কোন অক্ষরের জন্য কোন নাম উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য।

ব্রহ্মণঃ কারণং নাস্তি প্রকৃতেরস্তি ভাবিনি।
প্রকৃতির্যা[১] বরারোহে সা দীক্ষা সর্ব্বসম্মতা ॥ ৩২
দীক্ষায়াং চঞ্চলাপাঙ্গি প্রশস্তা যুবতীকুলা[২]।
পঞ্চাশন্মাতৃকা যা সা যুবতী পরিগীয়তে ॥ ৩৩
যুবতীরহিতো[৩] দেবি কুতো বিদ্যা কুতো মনুঃ[৪]।
নির্গুণং পরমং ব্রহ্ম[৫] প্রধানা যুবতীগণাঃ ॥ ৩৪

ইতি কামধেনুতন্ত্রে হরপার্ব্বতী-সংবাদে
অষ্টমঃ পটলঃ।

ব্রহ্মের উৎপত্তির কারণ নাই, কিন্তু প্রকৃতির উৎপত্তির কারণ আছে। যাহাকে প্রকৃতি নামে অভিহিত করা হয়, তাহাকেই সকলে দীক্ষা বলিয়া উল্লেখ করে। ৩২

হে চঞ্চলাপাঙ্গি! যে পঞ্চাশন্মাতৃকাকে যুবতীনামে অভিহিত করা হয়, দীক্ষার্থে সেই যুবতীগণ প্রশস্তা। ৩৩

হে দেবি! যুবতীরহিত বিদ্যাই বা কোথায় এবং মন্ত্রই বা কোথায়? ব্রহ্ম নির্গুণ কিন্তু যুবতীগণ সকলেই গুণসম্পন্না। ৩৪

কামধেনুতন্ত্রে হরপার্ব্বতী-সংবাদে অষ্টম পটল সমাপ্ত।

১। প্রকৃতের্যা। ২। যুবতীকলা।
৩। রহিতং। ৪। মনুঃ। ৫। নির্গুণঃ পরমঃ ব্রহ্ম।

নবমঃ পটলঃ

[ব্রহ্ম-প্রকৃত্যোঃ স্বরূপম্]

শ্রীশিব উবাচ—

যথা জ্ঞানং সূর্য্যচন্দ্রং তথা মন্ত্রে প্রতিষ্ঠিতম্ ।
দেবানাং জ্যোতিপুঞ্জেষু বর্ত্তন্তে প্রকৃতেঃ কলা ॥ ১
তথান্তরাত্মা পরমং জ্ঞানাত্মসু[১] বরাননে ।
বর্ত্তন্তে যুবতীরূপাঃ ষোড়শ প্রকৃতিঃ পরা ॥ ২
প্রকৃতিং হি বিনা দেবি কুতো ব্রহ্মা সনাতনঃ ।
অতএব বরারোহে নিশ্চলশ্চ সদাশিবঃ ॥ ৩
জাগ্রতস্বপ্নসুষুপ্তি[২]র্যা তুরীয়া বরাননে ।
তাস্তাঃ সর্ব্বা বরারোহে যুবতী পরমাঃ পরাঃ ॥ ৪
কার্য্যকারণকালে চ গণনীয়া বরাননে ।
শূন্যাৎ শূন্যং পরং শূন্যং শূন্যরূপং নিরঞ্জনম্ ॥ ৫

[মাতৃকাগণই মন্ত্র এবং মাতৃকাই প্রকৃতি। দেবতাদিগের জ্যোতীরূপে প্রকৃতি প্রকাশমান। ব্রহ্ম অব্যক্ত। প্রকৃতি ব্যক্ত। প্রকৃতি কোটি সূর্য্য-প্রতীকাশ নির্মল জ্ঞানসংযুক্ত তেজস্বরূপ। ক্লীং বীজই বিষ্ণু বা প্রকৃতি। তাহার ধ্যান। ব্রহ্মই প্রকৃতির কারণ। বীজধ্যান, সপ্তচ্ছদা, কুল্লুকা ও সেতু।]

শিব কহিলেন—জীবমধ্যে যেরূপ জ্ঞান, তদ্রূপ মন্ত্রমধ্যে চন্দ্র ও সূর্য্যরূপী জ্যোতি বিদ্যমান। দেবতাদিগের জ্যোতিঃপুঞ্জের মধ্যেই প্রকৃতির অভিব্যক্তি বা বিকাশ। ১

যুবতীরূপা ষোড়শ প্রকৃতির শ্রেষ্ঠ জ্ঞানাত্মা মধ্যে অন্তরাত্মারূপী পরমাত্মা বিদ্যমান। ২

হে দেবি! প্রকৃতি ভিন্ন সনাতন ব্রহ্মাই বা কোথায়? হে বরারোহে! একই কারণে সদাশিব (ব্রহ্ম) নিশ্চল (অর্থাৎ নিগু'ণ ও নিষ্ক্রিয়। ক্রিয়া প্রকৃতির গুণ।)। ৩

হে বরাননে! যাহা জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি বা তুরীয় অবস্থা, তৎসমুদয়ই যুবতীরূপা পরমা প্রকৃতি। ৪

১। জ্ঞানাত্মাসু।

২। জাগ্রৎ স্বপ্নেষু মুপ্তির্যা তুরীয়া বরবর্ণিনি।

কোটিসূর্য্যপ্রতীকাশং নির্মলং জ্ঞানসংযুতম্ ।
হৃদি ভাবয় চার্ব্বঙ্গি তেজঃপুঞ্জং মহৎ প্রভম্ ॥ ৬
তেজস্তু প্রকৃতিঃ সাক্ষাৎ সর্ব্বব্যাপি পরাক্ষরা ।
ভাবনাজ্জায়তে দেবি শরীরং মরকতপ্রভম্ ॥ ৭
দলিতাঞ্জনপুঞ্জাভং বর্ণরাজং বরাননে ।
ত্রিভঙ্গললিতাকারং চারুচূড়াবিরাজিতম্ ॥ ৮
শিখিপুচ্ছযুতং চূড়ং ভ্রমরৈঃ শোভিতং পরম্ ।
পীতাংশুকপরিধানং বনমালাবিরাজিতম্ ॥ ৯
রত্নকুণ্ডলসংযুক্তং স্ফুরদ্গণ্ডমনোহরম্ ।
কদম্বকুসুমোপেতং শ্রবণং জনমোহনম্ ॥ ১০
আরক্তচরণদ্বন্দ্বং নূপুরারাব-সংযুতম্ ।
শ্রীবৎসকৌস্তুভোদ্দীপ্তং আজানুবাহুরাজিতম্ ॥ ১১

হে বরাননে! কার্য্য-কারণ-সম্বন্ধ বিচারকালে প্রকৃতিকে গণনা করিতে হইবে (অর্থাৎ প্রকৃতির অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হইবে)। কিন্তু ব্রহ্ম বা নিরঞ্জন, শূন্য হইতে শূন্য, তাহা শ্রেষ্ঠ শূন্য এবং শূন্যই তাহার রূপ। [অর্থাৎ ব্রহ্ম নির্গুণ, নিরাকার ও নিষ্ক্রিয়। কিন্তু তথাপি তাহার অস্তিত্ব বিদ্যমান। যেহেতু নির্গুণ ব্রহ্ম জীবের বাক্য ও মনের অগোচর, তজ্জন্যই তাহাকে শূন্য-শব্দ দ্বারা প্রতিপাদন করা হইয়াছে। এস্থলে শূন্য অর্থ নাস্তি নহে। এস্থলে শূন্য অর্থ গুণাতীত বিধায় অব্যক্ত]। ৫

হে চার্ব্বঙ্গি! মহৎ তেজঃপুঞ্জপ্রভ কোটিসূর্য্যপ্রতীকাশ নির্ম্মল জ্ঞানসংযুক্ত প্রকৃতিকে হৃদয়ে ভাবনা কর। ৬

তেজই সাক্ষাৎ সর্ব্বব্যাপী পরাক্ষরা প্রকৃতি। প্রকৃতিকে এইরূপে ভাবনা করিলে দেহ মরকতসম দ্যুতিসম্পন্ন হইয়া থাকে। ৭

হে বরাননে! দলিতাঞ্জন-পুঞ্জাভ বর্ণই বর্ণসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। যিনি ভ্রমরকুলশোভিত মনোহর শিখীপুচ্ছ-চূড়াধারী, যাহার পরিধানে বনমালা ও পীতাংশুক, যিনি ললিতাকার ত্রিভঙ্গ মূর্ত্তিতে বিরাজিত, রত্নমণ্ডলের বিস্ফুরিত দ্যুতিতে যাহার মনোহর গণ্ডদ্বয় উদ্ভাসিত, যাহার কর্ণদ্বয় মনোহর ও লোকমুগ্ধকর কদম্বকুসুম দ্বারা পরিশোভিত, যাহার চরণদ্বয় রক্তাভ এবং নূপুররাব-ধ্বনিত, যাহার বক্ষস্থল শ্রীবৎস ও কৌস্তুভ মণিদ্বারা দীপ্তিমান, যিনি

আরক্তনয়নদ্বন্দ্বং[1] ওষ্ঠ[2]-বিম্বফলদ্যুতিম্ ।
আরক্তকরতলং স্বচ্ছং গুঞ্জা[3]মালাবিরাজিতম্ ॥ ১২
শব্দব্রহ্মময়ং বিষ্ণুং ওঁকারং[4] শব্দজল্পিতম্ ।
এবং রূপং সমুৎপন্নং হৃদিমধ্যে বরাননে ॥ ১৩
জায়তে কামবীজাত্তু শূন্যমধ্যে সুলোচনে ।
শূন্যমধ্যে স্থিতা দেবী কামবীজ-স্বরূপিণী ॥ ১৪
ল-কারসংযুতা যা সা কৃষ্ণমাতা প্রগীয়তে ।
সর্ব্বেষু বিষ্ণুমন্ত্রেষু কামবীজং পরাৎপরম্ ॥ ১৫
হৃদি শূন্যে মহেশানি বিষ্ণুমন্ত্রং জপেৎ প্রিয়ে ।
ততস্তু কামবীজাত্তু জায়তে বিষ্ণুবিগ্রহঃ ॥ ১৬
অতঃ কামময়ং বিষ্ণুং হৃদি ভাবয় পার্ব্বতি ।
কামিনী যা মহেশানি বিষ্ণুমাতা প্রগীয়তে ॥ ১৭
অতো বিষ্ণুং কৃষ্ণ[5]-বর্ণং বর্ণরাজমবাপ্নুয়াৎ ।
ককারঃ কামিনী সাক্ষাৎ লকারঃ পৃথিবী স্বয়ম্[6] ॥ ১৮

আজানুলম্বিত বাহু-শোভিত, যাহার নয়নযুগল রক্তাভ, ওষ্ঠদ্বয় বিম্বফলের ন্যায় দ্যুতিসম্পন্ন এবং করতলদ্বয় আরক্তিম ও স্বচ্ছগুঞ্জামালা-ভূষিত, তিনিই শব্দব্রহ্মরূপী বিষ্ণু। ওঁ দ্বারা সেই শব্দব্রহ্মরূপী বিষ্ণুকেই প্রতিপাদিত করা হয়। হে বরাননে! হৃদিমধ্যে এইরূপ উৎপত্তি হয়।৮-১৩

হে সুলোচনে! (হৃদয়ে) শূন্যমধ্যে কামবীজ হইতে উক্ত রূপ ও মূর্ত্তির সহিত বিষ্ণুর উৎপত্তি হয়। কামবীজ (ক্লীং) স্বরূপিণী প্রকৃতি শূন্য মধ্যে (অব্যক্তমধ্যে) অবস্থিত। ১৪

যে প্রকৃতি ল-কার-সংযুক্ত তাহাকেই কৃষ্ণমাতা নামে অভিহিত করা হয়। সমস্ত বিষ্ণুমন্ত্রেই কামবীজই (ক্লীং) সর্ব্ববীজ শ্রেষ্ঠ। ১৫

হে মহেশানি! হে প্রিয়ে! হৃদিশূন্যে বিষ্ণুমন্ত্র জপ করিবে। ঐরূপে জপ করিলে কামবীজ (ক্লীং) হইতে কৃষ্ণবিগ্রহের উৎপত্তি হয়। ১৬

হে পার্ব্বতি! অতএব বিষ্ণুকে হৃদয়ে কামময়রূপে চিন্তা করিবে। হে মহেশানি! যিনি কামিনী তিনিই কৃষ্ণমাতা নামে কথিত হন। ১৭

১। চরণ। ২। ওষ্ঠং। ৩। শুভ্র। ৪। হুংকারং ৫। মৃম্নং, মাতৃ। ৬। পৃথিবীশ্বরী।

রতিস্তু মর্দ্দিনী সাক্ষাৎ নাদস্তু যোনিরূপিণী।
বিন্দুঃ কুণ্ডলিনীরূপং শিবশক্তিময়ং প্রিয়ে॥ ১৯
ইদং বীজং মহেশানি বিষ্ণোর্মাতা[1] পরাক্ষরা।
নিরক্ষরো বিষ্ণুদেবোঽক্ষরাজ্জায়তে ধ্রুবম্॥ ২০
অতএব বরারোহে ব্রহ্মণঃ কারণং পরা।
ক্লীং-কার-বীজরূপা যা সা পরা পরিগীয়তে॥ ২১
পরাৎ পরতরা সাপি বহ্নিমণ্ডলসংযুতা।
কামিনী সা মহেশানি পৃথিবী তস্য আসনম্[2]॥ ২২
কদাচিৎ পৃথিবীমধ্যে কদাচিদ্ বহ্নিমণ্ডলে।
বসতে কামিনী দেবি নাদবিন্দু-সমন্বিতা॥ ২৩
জন্ম লব্ধ্বা মহাবিষ্ণুঃ কূর্চ্চবীজং জপেৎ প্রিয়ে।
অনিশং প্রজপেন্মন্ত্রং হুঁ-কারং বরবর্ণিনি॥ ২৪

এই কারণে বিষ্ণু সর্ব্ববর্ণশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণবর্ণ প্রাপ্ত হইয়াছেন। ক সাক্ষাৎ কামিনী এবং ল স্বয়ং পৃথিবী। রতি সাক্ষাৎ মর্দ্দিনী (ঈ) এবং নাদ যোনিরূপিণী এবং বিন্দু, কুণ্ডলিনীস্বরূপা, শিবশক্তিময়। ১৯

হে প্রিয়ে! হে মহেশানি! এই ক্লীং বীজই পরাক্ষরা বিষ্ণুবীজ। নিরক্ষর বিষ্ণুদেহ অক্ষর হইতে নিশ্চয় উৎপন্ন হয়। ২০

হে বরারোহে! অতএব ব্রহ্মই সমস্তের মূল পরম কারণ। যাহা ক্লীং বীজ, তাহকেই পরাশক্তি বলা হয়। ২১

হে মহেশানি! পরাৎ পরতরা বহ্নিমণ্ডল-সংযুক্তা কামিনীই ক্লীং বীজরূপা এবং সমগ্র পৃথিবীই তাহার আসন অর্থাৎ পরিদৃশ্যমান রূপ। ২২

নাদবিন্দুসমন্বিতা কামিনীদেবী কখনও পৃথিবীমধ্যে এবং কখনও বহ্নি-মণ্ডলে বাস করেন। ২৩

হে প্রিয়ে! মহাবিষ্ণু জন্মলাভ করিয়াই কূর্চ্চবীজ (হুঁ) জপ করিতে থাকেন। হে বরবর্ণিনি! তৎপর মহাবিষ্ণু অহর্নিশি ঐ হুঁ বীজ জপ করিতে থাকেন। ২৪

১। বিষ্ণুমাতা। ২। আলয়ং।

বিষ্ণুবিগ্রহমেতত্তু স্বয়ং প্রকৃতিঃ মূর্ত্তিমান্।
প্রকৃত্যা জায়তে ব্রহ্মা অতএব বরাননে ॥ ২৫
প্রকৃতিঃ পরমারাধ্যা দেবানাং নগনন্দিনি।
হূঁকারং পরমাশ্চর্য্যং বীজরত্নং শৃণু প্রিয়ে ॥ ২৬
ষষ্ঠঃ স্বরঃ পরিচয়ো বিয়দ্বীজং শশিপ্রভম্।
তস্যোপরি বরারোহে নাদবিন্দুং বিভাবয় ॥ ২৭
কাম-মন্মথ-কন্দর্প-মকরধ্বজ-সংজ্ঞকঃ।
মীনকেতের্মাহেশানি পঞ্চবীজং প্রকীর্ত্তিতম্ ॥ ২৮
মায়া কূর্চ্চং বধূবীজং লক্ষ্মীবীজঞ্চ পার্ব্বতি।
প্রণবঞ্চ তথা দেবি স্বরং চতুর্দ্দশং তথা ॥ ২৯
সপিণ্ডবত্তথা[১] দেবি যেষু যাসু চ দৃশ্যতে[২]।
তন্মন্ত্রমতিসিদ্ধং[৩] স্যাৎ পরং প্রকৃতিরূপিণীং[৪] ॥ ৩০
একবীজং সকৃদ্ধ্যাত্বা সর্ব্বাসাং ভবতি প্রিয়ে[৫]।
তন্মন্ত্রং প্রজপেদ্দেবি বীজধ্যানং পুনঃ প্রিয়ে ॥ ৩১

এই বিষ্ণুরূপী বিগ্রহ ও স্বয়ং মূর্ত্তিমান আদ্যা শক্তি বা প্রকৃতি। হে বরাননে! অতএব প্রকৃতি হইতেই ব্রহ্মার উৎপত্তি। হে নগনন্দিনি! প্রকৃতি দেবতাগণের পরমারাধ্যা। হে প্রিয়ে! বীজরত্নরূপী পরমাশ্চর্য্য হূঁ বীজের বিষয় শ্রবণ কর। ২৫-২৬

হে বরারোহে! শশিপ্রভ "হ" বর্ণের সহিত ষষ্ঠ স্বর (ঊ) যোগ করিয়া তদুপরি নাদবিন্দু যোগ করিলে হূঁ এই কূর্চ্চ বীজ পাওয়া যায়। ২৭

হে মহেশানি! হে পার্ব্বতি! কাম, মন্মথ, কন্দর্প, মকরধ্বজ ও মীন-কেতন নামধেয় বীজ (অর্থাৎ ক্লীং), মায়া (হ্রীং), কূর্চ্চ (হূং), বধূ (স্ত্রীং), এবং লক্ষ্মী (শ্রীং)—এই বীজসমূহকে পঞ্চবীজ বলা হয়। প্রণব এবং চতুর্দ্দশ স্বর ঔঁ এবং যাহা কিছু পরিদৃশ্যমান আছে, তৎসমুদয়ই জড়বৎ। সুতরাং হে দেবি! মন্ত্রসিদ্ধির নিমিত্ত পরাপ্রকৃতিরূপিণী উক্ত বীজসমূহ তাহাতে যোগ করিবে। ২৮-৩০

এই সকল বীজের কেবলমাত্র একবার একটির ধ্যান করিলেও সকল বীজের

১। পিণ্ডাক্ষরং তদা। ২। বিদ্যতে। ৩। তন্মন্ত্রমভিসিদ্ধিং। ৪। রূপিণা। ৫। প্রিয়ঃ।

এবং হি দশধা কৃত্বা মন্ত্রাণাং বীজসাধনম্ ।
তস্মাদ্বীজাৎ সমাকৃষ্য দেবতারূপমুদ্ভবম্[১] ॥ ৩২

দেবধ্যানং ততঃ কৃত্বা ইষ্টমন্ত্রং ততো জপেৎ ।
পুনর্ধ্যানং দেবতায়াঃ পুনর্জ্জপং কুরু প্রিয়ে ॥ ৩৩

এবং হি দশধা কৃত্বা দেবাদিনাম[২] এব চ ।
ততঃ সপ্তচ্ছদাং[৩] জপ্ত্বা কুল্লুকাং[৪] দশধা জপেৎ ॥ ৩৪

আদ্যন্তে সেতু[৫]মন্ত্রঞ্চ দত্ত্বা অষ্টোত্তরং জপেৎ ।
তন্মন্ত্রং প্রজপেদ্দেবি এবং সিদ্ধিমুপালভেৎ[৬] ॥ ৩৫

ইতি শ্রীকামধেনুতন্ত্রে হর-পার্ব্বতী-সংবাদে
নবমঃ পটলঃ ।

ধ্যান করা হয়। সুতরাং ঐ সকল প্রত্যেক বীজের পৃথক্‌ভাবে একবার ধ্যান করিয়া তৎপর ইষ্টমন্ত্র জপ করিয়া তৎপরে পুনরায় ঐ বীজের ধ্যান করিবে। এইরূপভাবে প্রত্যেক বীজ ধ্যান সহকারে দশবার করিয়া ইষ্টমন্ত্র জপ করিবে। ইহাকে মন্ত্রের বীজ-সাধন কহে। হে প্রিয়ে! ঐ সকল বীজোদ্ভূত দেবতার রূপ প্রথমে ধ্যান করিয়া তৎপর ইষ্টমন্ত্র জপ করিবে। তৎপর পুনরায় বীজোদ্ভূত দেবতার ধ্যান করিয়া তৎপর পুনরায় মন্ত্রজপ করিবে। ৩১-৩৩

এইরূপভাবে দশবার বীজোদ্ভূত দেবতার ধ্যান ও মন্ত্র জপ করিয়া তৎপর সপ্তচ্ছদা জপ করিবে। এবং তৎপর দশবার কুল্লুকা জপ করিবে।

তৎপর মন্ত্রের আদিতে ও অন্তে সেতু যোগ করিয়া অষ্টোত্তর শতবার জপ করিবে। হে দেবি! এইরূপভাবে জপ করিলে মন্ত্রসিদ্ধি লাভ হয়। ৩৫

ইতি কামধেনুতন্ত্রে হরপার্ব্বতীসংবাদে নবম পটল ॥

১। অদ্ভুতং। ২। দেবাধিষ্ঠান। ৩। সপ্তচ্ছদা—ক্রোঁ ক্লীঁ হ্রীঁ স্ত্রীঁ ওঁ ঔঁ। হৃদয়ে দশবার জপ। ৪। কুল্লুকা—বিভিন্ন মন্ত্রের বিভিন্ন প্রকার। ৫। সেতু—বিভিন্ন মন্ত্রের বিভিন্ন প্রকার। ৬। লভে।

দশমঃ পটলঃ

[মন্ত্রাণাং প্রাণসঞ্চারঃ]

শ্রীশিব উবাচ—

অপরৈকং প্রবক্ষ্যামি রহস্যমতিগোপনম্ ।
অজ্ঞাত্বা ধ্যানতত্ত্বঞ্চ অষ্ট[1]তত্ত্বং তথৈব চ ॥ ১
অকৃত্বা[2] ব্যর্থতাং যাতি নাত্র কার্য্যা[3] বিচারণা ।
ততো জীবত্বমাপ্নোতি মন্ত্রঃ সিদ্ধ্যতি তৎক্ষণাৎ ॥ ২

[প্রকারান্তরেণ জীবত্বপ্রাপ্তিঃ]

অথবা পরমেশানি মন্ত্রবর্ণং যথা যথা[4] ।
প্রণবৈঃ[5] পুটিতং কৃত্বা অনুলোমবিলোমতঃ ॥ ৩
তদৈব পরমেশানি জীবত্বং প্রাপ্যতে মনুঃ ।

[মন্ত্রের জীবত্ব প্রাপ্তি বা মন্ত্রে প্রাণসঞ্চার কথন । অষ্টতত্ত্ব—যথা অঙ্গতত্ত্ব, বিন্দুতত্ত্ব, জ্ঞানতত্ত্ব, প্রাণতত্ত্ব, দেবতত্ত্ব, জপতত্ত্ব, মন্ত্রতত্ত্ব, ধ্যানতত্ত্ব । প্রকারান্তর মন্ত্রের জীবত্ব প্রাপ্তি বা জীবন্যাস । প্রকারান্তর জীবত্ব প্রাপ্তি । প্রফুল্ল কাহাকে বলে [১১শ শ্লোক], বর্ণধ্যান ও বর্ণতত্ত্ব না জানিয়া জপের ফল । মাতৃকা বর্ণসমূহের দেবতা ভবানী । ভবানীর ধ্যান । প্রকারান্তর জীবত্ব প্রাপ্তি । বীজধ্যান সমস্ত বীজের সাধারণ ধ্যান ।]

শিব কহিলেন—আমি অতিশয় গোপনীয় অন্য আরেকটি রহস্য বলিতেছি । ধ্যানতত্ত্ব সহ অষ্টতত্ত্ব না জানিয়া বা তাহার আচরণ না করিয়া মন্ত্রসাধনায় প্রবৃত্ত হইলে তাহা ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হয় । এই বিষয়ে বিচার অনাবশ্যক । এই তত্ত্বসমূহ অবগত হইয়া ধ্যানতত্ত্বের আচরণ করিলে [অর্থাৎ ধ্যান করিলে] তৎক্ষণাৎ মন্ত্র সিদ্ধিলাভ হয় । ১-২

[প্রকারান্তরে মন্ত্রের জীবত্ব প্রাপ্তি পদ্ধতি]

মন্ত্রের প্রত্যেক বর্ণকে প্রণব-পুটিত করিয়া অনুলোম এবং তৎপর বিলোম ক্রমে মন্ত্রের বর্ণসমূহকে জপ করিবে । হে পরমেশানি ! এইরূপে জপ করিলে মন্ত্রে প্রাণ সঞ্চারিত হয় । বর্ণধ্যান দ্বারাও ঐ ফল প্রাপ্ত হওয়া যায় । অর্থাৎ ধ্যান দ্বারাও মন্ত্রের জীবত্ব প্রাপ্তি হয় ।

১। অঙ্গ। ২। অজ্ঞাত্বা। ৩। কিঞ্চিৎ। ৪। তথা। ৫। প্রণবং।

একধা বা ত্রিধা কৃত্বা যদি কুর্য্যাদ্বরাননে ॥ ৪
তদা সিদ্ধিমবাপ্নোতি নান্যথা সুরপূজিতে।
জীবত্বং হি বিনা দেবি যদি মন্ত্রং জপেৎ সুধীঃ ॥ ৫
তজ্জপং চঞ্চলাপাঙ্গি শবমেব ন সংশয়ঃ।
সদা নিদ্রাতুরো মন্ত্রো জীবহীনেন পার্ব্বতি ॥ ৬
[১]কথং সিদ্ধিমবাপ্নোতি নিদ্রায়াং বরবর্ণিনি।
জীবন্যাসেন চার্ব্বঙ্গি নিদ্রাভঙ্গং[২] ভবেদ্ ধ্রুবম্ ॥ ৭
অঙ্গতত্ত্বং[৩] বিন্দুতত্ত্বং[৪] জ্ঞানতত্ত্বঞ্চ সুন্দরি।
প্রাণতত্ত্বঞ্চ চার্ব্বঙ্গি দেবতত্ত্বং তথৈব চ ॥ ৮
জপতত্ত্বং মন্ত্রতত্ত্বং ধ্যানতত্ত্বং সুলোচনে।
অক্ষরে অক্ষরে দেবি অজ্ঞাত্বা প্রজপেদ্ যদি ॥ ৯
সর্ব্বং ব্যর্থং ভবেদ্দেবি কুতঃ পূজা কুতো জপঃ।
সর্ব্বং ব্যর্থং ভবেত্তস্য অন্তে নরকমাপ্নুয়াৎ ॥ ১০

হে বরাননে! এইরূপভাবে মন্ত্রবর্ণসমূহ প্রণব-পুটিত করিয়া অনুলোম ও বিলোমক্রমে একবার বা তিনবার জপ করিবে। হে সুরপূজিতে! তাহা হইলে জাপক মন্ত্রসিদ্ধি লাভ করে। কদাপিও ইহার অন্যথা হয় না।

হে দেবি! যে সুধী প্রাণহীন মন্ত্র জপ করে, হে চঞ্চলাপাঙ্গি! তাহার জপ শববৎ নিষ্ফল, ইহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। অর্থাৎ শব যেরূপ কাহারও বাক্যের উত্তর প্রদান করে না বা আজ্ঞাবাহক হয় না, তদ্রূপ প্রাণহীন মন্ত্র জপ করিলেও সাধকের কোন সিদ্ধিলাভ হয় না। হে পার্ব্বতি! প্রাণহীন মন্ত্র সর্ব্বদাই সুপ্ত থাকে। ৩-৬

হে বরবর্ণিনি! নিদ্রিত মন্ত্র কিরূপে সিদ্ধি প্রদান করিবে? হে চার্ব্বঙ্গি! জীবন্যাস অর্থাৎ মন্ত্রে প্রাণসঞ্চার দ্বারা নিশ্চয়ই মন্ত্রের নিদ্রা ভঙ্গ হয়। ৭

হে সুন্দরি! হে সুলোচনে! হে চার্ব্বঙ্গি! অঙ্গতত্ত্ব, বিন্দুতত্ত্ব, জ্ঞানতত্ত্ব, প্রাণতত্ত্ব, দেবতত্ত্ব, জপতত্ত্ব, মন্ত্রতত্ত্ব, ও ধ্যানতত্ত্ব না জানিয়া, অক্ষরে অক্ষরে মন্ত্র জপ করিলেও তাহা সর্ব্বতোভাবে ব্যর্থ হয়। সুতরাং এরূপ স্থলে মন্ত্র জপেই বা ফল কি এবং পূজায়ই বা ফল কি? যে ব্যক্তি এই সকল তত্ত্ব না

১। ষষ্ঠশ্লোকের পর একটি মাত্র পুঁথিতে 'ঐং ক্লীং হ্রৌং হুং স্ত্রীং ওঁ' লেখা আছে।
২। ভঙ্গো। ৩। বিন্দুতত্ত্বং। ৪। প্রজপ্যাথ।

সংযোগং যদ্‌ভবেদ্বর্ণং প্রফুল্লং তদুদাহৃতম্ ।
কেবলং কলিকাবীজং তদ্বর্ণং[১] সুরপূজিতে ॥ ১১
আগতং মম বক্ত্রাদ্ যদুদ্‌গতং[২] তন্মুখে সদা ।
তন্মতং[৩] বাসুদেবস্য ইতি তে কথিতং প্রিয়ে ॥ ১২
তন্ত্রমেতন্মহাগুহ্যং ঈশানমুখসম্মতম্ ।
এতত্তন্ত্রপ্রভাবাদ্ধি কালকূটং পিবাম্যহম্ ॥ ১৩
এতাস্তু মাতৃকাবর্ণাঃ[৪] সুষুম্নামধ্যবর্ত্তিনী ।
এতাঃ বর্ণাঃ বরারোহে মহা[৫]-যোগময়ী সদা ॥ ১৪
অক্ষরং হি বিনা দেবি ন যোগং জায়তে মম ।
যোগমার্গে ভক্তিমার্গে মুক্তিমার্গে চ সুন্দরি ॥ ১৫
ধ্যানমার্গে তু পূজায়াং জপমার্গে তথৈব চ ।
এতাস্তু যুবতীবর্ণাঃ কার্য্যকারণরূপিণী ॥ ১৬

জানিয়া মন্ত্র-সাধনায় প্রবৃত্ত হয়, তাহার সমস্তই ব্যর্থ হয় এবং দেহান্তে সে ব্যক্তি নরকগমন করে । ৮-১০

যে বর্ণ সংযুক্ত হয়, তাহাকে 'প্রফুল্ল' বলে । হে সুরপূজিতে ! তাহা কেবল কলিকা বীজ-সদৃশ । ১১

হে প্রিয়ে ! যাহা আমার মুখ হইতে বহির্গত হইয়া সর্ব্বদা তোমার মুখে গমন করিতেছে তাহাই বাসুদেবের মত । ইহা তোমাকে কহিলাম । ১২

ঈশানমুখ-নিষ্ক্রান্ত এই তন্ত্র মহাগোপনীয় । এই তন্ত্রপ্রভাবেই আমি কালকূট পান করিয়াছি । অর্থাৎ এই মাতৃকারূপী প্রকৃতি বা শক্তি দ্বারাই আমি কালকূট পান করিয়াছি । ১৩

হে বরারোহে ! এই সকল মাতৃকাবর্ণ সুষুম্নামধ্যে অবস্থিত । এই সকল বর্ণের সকলেই সর্ব্বদা মহাযোগময়ী । ১৪

হে দেবি ! ঐ সকল বর্ণ ভিন্ন কখনও আমি কোন যোগে থাকি না । যোগমার্গে শক্তিমার্গে বা মুক্তিমার্গে সকল অবস্থাতেই আমি ঐ সকল মাতৃকা-[প্রকৃতি] কে আশ্রয় করিয়া বিদ্যমান রহিয়াছি । ১৫

ধ্যান, পূজা বা জপমার্গে মাতৃকারূপিণী এই সকল যুবতী বর্ণ কার্য্যকারণ-রূপ সম্বন্ধে বিদ্যমান । ১৬

১। যদ্বর্ণং। ২। যদ্বদ্‌গতং। ৩। মন্তং শ্রী। ৪। মন্ত্রাঃ। ৫। মম।

এতত্তন্ত্রমবিজ্ঞায় ন জপ্তব্যং কদাচন।
এতত্তন্ত্রমবিজ্ঞায় পুরাণং সংহিতাং শ্রুতিম্[১] ॥ ১৭
পঠন্ নরকমাপ্নোতি রৌরবং পিতৃভিঃ সহ।
সর্ব্বধর্ম্মেষু যদ্ধর্ম্মং সর্ব্বযজ্ঞেষু যৎফলম্ ॥ ১৮
সর্ব্বদানেষু তীর্থেষু যৎফলং প্রাপ্নুয়াদ্দ্বিজঃ।
তৎফলং সমবাপ্নোতি বর্ণানাং ধ্যানমাত্রতঃ ॥ ১৯
বর্ণধ্যানমবিজ্ঞায় বর্ণতত্ত্বং তথৈব চ।
পুরাণবাচকো যস্তু ধ্রুবং নরকমাপ্নুয়াৎ ॥ ২০
কোটিবংশান্ সমাদায় স দ্বিজো নরকং ব্রজেৎ।
যথা বক্তা তথা শ্রোতা দ্বয়োরপি সমং ফলম্ ॥ ২১
কথমজ্ঞানতো মূর্খো হ্যজ্ঞাত্বা বর্ণনির্ণয়ম্।
জপিত্বা চ পঠিত্বা বৈ নিশ্চয়ং নরকং ব্রজেৎ ॥ ২২
নিশ্চয়ঞ্চ মহেশানি দারিদ্র্যং ঘোরমাপ্নুয়াৎ।
নিশ্চয়ং রোগমাপ্নোতি জম্বুদ্বীপস্থ ভারতে ॥ ২৩

এই তথ্য সম্যক্‌রূপে জ্ঞাত না হইয়া কখনও মন্ত্রজপে প্রবৃত্ত হইবে না। এই তথ্য অবগত না হইয়া যে ব্যক্তি পুরাণ, সংহিতা বা শ্রুতি পাঠ করে বা করায়, সে ব্যক্তি তদীয় পিতৃপুরুষগণ সহ রৌরব নরকে গমন করে। সমস্ত ধর্মাচরণের যাহা ফল, সমস্ত যজ্ঞানুষ্ঠান, সর্ব্বপ্রকার দান ও তীর্থে ব্রাহ্মণ যে ফল লাভ করে, কেবল মাত্র বর্ণধ্যানমাত্রই সাধক সেই ফল লাভ করে। ১৭-১৯

বর্ণধ্যান ও বর্ণতত্ত্ব না জানিয়া যে ব্যক্তি পুরাণবাচক হয়, সে নিশ্চয়ই নরক গমন করে। ২০

সেই ব্রাহ্মণ কোটিবংশ সহ নরক গমন করে। এরূপস্থলে বক্তা ও শ্রোতা উভয়েই সমান ফল লাভ করে। ২১

যে মূর্খ বর্ণনির্ণয় না জানিয়া জপ বা পাঠ করে, সে কিরূপে ফল লাভ করিবে? সে নিশ্চয়ই নরক গমন করে। ২২

হে মহেশানি! যে মূর্খ বর্ণতত্ত্ব না জানিয়া জপ বা পাঠ করে এই জম্বুদ্বীপে অর্থাৎ ভারতবর্ষে, সে নিশ্চয়ই ঘোর দারিদ্র্য ও রোগগ্রস্ত হয়। ২৩

১। স্মৃতিং।

ধ্যানাৎ[১] সনাতনী[২] দেবী[৩] বাণী ত্রিপুরসুন্দরী ।
সর্ব্বাসাং যুবতীনাঞ্চ ভবানী চাধিদেবতা ॥ ২৪
ধ্যায়েদ্দেবীং মহামায়াং মাতৃকাং জগদীশ্বরীম্ ।
রক্তপদ্মাসনগতাং রক্তাংশুকপরিস্কৃতাম্ ॥ ২৫
রক্তচন্দনলিপ্তাঙ্গীং[৪] রক্তবস্ত্রোত্তরীয়িনীম্ ।
রক্তবিম্বফলাভাসাং রাকাচন্দ্রমুখীং পরাম্ ॥ ২৬
ভ্রমদ্‌ভ্রমরলীলাভাং[৫] নয়নত্রয়রাজিতাম্ ।
কটাক্ষশতসংযুক্তাং চারুচূড়াবিনোদিনীম্ ॥ ২৭
রক্তালঙ্কারসুভগাং ত্রিভঙ্গ-ললিতাকৃতিম্ ।
হাস্যযুক্তাং প্রসন্নাস্যাং জ্যোৎস্নাজালসমচ্ছবিম্ ॥ ২৮
মৃণালসদৃশাকার-বাহুবল্লীবিরাজিতাম্[৬] ।
কঞ্চুলীসংযুতাং রম্যাং কদম্বকোরকস্তনীম্ ॥ ২৯
নখানাং কিরণদ্যোতৈঃ[৭] ভুবনং পরিমোহয়ন্[৮] ।
এবং ধ্যায়েৎ মহামায়াং ভবানীং শিবমোহিনীম ॥ ৩০

বর্ণধ্যান হইতেই দেবী সনাতনী বাণী ত্রিপুরসুন্দরী উদ্ভব হন। সমস্ত বর্ণ-রূপা যুবতীদিগের অধিপতি ভবানী । ২৪

মাতৃকাস্বরূপিণী মহামায়া জগদীশ্বরীকে নিম্নোক্তরূপে ধ্যান করিবে—

মহামায়া রক্তপদ্মমধ্যে সমাসীনা। তাহার পরিধানে রক্তবস্ত্র, দেহ রক্ত-চন্দন লিপ্ত, রক্তবর্ণ উত্তরীয়যুক্ত। দেবী চন্দ্রবদনা, রক্তবিম্বাধরা, ভ্রমরের ন্যায় লীলা-চঞ্চল-ত্রিনয়ন সমাযুক্তা, শত কটাক্ষ যুক্তা ও মনোহর চূড়াধারিণী। রক্তালঙ্কার পরিহিতা, ত্রিভঙ্গললিতাকারা, হাস্যযুক্তা, প্রসন্নবদনা ও জ্যোৎস্না-জালসমদেহা, মৃণালসদৃশাকারা বাহুবল্লী শোভিতা, কঞ্চুলীযুক্তা, রম্যা কদম্বকোরকস্তনী এবং তাঁহার নখসমূহের কিরণজ্যোতি ত্রিভুবন-মোহকর। এইরূপে মহামায়া ভবানী শিবমোহিনীকে ধ্যান করিবে। ২৫-৩০

১। স স্যাৎ; যঃ স্যাৎ; ভকারঃ ২। সনাতনো। ৩। দেবো। ৪। সিক্তাঙ্গী। ৫। লীলাভ। ৬। বিরাজিতা। ৭। কিরণদ্যোতীং। ৮। মোহয়নম্।

[প্রকারান্তরম্]

অপরৈকং প্রবক্ষ্যামি রহস্যং পরমাদ্ভুতম্ ।
হৃদ্‌পদ্মে দ্বাদশদলে বরাটে পরিভাবয়েৎ ॥ ৩১
যস্য দেবস্য যদ্বীজং প্রফুল্লং কলিকাং তথা* ।
ধ্যায়েৎ[১] বীজং যথা শক্ত্যা তস্মাদাবির্ভূতং[২] স্বয়ম্ ॥ ৩২
শক্তি র্বা বিষ্ণুদেবো বা শিবো বা সূর্য্য এব বা ।
বীজাত্বুৎপদ্যতে দেবি পরং ব্রহ্ম নিরঞ্জনম্[৩] ॥ ৩৩
বীজধ্যানং বিনা দেবি কথমুৎপদ্যতে হরিঃ ।
সদাশিবো মহাদেবঃ কথমুৎপদ্যতে স্বয়ম্ ॥ ৩৪
সদাশিবস্য জননী বীজরূপা সনাতনী ।
ইতি যো বেত্তি স জ্ঞানী স এব সর্ব্বসত্তমঃ[৪] ॥ ৩৫
গুরুর্দিব্যঃ স এব স্যাৎ স এব পরমঃ শিবঃ ।
সর্ব্বেষাঞ্চৈব বীজানাং একধ্যানং[৫] সমাচরেৎ ॥ ৩৬

[প্রকারান্তর মন্ত্রের জীবত্বপ্রাপ্তি]

মন্ত্রের জীবত্ব প্রাপ্তির অন্য একটি পরমাদ্ভুত রহস্য বলিতেছি। যেই দেবতার যাহা বীজ প্রফুল্লা‡ ও কলিকা, তাহা হৃদ্‌পদ্মে দ্বাদশদলে সামান্য কাল ভাবনা করিবে। এইরূপে যথাশক্তি বীজ ধ্যান করিলে তাহাতে দেবতা স্বয়ং আবির্ভূত হন অর্থাৎ দেবতার সহিত সাক্ষাৎকার হয়। ৩১-৩২

হে দেবি! বিষ্ণুমন্ত্র, শিবমন্ত্র, শক্তিমন্ত্র, বা সূর্য্যমন্ত্র যাহাই হউক না কেন বীজ হইতেই পরম ব্রহ্ম নিরঞ্জনের উৎপত্তি হয় অর্থাৎ উক্তরূপে বীজ ধ্যান হইতে তত্তৎ দেবতার সাক্ষাৎকার লাভ হয়। ৩৩

হে দেবি! বীজধ্যান ভিন্ন হরির উৎপত্তি কিরূপে সম্ভব? এবং বীজ ধ্যান ভিন্ন সদাশিব মহাদেবই বা কিরূপে উৎপন্ন হইবেন? ৩৪

সনাতনী আদ্যাশক্তিই বীজরূপা সদাশিব জননী—এই তত্ত্ব যিনি জানেন, তিনিই প্রকৃত জ্ঞানী এবং তিনি বীরসত্তম [সর্ব্বসত্তম]। ৩৫

---

* কালিকাঽথবা ১। ধ্যাত্বা। ২। তস্মাদাবির্ভবেৎ; তস্মাদাবর্ত্তয়েৎ। ৩। নিরঞ্জনঃ। ৪। বীর সম্মতঃ; বীরসত্তমঃ। ৫। এবং ধ্যানং।

‡ ক্লীং বীজ দশ বার জপ।

তদ্‌ধ্যানং শৃণু চার্ব্বঙ্গি সর্ব্বাসাং ফলমাপ্নুয়াৎ।
শুক্লবিদ্যুৎসমাকারং নয়নত্রয়ধারিণীম্ ॥ ৩৭
কটাক্ষৈ র্বিশিখৈ র্যুক্তাং চতুর্ব্বাহুসমন্বিতাম্।
ত্রিভঙ্গললিতাকারাং চারুচূড়াবিরাজিতাম্ ॥ ৩৮
পুণ্ডরীকোপবিষ্টাঞ্চ রাকাচন্দ্রমুখীং[১]পরাম্।
নানাগন্ধপ্রলিপ্তাঙ্গীং[২] সুগন্ধিমাল্যসংস্কৃতাম্ ॥ ৩৯
নানাভরণদীপ্তাঙ্গীং পীতাংশুক[৩]-পরিচ্ছদাম্[৪]।
বীণাবাদ্যবিনোদেন উল্লসন্তীং জগৎত্রয়ম্ ॥ ৪০
আদ্যাং[৫] ব্রহ্মময়ীং দেবীং অষ্টবীজস্বরূপিণীম্।
ব্রহ্মাদ্যা দেবতা যস্যাশ্চরণে পতিতাঃ স্থিতাঃ[৬] ॥ ৪১
ভজেঽহং মাতৃকাং দেবীং বেদমাতা-সনাতনীম্।
অনেন বিধিনা ধ্যাত্বা সর্ব্বাসাং ভবতি প্রিয়ে ॥ ৪২
বীজমেতন্মহেশানি প্রথমং দশধা জপেৎ।
তন্মন্ত্রং চঞ্চলাপাঙ্গি আনন্দপটলে[৭] স্থিতম্ ॥ ৪৩

এই জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিই দিব্যগুরু এবং তিনিই পরম শিবতুল্য। সমস্ত বীজসমূহের একটিমাত্র ধ্যান করিবে। ৩৬

হে চার্ব্বঙ্গি! সমস্ত বীজের যে একটিমাত্র সাধারণ ধ্যান, তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর। ঐ একটিমাত্র ধ্যান দ্বারা সমস্ত বীজের পৃথক পৃথক ধ্যানের ফল লাভ হয়।

দেবী শুক্লবিদ্যুৎসমাকারা, ত্রিনয়নী, কটাক্ষ-বিশিখাযুক্তা, চতুর্ব্বাহু-সমন্বিতা, ত্রিভঙ্গ-ললিতাকারা, চারুচূড়াধারিণী, শ্বেতপদ্মোপরি সমাসীনা, পূর্ণ-চন্দ্রাননা, নানগন্ধ-প্রলিপ্তাঙ্গী, পীতাংশুকপরিধানা, ত্রিজগৎ উদ্ভাসিনী বীণাবাদ্য-পরায়ণা। ৩৭-৪০

ব্রহ্মময়ী আদ্যাশক্তি অষ্টবীজ-স্বরূপিণী এবং ব্রহ্মাদি দেবতাগণও তাঁহার চরণতলে পতিত হইয়া অবস্থান করেন। ৪১

বেদমাতা সনাতনী মাতৃকাদেবীকে ভজনা করি। হে প্রিয়ে! এইরূপে দেবীর ধ্যান করিলে এককালে সমস্ত বীজের দ্যান করা হয়। ৪২

১। চন্দ্রমুখী। ২। বিলিপ্তাঙ্গীং। ৩। মেঘাংশুক। ৪। পরিস্কৃতাং। ৫। বিদ্যাং। ৬। স্থিতাং, যা স্যাচ্চরণে পতিতা ভুবি। ৭। আনন্দকূটনে।

ততো ধ্যাত্বা পুনর্জপ্ত্বা দশধা বরবর্ণিনি।
এতৎ তত্ত্বমবিজ্ঞায় প্রজপেদ্ যদি পার্ব্বতি ॥ ৪৪
সর্ব্বপাপময়ঃ সোঽপি সদা শূকরবৎ দ্বিজঃ।
এতন্মন্ত্রং[1] মহাগুহ্যং যোগমার্গে স্থিতং মম ॥ ৪৫
তব ভক্ত্যা ময়াখ্যাতং অতিগুহ্যং সুলোচনে।
মন্ত্রাণাং[2] সারমেতত্তু সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদায়কম্ ॥ ৪৬
স যোগী যোগবেত্তা চ যোগাত্মা[3] যোগনায়কঃ।
যোগাচার্য্যো যোগময়ো যোগানন্দ-প্রদায়কঃ[4] ॥ ৪৭

ইতি শ্রীকামধেনুতন্ত্রে হরপার্ব্বতী-সংবাদে
দশমঃ পটলঃ।

হে মহেশানি! প্রথমে দশবার বীজ জপ করিবে। হে চঞ্চলাপাঙ্গি! তৎপর আনন্দপটলে স্থিত* মূলমন্ত্র জপ করিবে। ৪৩

হে বরবর্ণিনি! তৎপর উল্লিখিতরূপে দেবীর ধ্যান করিয়া তৎপর পুনরায় দশবার মন্ত্র জপ করিবে। হে পার্ব্বতি! এই পদ্ধতিতথ্য না জানিয়া যদি কোন দ্বিজ মন্ত্রজপ করে, তাহা হইলে সে সর্ব্বপাপময় শূকরবৎ হইয়া থাকে। এই মহা গোপনীয় তথ্য আমার যোগমার্গস্থিত জ্ঞান। ৪৪-৪৫

হে সুলোচনে! তোমার ভক্তিবশতঃ আমি অতিগুহ্য এই তথ্য জ্ঞান তোমার নিকট ব্যক্ত করিলাম। এই তথ্য মন্ত্রসমূহের সারাংশ এবং সর্ব্বসিদ্ধি-প্রদায়ক। ৪৬

যিনি এই তথ্য অবগত আছেন, তিনিই যোগী, যোগবেত্তা, যোগনায়ক, যোগাত্মা, যোগাচার্য্য, যোগময় ও যোগানন্দ-প্রদায়ক। ৪৭

কামধেনুতন্ত্রে হরপার্ব্বতী-সংবাদে দশম পটল সমাপ্ত।

১। তত্ত্বমেতৎ। ২। তন্ত্রাণাং। ৩। যোগভুক্। ৪। প্রবর্ত্তকঃ।

* পরবর্ত্তী পটলে আনন্দ পটল ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

একাদশঃ পটলঃ

[ষট্‌চক্রে মন্ত্রবর্ণানাং ধ্যানাদিঃ]

শ্রীশিব উবাচ—

অধুনা সংপ্রবক্ষ্যামি আনন্দপটলং প্রিয়ে।
শৃণু তত্ত্বং মহেশানি[১] সুন্দরং সুমনোহরম্‌॥ ১
হৃৎপদ্মে দ্বাদশদলে বিদ্যুৎকোটিসমন্বিতে।
ভাবয়েন্মন্ত্রবর্ণানি[২] যস্য যা ইষ্টদেবতা॥ ২
ভাবয়েৎ প্রথমং বীজং বরাটোপরি পার্ব্বতি।
অন্যানি সর্ব্ববীজানি পত্রে পত্রে[৩] পৃথক্‌ পৃথক্‌॥ ৩
ধ্যায়েত্তু প্রথমং বীজং বর্ণে বর্ণে[৪] পৃথক্‌ পৃথক্‌।
এবং হি দশধা ধ্যাত্বা[৫] ক্রমাদ্বীজং জপেৎ প্রিয়ে॥ ৪

[ষট্‌চক্রে মন্ত্রবর্ণের ধ্যান ও জপ দ্বারা মন্ত্রে প্রাণসঞ্চার পদ্ধতি বর্ণন। মন্ত্র-বীজের শোষণ, দহন ও অমৃতীকরণ নামক তত্ত্বত্রয় দ্বারা মন্ত্রের জীবত্বলাভ বা জীবনসঞ্চার কথন।]

হে প্রিয়ে! হে মহেশানি! অধুনা আমি সুন্দর ও সুমনোহর আনন্দ-পটলের তত্ত্ব বলিতেছি শ্রবণ কর। ১

হৃৎপদ্মে বিদ্যুৎকোটি-প্রভাসম্পন্ন দ্বাদশ দলে অনাহতপদ্মে ইষ্টদেবতার সাধ্যমন্ত্রের বর্ণসমূহ চিন্তা করিবে। ২

প্রথমে ঐ অনাহত পদ্মে প্রণব চিন্তা করিয়া তৎপর ক্রমান্বয়ে ঐ পদ্মের অন্যান্য এক একটি পত্রে পৃথক্‌ পৃথক্‌ ভাবে প্রণবের সহিত এক একটি মন্ত্রবর্ণ চিন্তা করিবে। এইরূপে প্রণব সহযোগে প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত প্রত্যেক মন্ত্রবর্ণ পৃথক্‌ পৃথক্‌ ভাবে ঐ অনাহতচক্রের পত্রসমূহে ক্রমান্বয়ে পর পর ধ্যান করিবে। হে প্রিয়ে! এইরূপে দশবার ধ্যান করিয়া তৎপর দশবার ইষ্টমন্ত্র* জপ করিবে। ৩-৪

১। প্রবক্ষ্যামি। ২। বীজানি ৩। পত্রমধ্যে। ৪। ধ্যায়েত্তু প্রথমাদ্বীজাৎ বর্ণে বর্ণে; ধ্যায়েত্তু প্রথমাদ্বর্ণে সর্ব্বে বর্ণে; ধ্যায়েত্তু প্রথমাদ্বর্ণাৎ সর্ব্ববর্ণে। ৫। জপ্ত্বা।

* মূল শ্লোকে "ক্রমাদ্বীজং জপেৎ" আছে। কিন্তু মন্ত্রই দেবতার দেহ—এই সূত্রানুসারে পরবর্ত্তী শ্লোকের সহিত সামঞ্জস্য বিধানার্থ—বীজ অর্থে মন্ত্রই অধিকতর সুসঙ্গত মনে হয়।

দশধা দশধা দেবি প্রজপেদ্বীজমুত্তমম্ ।
ততস্তু বীজমধ্যে তু ধ্যায়েদিষ্টং সুলোচনে ॥ ৫
তস্মাদ্বীজাদ্বরারোহে দেবতা জায়তে ধ্রুবম্ ।
তস্য দেবস্য চার্ব্বঙ্গি নিরীক্ষ্য দেহসুন্দরম্ ॥ ৬
চরণাৎ কেশপর্য্যন্তং নানাবেশময়ং প্রিয়ে ।
নিরীক্ষ্য মনসা ভক্ত্যা পুনর্ধ্যানং সমাচরেৎ ॥ ৭
ততস্তু প্রজপেদ্বীজং পূর্ণানন্দস্বরূপিণীম্ ।
প্রজপেৎ প্রথমং বীজং বীজধ্যানং ততঃ পরম্ ॥ ৮
এতত্তু প্রথমং বীজং সাধনং দুর্লভং প্রিয়ে ।
সর্ব্বেষাম্ বীজবর্ণানাং যদি জানাতি সাধকঃ ॥ ৯
ধ্যানং পরমকল্যাণং[১] বর্ণে বর্ণে পৃথক্ পৃথক্ ।
জ্ঞাত্বা চ[২] চঞ্চলাপাঙ্গি মাতৃকাধ্যানমাচরেৎ ॥ ১০
তদৈব[৩] সহসা দেবি সর্ব্বাসাং জায়তে ধ্রুবম্ ।
যস্য মন্ত্রস্য যদ্বর্ণং তস্য ধ্যানং পৃথক্ পৃথক্ ॥ ১১

হে দেবি! এইভাবে দশবার মন্ত্র জপ করিয়া, তৎপর ঐ মন্ত্রমধ্যে ইষ্ট-দেবতার ধ্যান করিবে! হে সুলোচনে! তাহা হইলে ঐ মন্ত্র হইতে নিশ্চয়ই দেবতা আবির্ভূত হন। হে চার্ব্বঙ্গি! হে প্রিয়ে! চরণ হইতে কেশ পর্য্যন্ত নানাবেশময় ইষ্টদেবতার সেই সুন্দর দেহ অবলোকন করিয়া, তৎপর মনে মনে ভক্তিসহকারে দেবতার ধ্যান করিবে। ৫-৭

প্রথমে প্রণব জপ করিয়া তৎপর পূর্ণানন্দ-স্বরূপিণী মন্ত্র জপ করিবে। তৎপর প্রণব ধ্যান করিবে। তৎপর মন্ত্রের ধ্যান করিবে*। ৮

হে প্রিয়ে! এই প্রণবসাধন অতি দুর্লভ। হে চঞ্চলাপাঙ্গি! সাধক সমস্ত বর্ণের পরম কল্যাণকর পৃথক পৃথক ধ্যান অবগত হইয়া তৎপর মাতৃকা-ধ্যান করিবে। ৯-১০

[সমস্ত মাতৃকাবর্ণের সমষ্টিগত একটিমাত্র ধ্যান পূর্ব্বোক্ত দশম পটলের ৩৫ হইতে ৪০ শ্লোকে প্রদত্ত হইয়াছে।]

১। চ পরমেশানি। ২। অজ্ঞাত্বা। ৩। তদেবং।

* মূল শ্লোকে বীজধ্যান শব্দ মন্ত্রধ্যান অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে বলিয়া হয়। মন্ত্রধ্যান অর্থাৎ দেবতার ধ্যান।

বীজাত্তু জায়তে বিষ্ণুরবতারবরঃ প্রিয়ে।
বীজাত্তু জায়তে রামো বীজাৎ কৃষ্ণঃ সুলোচনে ॥ ১২
স্থাবরং জঙ্গমং দেবি সর্ব্বং বীজাৎ প্রজায়তে।
আজ্ঞাচক্রে বিশুদ্ধে চ মূলাধারে ততঃ প্রিয়ে ॥ ১৩
স্বাধিষ্ঠানে ততো দেবি মণিপুরে চ পার্ব্বতি* ।
অনেন বিধিনা দেবি কুর্য্যাৎ সাধকঃ সত্তমঃ ॥ ১৪
প্রত্যহং কুরুতে যস্তু স সিদ্ধঃ শিব এব সঃ ।
প্রত্যহং চঞ্চলাপাঙ্গি ষট্‌চক্রে ভ্রমণং চরেৎ[১] ॥ ১৫
সাধনায় মহেশানি তস্মাদ্দেশমিতাৎ[২] প্রিয়ে।
নিত্যঞ্চ হৃদয়ে পদ্মে কুর্য্যাদাবশ্যকং প্রিয়ে ॥ ১৬
বীজস্য চঞ্চলাপাঙ্গি ধ্যানং মন্ত্রং পৃথক্ পৃথক্ ।
সাক্ষাৎ শ্রীঃ প্রকৃতির্দেবী বীজরূপা সনাতনী ॥ ১৭

ঐ একটি মাত্র ধ্যানের দ্বারা অতি শীঘ্র সমস্ত মাতৃকাবর্ণের ধ্যান নিষ্পন্ন হয়, ইহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। যে মন্ত্রের যে যে বর্ণ তাহার ধ্যান পৃথক পৃথক করিবে। ১১

হে প্রিয়ে! অবতারশ্রেষ্ঠ বিষ্ণুও মন্ত্র [বীজ] হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন। হে সুলোচনে। মন্ত্র [বীজ] হইতেই রাম এবং মন্ত্র [বীজ] হইতেই কৃষ্ণের উৎপত্তি হইয়াছে। ১২

হে দেবি! স্থাবর জঙ্গম যাহা কিছু বিদ্যমান তৎসমুদয় বীজ হইতেই উদ্ভব হইয়াছে। হে প্রিয়ে! অনাহতচক্রে যেরূপ ধ্যান বলা হইয়াছে, ঠিক তদনুরূপ ভাবে ক্রমান্বয়ে আজ্ঞাচক্র, বিশুদ্ধ চক্র, মূলাধার চক্র, স্বাধিষ্ঠান চক্র এবং-মণিপুর চক্রে মন্ত্র জপ ও ধ্যান করিবে। যে সাধকশ্রেষ্ঠ প্রত্যহ এইরূপে ধ্যান ও জপ করে, হে দেবি! সে ব্যক্তি সিদ্ধিলাভ করে এবং শিবতুল্য হইয়া থাকে। হে চঞ্চলাপাঙ্গি! এইরূপে প্রত্যহ ষট্‌চক্রে ভ্রমণ করিবে ১৩-১৫

হে মহেশানি! হে প্রিয়ে! সেই স্থান হইতে সাধনের জন্য নিত্য হৃদয়পদ্মে আবশ্যক ধ্যান করিবে। ১৬

---

* ২৯ শ্লোকের বঙ্গানুবাদের টীকায় ষট্‌চক্রের বিবরণ দ্রষ্টব্য।

১। ভ্রমণন্তু খঃ; ভ্রাময়েত্তু যঃ। ২। তস্মাদ্দশমিতাত; সাধনাচ্চ মহেশানি তস্মাৎ কুসুমতৎ।

সনাতনস্য জননী সর্ব্ববর্ণময়ী প্রিয়ে।
জপস্য প্রথমে কালে বীজানাং তত্ত্বমুচ্চরেৎ॥ ১৮
ততস্তু প্রজপেন্মন্ত্রং সসেতুং বরবর্ণিনী।
বীজতত্ত্বমবিজ্ঞায় প্রজপেদ্ যদি কোটিধা॥ ১৯
সর্ব্বং তস্য বৃথা দেবি অরণ্যে রোদনং[১] যথা।
তত্ত্বত্রয়ং প্রবক্ষ্যামি মন্ত্রাণাং শৃণু সুন্দরি॥ ২০
বিভাব্য নাভিপদ্মে তু[২] বায়ুবীজং সবিন্দুকম্।
মন্ত্রস্য প্রথমং বীজং বায়ুমধ্যে[৩] বিচিন্ত্য বৈ॥ ২১
ধ্যাত্বা বীজং মহেশানি প্রজপেদ্বীজমুত্তমম্।
দশধা প্রজপেদ্বীজং দশধা ধ্যানমাচরেৎ[৪]॥ ২২
দশতত্ত্বযুতং মন্ত্রং তদৈব সহসা ভবেৎ।
সংশোষ্য[৫] বীজং চার্ব্বঙ্গি বহ্নিবীজং বিচিন্ত্য বৈ॥ ২৩

হে চঞ্চলাপাঙ্গি! স্বয়ং প্রকৃতিদেবীই বীজরূপা সনাতনী, বীজের ধ্যান ও মন্ত্র পৃথক্ পৃথক্। ১৭

[মন্ত্রতত্ত্ব শোষণ, দহন ও অমৃতীকরণ]

হে প্রিয়ে! সনাতন-জননী প্রকৃতিই সর্ব্ববর্ণময়ী মাতৃকা। সর্ব্ব প্রথমে জপারম্ভকালে বীজ [মন্ত্র] সমূহের আচরণ [উচ্চারণ] করিবে। ১৮

হে বরবর্ণিনি! তৎপর সেতু সহযোগে মন্ত্র জপ করিবে। হে দেবি! বীজ [মন্ত্র] তত্ত্ব না জানিয়া কোটিবার মন্ত্র জপ করিলেও সাধকের পক্ষে তাহা অরণ্যে রোদনের ন্যায় নিষ্ফল হইয়া থাকে। হে সুন্দরি! মন্ত্রসমূহের তিনটি তত্ত্ব বলিতেছি শ্রবণ কর। ১৯-২০

নাভিপদ্মে [মণিপুরচক্রে] যং এই বায়ুবীজ চিন্তা করিবে। তৎপর মন্ত্রের আদিতে অবস্থিত যে বীজ সেই বীজকে ঐ বায়ুবীজমধ্যে চিন্তা করিবে। ২১

বায়ুবীজমধ্যে মন্ত্রের আদিতে অবস্থিত বীজকে ঐরূপে দশবার ধ্যান করিয়া তৎপর ঐ বীজকে দশবার জপ করিবে। ২২

তাহা হইলে মন্ত্র দশতত্ত্ব*যুক্ত হইবে। হে চার্ব্বঙ্গি! এইরূপে তৎপর বহ্নি-

---

১। রুদিতং। ২। নাভিপদ্মেষু। ৩। যং মধ্যে চ। ৪। ধ্যানমেব চ। ৫। সংশোধ্য। ৬। বহ্নিবীজে।

* পূর্ব্বোক্ত দ্বাবিংশতি শ্লোকে কথিত পদ্ধতি অনুযায়ী দশবার ধ্যান ও জপের নামই মন্ত্রের দশতত্ত্ব সম্পাদন।

হৃৎপদ্মে বহ্নিমধ্যে চ ধ্যাত্বা বীজং হুতাশনম্‌।
দশধা প্রজপেন্মন্ত্রং দশধা ধ্যানমেব চ[১] ॥ ২৪
বিংশতত্ত্বযুতং মন্ত্রং তদৈব সহসা ভবেৎ।
সহস্রারাৎ[২] ততো দেবি গলিতামৃতধারয়া ॥ ২৫
আপ্লাব্য বীজং চার্ব্বঙ্গি সর্ব্বাবয়বসংযুতম্‌।
তদৈব সহসা কৃত্বা ললাটে বরুণালয়ে[৩] ॥ ২৬
বরুণস্য[৪] তু মধ্যে তু তদ্বীজং ভাবয়েৎ প্রিয়ে।
দশধা চ জপিত্বা বৈ বীজঞ্চ দশধা স্মরেৎ[৫] ॥ ২৭
তদামৃতময়ং বীজং[৬] সহসা ভবতি প্রিয়ে।
বিষ্ণুমন্ত্রেষু দেবেশি চন্দ্রবীজং[৭] বিভাবয়েৎ ॥ ২৮
অন্যৎ সর্ব্বেষু মন্ত্রেষু ভাবয়েদ্বরুণালয়ে।
ত্রিংশত্তত্ত্বযুতং মন্ত্রং তদৈব ভবতি প্রিয়ে ॥ ২৯

বীজ রং সহযোগে মন্ত্রের আদিতে অবস্থিত প্রথম বীজকে চিন্তা করিবে। তৎপর হৃৎপদ্মে অনাহতচক্রে বহ্নিমধ্যে হুতাশন বীজ রং চিন্তা করিবে। [ইহার নাম দহন]। তৎপর দশবার মন্ত্র জপ এবং দশবার মন্ত্রের ধ্যান* করিবে। ২৩-২৪

তাহা হইলে মন্ত্র সহসা বিংশতি তত্ত্ব-যুক্তা হয়। হে চার্ব্বঙ্গি। তৎপর সর্ব্বাবয়ব-সংযুক্ত মন্ত্রের আদিতে অবস্থিত বীজকে সহস্রার হইতে গলিত অমৃতধারা দ্বারা প্লাবিত করিবে। হে প্রিয়ে! তৎপর মন্ত্রের আদিতে অবস্থিত প্রথম বীজকে ভ্রূমধ্যে আজ্ঞাচক্রে বরুণ বীজ বং মধ্যে চিন্তা করিবে। এইরূপে আজ্ঞাচক্রে দশবার জপ এবং দশবার ধ্যান করিবে। ২৫-২৭

হে প্রিয়ে! তাহা হইলে ঐ বীজ সহসা অমৃতময় হয়। [ইহার নাম অমৃতী-করণ]। হে দেবেশি! বিষ্ণু মন্ত্রে চন্দ্রবীজকে [ঐং] উক্তরূপে ধ্যান করিবে। ২৮

অন্যান্য সকল মন্ত্রেই আজ্ঞাচক্রে বরুণ বীজমধ্যে পূর্ব্বোক্তরূপে মন্ত্রের

১। সনাতনং; ততঃপরং ২। মাতৃস্বরাৎ। ৩। বরপাণয়ে। ৪। ধবলস্য। ৫। জপেৎ। ৬। সর্ব্বং। ৭। বীজেষু।

* মন্ত্রই দেবতার দেহ। এই সূত্রানুযায়ী মন্ত্রধ্যান শব্দের অর্থ মন্ত্রনির্দ্দিষ্টদেবতার ধ্যান।

‡ ত্রয়োবিংশতি ও চতুর্বিংশতি শ্লোক-নির্দ্দিষ্ট-পদ্ধতিতে দশবার জপ ও দশবার ধ্যানের নামই বিংশতি তত্ত্ব।

তত্ত্বাতীতং স্বভাবাচ্চ বিদ্যাং মন্ত্রঞ্চ[১] জপেৎ প্রিয়ে।
অনেন বিধিনা হীনং[২] তজ্জপং বিফলং সদা ॥ ৩০
তত্ত্বহীনং জপেদ্ যস্তু বিফলং সততং প্রিয়ে।
শোষণং দহনং[৩] দেবি অমৃতীকর[৪]-সংজ্ঞকম্ ॥ ৩১

আদিতে অবস্থিত বীজকে দশবার জপ ও দশবার ধ্যান করিবে। হে প্রিয়ে। তাহা হইলে সহসা মন্ত্র ত্রিংশৎ তত্ত্বযুক্ত* হয়। ২৯

হে প্রিয়ে। তত্ত্বাতীত স্বভাব হইতে অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত ত্রিংশৎতত্ত্ব সম্পন্ন করিয়া তৎপর কেবল মন্ত্র জপ করিতে থাকিবে। এই নিয়ম পালন না করিয়া মন্ত্র জপ করিলে, তাহা সর্ব্বদা বিফল হইয়া থাকে। ৩০

১। তত্ত্বাতীতং স্বধাতীতং বাচা বিদ্যাং।

২। বিধিহীনঞ্চ। ৩। হননং। ৪। অমৃতং জ্ঞান।

* মন্ত্রবীজের শোষণ, দহন ও অমৃতীকরণ—এই ত্রিবিধ কার্য্যকেই পূর্ব্বোক্ত বিংশতি সংখ্যক শ্লোকে ত্রিতত্ত্ব নামে অভিহিত করা হইয়াছে।

শোষণ, দহন ও অমৃতীকরণ—এই ত্রিবিধ কার্য্যের প্রত্যেক কার্য্যে দশবার জপ ও দশবার ধ্যানের বিধান থাকায়, শোষণকে দশতত্ত্ব, দহনকে বিংশতত্ত্ব [শোষণ ও দহনের একীকৃত সমষ্টি] এবং শোষণ, দহন ও অমৃতীকরণের সমষ্টিকে ত্রিংশৎ তত্ত্ব নামে অভিহিত করা হইয়াছে।

এই পটলের ২,১৩,১৪,২১,২৪ ও ২৫ শ্লোকে ষট্চক্রে ধ্যান ও জপের উল্লেখ আছে।

প্রচলিত গ্রন্থাদিতে ষট্চক্রের বিষয় কথিত হইলেও প্রাণতোষিণীতন্ত্রে (নব চক্রের) উল্লেখ আছে। যথা,—

মূলাধারং চতুষ্পত্রং গুদোর্দ্ধে বর্ত্ততে মহৎ।
লিঙ্গমূলে তু পীতাভং স্বাধিষ্ঠানন্তু ষড়্দলম্।
তৃতীয়ং নাভিদেশে তু দিগ্দলং পরমাদ্ভুতম্।
অনাহতমিষ্টপীঠঃ চতুর্থকমলং হৃদি।
কলাপত্রং পঞ্চমন্তু বিশুদ্ধং কণ্ঠদেশতঃ।
আজ্ঞাখ্যং ষষ্ঠকং চক্রং ভ্রুবোর্ম্মধ্যে দ্বিপত্রকম্।
চতুঃষষ্টিদলং তালুমধ্যে চক্রন্তু মধ্যমম্।
ব্রহ্মরন্ধ্রে অষ্টমং চক্রং শতপত্রং মহাপ্রভম্।
নবমন্তু মহাশূন্যং চক্রন্তু তৎ পরাৎ পরম্।
তন্মধ্যে বর্ত্ততে পদ্মং সহস্রদলমদ্ভুতম্।

ষট্চক্রে সম্বন্ধে বিবরণ শিবসংহিতা, নির্ব্বাণতন্ত্র প্রভৃতি তন্ত্র ও যোগগ্রন্থে দ্রষ্টব্য।

এতত্তত্ত্বময়ং ভদ্রে শীঘ্রং সিদ্ধিপ্রদায়কম্ ।
যো জপেৎ তত্ত্বরহিতং তস্য হানিঃ পদে পদে ॥ ৩২
তত্ত্বাতীত-প্রভাবাচ্চ[১] তস্মান্মন্ত্রং জপেৎ সুধীঃ ।
অনেন বিধিনা দেবি সর্ব্বতত্ত্বময়ং মনুম্ ॥ ৩৩
কৃষ্ণমন্ত্রেষু রামেষু অবতারবরেষু চ ।
সৌরে গাণপতৌ দেবি শক্তিমন্ত্রে স্বয়ং প্রিয়ে ॥ ৩৪
শিবমন্ত্রে চ[২] চার্ব্বঙ্গি অন্যমন্ত্রে তথৈব চ ।
ত্রিংশত্তত্ত্বযুতং কৃত্বা মন্ত্রবীজং সুলোচনে ॥ ৩৫
এবমেব বিধানেন বীজং[৩] জীবত্বমাপ্নুয়াৎ ।
তস্মাদ্বীজাদ্বরারোহে রামকৃষ্ণাদয়াশ্চ যে ॥ ৩৬
উৎপদ্যন্তে[৪] বিপদ্যন্তে[৫] নান্যথা বরবর্ণিনি ।
এতন্মন্ত্রং সকৃৎ কৃত্বা প্রজপেদনিশং মনুম্ । ৩৭
প্রজপেদনিশং বিদ্যাং শৌচাশৌচং ন চাচরেৎ[৬] ॥ ৩৮

হে প্রিয়ে ! উক্ত ত্রিংশৎ তত্ত্বহীনমন্ত্র জপ করিলে তাহা সর্ব্বদা নিষ্ফল এবং পদে পদে সাধকের ক্ষতির কারণ হইয়া থাকে । হে দেবি ! হে ভদ্রে ! শোষণ, দহন ও অমৃতীকরণ এই ত্রিবিধ সংজ্ঞক কার্য্য দ্বারা শীঘ্র মন্ত্র সিদ্ধিলাভ হয় । ৩১-৩২

সুধী ব্যক্তি এই ত্রিতত্ত্ব অতিক্রম করিয়া মন্ত্র জপ করিবে । হে দেবি । এই নিয়মানুসারে মন্ত্র জপ করিলে তাহা সর্ব্বতত্ত্বযুক্ত হয় । ৩৩

হে প্রিয়ে ! হে সুলোচনে ! অবতারশ্রেষ্ঠ রাম বা কৃষ্ণের মন্ত্রই হউক, বা হে দেবি ! সূর্য্য, গণপতি, শিব বা শক্তিমন্ত্রেই হউক, বা অন্যান্য যে কোন মন্ত্রেই হউক, হে চার্ব্বঙ্গি । মন্ত্রবীজকে উক্তরূপে ত্রিংশৎ-তত্ত্ব সংযুক্ত করিবে । এই নিয়মানুসারে কার্য্য করিলে বীজের জীবন লাভ হয় এবং ঐ প্রাণযুক্ত বীজ হইতেই রাম বা কৃষ্ণ প্রভৃতি আবির্ভূ'ত হন । ৩৪-৩৬

হে বরবর্ণিনি ! মন্ত্রের অভীষ্ট দেবতা মন্ত্র হইতেই উৎপত্তি হন এবং মন্ত্রেই বিলীন হন । সুতরাং উক্তরূপে বীজকে একবার জপ করিয়া অর্থাৎ একবার

১। তস্মাত্তত্ত্ব স্বভাবাচ্চ ; তস্মাত্তত্ত্বং শুভারাধ্য , তত্ত্বাতীত স্বভাবা চ। ২। শিবমন্ত্রেষু। ৩। বীজো, বীজে। ৪। উৎপদ্যতে। ৫। বরারোহে। ৬। না চরয়েৎ।

মন্ত্রে চাক্ষরবুদ্ধিঃ স্যাৎ গুরৌ তু মানবঃ প্রিয়ে।
দেবতায়াং বরারোহে প্রতিমাবুদ্ধি র্জায়তে ॥ ৩৯
কিং তস্য ধ্যান[১]-পূজায়াং সর্ব্বং ব্যর্থং কদর্থনম্।
ইতি তে কথিতং দেবি বীজতত্ত্বং সুগোপনম্ ॥ ৪০
ন কস্যচিৎ প্রবক্তব্যং[২] যদি কল্যাণমিচ্ছসি[৩]।
এতজ্ জ্ঞানমবিজ্ঞায় স কথং মন্ত্রমুচ্চরন্[৪] ॥ ৪১

ইতি শ্রীকামধেনুতন্ত্রে হরপার্ব্বতী-সংবাদে বীজতত্ত্বকথনং
নাম একাদশঃ পটলঃ।

মাত্র ত্রিংশৎ তত্ত্ব সম্পন্ন করিয়া তৎপর অহর্নিশি কেবল মন্ত্র বিচার করিতে থাকিবে, ইহাতে শৌচ বা অশৌচ বিচার করিবে না। ৩৭-৩৮

হে বরারোহে! যে ব্যক্তি মন্ত্রসমূহকে অক্ষররূপে, গুরুকে মানবরূপে এবং দেবতাকে প্রতিমারূপে ভাবনা করে, তাহার ধ্যান ও পূজা সমস্তই নিরর্থক ও নিষ্ফল। হে দেবি! তোমার নিকট এই অতিশয় গোপনীয় বীজতত্ত্ব বর্ণনা করিলাম। ৩৯-৪০

যদি স্বীয় কল্যাণ বাঞ্ছা কর, তাহা হইলে এই তত্ত্ব কাহারও নিকট প্রকাশ করিবে না। যে ব্যক্তি এই ত্রিতত্ত্ব সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করে নাই, সে ব্যক্তি কেন বৃথা মন্ত্রোচ্চারণ করে? ৪১

কামধেনুতন্ত্রে হরপার্ব্বতী-সংবাদে বীজতত্ত্ব-কথন নামক
একাদশ পটল সমাপ্ত।

১। জপ। ২। ন কস্যচিৎ প্রকর্ত্তব্যং; কস্যচিন্নৈব বক্তব্যং। ৩। মিচ্ছতি।
৪। কথং গুরুতাং ব্রজেৎ।

দ্বাদশঃ পটলঃ

[বকার-তত্ত্বম্]

দেব্যুবাচ—

দেবদেব মহাদেব সংসারার্ণবতারক ।
গায়ত্রী যা মহাবাহো চতুর্বকার-সংযুতা ॥
কৃপয়া কথয়েশান ব-কারতত্ত্বমুত্তমম্ ॥ ১

শিব উবাচ—

পূর্ব্বোক্তং চঞ্চলাপাঙ্গি গায়ত্রীতত্ত্বমুত্তমম্ ।
গায়ত্রী যা বরারোহে চতুর্বকার-সংযুতা ॥ ২
ফান্তং শেষ[1] ব-কারঞ্চ বরুণং হৃদি ভাবয় ।
য-বর্গঞ্চ বায়ুবীজং হৃদি ভাবয় পার্ব্বতি ॥ ৩
য-বর্গং যস্তু দেবেশি বায়ুবীজং তদুচ্যতে ।
[য-বর্গস্য[2] চতুর্থয়ো[3] বায়ুবীজং প্রকীর্ত্তিতম্[4]] ॥ ৪**

[বকার-তত্ত্ব, ককার ধ্যান—সহসা মন্ত্রসিদ্ধির নিমিত্ত কামিনীরূপিণী ক-কারের ধ্যান অত্যাবশ্যক। ক-কার ধ্যানই বর্ণদীপনী‡। মন্ত্রসিদ্ধির নিমিত্ত জপের পূর্ব্বে তিলকধারণ পদ্ধতি। ইষ্টদেবকে বশ করার নাম দেবত্বপ্রাপ্তি।]

দেবী কহিলেন, হে দেবদেব মহাদেব। আপনি সংসারার্ণব-ত্রাণকর্ত্তা। হে মহাবাহো। হে ঈশান। গায়ত্রী চতুর্বকার-সংযুক্ত। আপনি কৃপা করিয়া সেই উত্তম ব-কার তত্ত্ব বর্ণনা করুন। ১

শিব কহিলেন, হে চঞ্চলাপাঙ্গি। হে বরারোহে! চতুর্বকার-সংযুক্ত উত্তম গায়ত্রী-তত্ত্ব ইতিপূর্ব্বে বর্ণনা করিয়াছি। ২

হে পার্ব্বতি। বরুণবীজ বং এবং বায়ুবীজ যং—এতদুভয় বীজকে হৃদ্দেশে চিন্তা করিবে। ৩

১। ফান্তং শেষ; ফান্তং ব্যোম—ইহা ভুল। ২। য-কারস্য। ৩। চতুর্থো যঃ। ৪। প্রতিষ্ঠিতং।

** এই পঙ্‌ক্তি সমস্ত পুঁথিতে বিদ্যমান। য-বর্গের চতুর্থাক্ষর "ব" বায়ুবীজ, ইহা কোন তন্ত্রগ্রন্থ সম্মত নহে।

‡ বর্ণদীপনীকে কেহ মন্ত্রদীপনী মনে করিবেন না। মূলমন্ত্রকে প্রণব-পুটিত করিয়া হৃদয়ে সাতবার জপ বা মতান্তরে (ঈং) বীজ পুটিত করিয়া হৃদয়ে সাতবার জপ করাকে মন্ত্রদীপনী বলা হয়।

প-বর্গং বরুণং বীজং[১] ময়ৈতন্নিশ্চিতং প্রিয়ে।
সর্ব্ববিদ্যাসু মন্ত্রেষু বরুণং ভাবয় প্রিয়ে ॥ ৫
বহ্নিজায়াযুতায়াঞ্চ প-বর্গং হৃদি ভাবয়।
গায়ত্রীসহিতা[২] দেবি পাপোচ্চাটনকর্ম্মণি ॥ ৬
পূর্ব্বোক্তধ্যানমার্গেণ ভাবনা পরিকীর্ত্তিতা।
ধ্যানভেদেন চার্ব্বঙ্গি ব-কারং ভাবয়েৎ প্রিয়ে ॥ ৭

[ককারঃ কামিনীধ্যানং বা]

অধুনা সংপ্রবক্ষ্যামি ক-কারধ্যানমুত্তমম্।
বিশেষং শৃণু বক্ষ্যামি ক-কারস্যাতিদুর্লভম্ ॥ ৮
যন্নোক্তমানন্দপটলেঽধুনা কথয়ামি তে।
যদ্ ধ্যাত্বা সাধকো যাতি দুর্লভং মোক্ষমব্যয়ম্ ॥ ৯
যেন ধ্যানপ্রকাশেন মন্ত্রং তন্ত্রং চ[৩] সিধ্যতি।
একধা ধ্যানমাত্রেণ[৪] শিবতুল্যো ভবেন্নরঃ ॥ ১০

হে দেবেশি! য-বর্গের অন্তর্গত যে "য" তাহাই বায়ুবীজ **। ৪

হে প্রিয়ে! পবর্গের অন্তর্গত "ব" কারই বায়ুবীজ। সমস্ত মন্ত্র বা বিদ্যা সাধনার্থ ঐ বরুণবীজকে মনে মনে চিন্তা করিবে। ৫

হে দেবি! উচ্চাটন প্রভৃতি পাপকর্ম্ম সাধনার্থ গায়ত্রীযুক্ত বরুণবীজকে স্বাহা শব্দযোগে ভাবনা করিবে। ৬

হে চার্ব্বঙ্গি! হে প্রিয়ে! পূর্ব্বে যে ধ্যানের পদ্ধতি বলিয়াছি, সেইরূপে ধ্যানভেদে "বং" এই বরুণবীজকে ভাবনা করিবে। ৭

[ককার বা কামিনী ধ্যান]

অধুনা আমি অতি দুর্লভ ক-কার-ধ্যান বলিতেছি, বিশেষভাবে শ্রবণ কর। ৮

যাহা পরমানন্দ পটলেও বর্ণিত হয় নাই, যাহার ধ্যান দ্বারা সাধক দুর্লভ ও অব্যয় মোক্ষলাভ করে, যাহার ধ্যান দ্বারা তন্ত্র মন্ত্র সিদ্ধ হয়, যাহার একবারমাত্র ধ্যান দ্বারাই মানব শিবতুল্য হয়, অধুনা আমি তোমাকে সেই ক-কার ধ্যান বলিতেছি, শ্রবণ কর। ৯-১০

১। পবর্গঞ্চ বায়ুবীজং। ২। সংস্থিতা; সংহিতা। ৩। তন্ত্রস্থ। ৪। এবং তদ্ধ্যানমাত্রেণ।

** মূলের মূল চতুর্থশ্লোকের দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তির অর্থ—য-বর্গের চতুর্থাক্ষরকে বায়ুবীজ বলা হয়। কিন্তু ইহা কোন তন্ত্রগ্রন্থ সমর্থিত নহে। এই কারণে ইহা প্রক্ষিপ্ত মনে হয়।

ক-কার-ধ্যানমাত্রেণ সর্ব্বং বর্ণং হি সিধ্যতি ।
ক-কার-ভাবনাচ্চৈব সর্ব্বাসাং[১] ভাবনা ভবেৎ ॥ ১১
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন ক-কারং হৃদি ভাবয় ।
প্রাতরাদিত্যসঙ্কাশাং সিংহপৃষ্ঠোপরি[২] স্থিতাম্ ॥ ১২
রক্তপদ্মোপবিষ্টাঞ্চ[৩] রক্তবস্ত্রপরিধানাম্[৪] ।
চতুর্ভুজাং ত্রিনেত্রাঞ্চ[৫] পঞ্চবাণধনুর্ধরাম্ ॥ ১৩
বরদাভয়ধারীঞ্চ[৫] পীনোন্নত[৬]-পয়োধরাম্ ।
মৃণালসদৃশাকার-চতুর্ব্বাহু-পরিধ্বভাম্[৬] ॥ ১৪
শঙ্খ-কঙ্কণ-কেয়ূর-অঙ্গদৈঃ পরিশোভিতাম্ ।
সুগন্ধিমল্লিকাহারৈঃ কবরীমধ্যশোভিতাম্ ॥ ১৫
ত্রিভঙ্গললিতাকারাং চারুচূড়াবিরাজিতাম্ ।
শিখিপুচ্ছযুতাং চূড়াং নানারত্নসমন্বিতাম্[৭] ॥ ১৬
ঈষদ্ধাস্য-প্রসন্নাস্যাং মুক্তারঞ্জিতনাসিকাম্ ।
মাণিক্যকিরণদ্যোতি[৮] দন্তপঙ্‌ক্তি-বিরাজিতাম্ ॥ ১৭

কেবলমাত্র ক-কার ধ্যান দ্বারা সর্ব্ববর্ণের ধ্যানই সিদ্ধ হয় এবং কেবলমাত্র ক-কার ভাবনা দ্বারা অন্য সকল বর্ণের ভাবনা সিদ্ধ হয় । ১১

সুতরাং সর্ব্বপ্রযত্নে ক-কারের ধ্যান করিবে । দেবীর ধ্যান এইরূপ—

দেবী প্রাতঃসূর্য্যের ন্যায় দ্যুতিসম্পন্না, সিংহপৃষ্ঠে রক্তপদ্মোপরি উপবিষ্টা, রক্তবস্ত্র পরিধানা, চতুর্ভুজা, ত্রিনয়না, পঞ্চবাণধনুর্ধরা, বরমুদ্রা ও অভয়মুদ্রা-ধারিণী, পীনোন্নত পয়োধরা; মৃণালসদৃশাকার চতুর্ব্বাহুযুক্তা, শঙ্খ, কঙ্কণ, কেয়ূর ও অঙ্গদ-ধারিণী ; কবরীমধ্যদেশে সুগন্ধ মল্লিকাহার শোভিত । দেবী ত্রিভঙ্গললিতাকারা, শিখিপুচ্ছযুক্ত ও নানারত্ন সমন্বিত, চারুচূড়াধারিণী, ঈষদ্ধাস্যমুখী, প্রসন্নবদনা, মুক্তাহার-রঞ্জিত নাসা, মাণিক্যকিরণদ্যুতিসম্পন্ন দন্তপঙ্‌ক্তি সমন্বিতা, পূর্ণচন্দ্রসমাভাযুক্ত নখরাজি শোভিতা, স্বর্ণসূত্রগ্রথিত চারুরত্নহার পরিধানা, ভ্রূলতা শোভিত বিশিখোদ্দীপ্ত কটাক্ষযুক্তা এবং তাঁহার

১। সর্ব্বাণাং, সর্ব্বেষাম্ । ২। সিংহস্যোপরিসং । ৩। রক্তপদ্মোপরিঃউপবিষ্টাঞ্চ ; ৪। পরিধৃতাং ; পরিষ্কৃতাং । ৫। বরদাভয়-দাত্রীঞ্চ । ৬। পীনোত্তুঙ্গ । ৭। সমর্চ্চিতাং । ৮। জ্যোতি ।

পূর্ণচন্দ্র[১]-সমাভাসাং নখপঙ্‌ক্তিরনুত্তমাম্ ।
স্বর্ণসূত্রযুত-হার-চারুরত্ন[২]-বিনির্ম্মিতাম্ ॥ ১৮
কটাক্ষবিশিখোদ্দীপ্তাং ভ্রূলতা-পরিশোভিতাম্ ।
তীর্থত্রয়যুতাং রম্যাং নয়নত্রয়-রাজিতাম্ ॥ ১৯
রামরম্ভাসমাকার-উরুদ্বয়-বিরাজিতাম্ ।
বৃহন্নিতম্ব-সংযুতাং রত্নকিঙ্কিনীশোভিতাম্[৩] ॥ ২০
অষ্টবর্গৈঃ সেবিতাঞ্চ[৪] অষ্টবর্গৈঃ প্রপূজিতাম্ ।
সিন্দূর-তিলকোদ্দীপ্তা[৫]-মঞ্জনাঙ্কিতলোচনাম্ ॥ ২১
ললাটপট্টিকাং শুভ্রাং[৬] অর্দ্ধচন্দ্র-পরিধৃতাম্[৭] ।
নানাগন্ধপ্রলিপ্তাঙ্গীং নানামাল্য-পরিচ্ছদাম্ ॥ ২২
ব্রহ্মাদিদেবতাবৃন্দৈঃ শিরসা ধার্য্যতে চ যা ।
কামাখ্যাং কামিনীং সাক্ষাৎ ক-কার-বর্ণরূপিণীম্ ॥ ২৩
এবং ধ্যাত্বা বরারোহে প্রজপেদ্ যদি সাধকঃ ।
তদৈব সহসা সিদ্ধি র্জায়তে তস্য সুন্দরি ॥ ২৪
বর্ণজ্ঞানং বিনা দেবি ন জপেৎ সাধকঃ ক্বচিৎ ।
কিং তস্য ধ্যানপূজায়াং পুরশ্চর্য্যা শতং শতম্ ॥ ২৫

মনোহর ত্রিনেত্রে তীর্থত্রয় বিরাজিত। দেবীর উরুদ্বয় রামরম্ভাকার, বৃহৎ নিতম্বদ্বয় রত্নকিঙ্কিনী পরিশোভিত। দেবী অষ্টবর্গ দ্বারা সেবিত এবং অষ্টবর্গ দ্বারা প্রপূজিত। দেবীর ললাটদেশ সিন্দূর তিলকোদ্দীপ্ত, নয়নসমূহ অঞ্জন বিলেপিত এবং ললাটদেশে শুভ্র অর্দ্ধচন্দ্র বিদ্যমান। দেবীর দেহ নানাবিধ দিব্যগন্ধ প্রলিপ্ত এবং নানা মাল্য বিভূষিত। ১২-২২

ব্রহ্মাদি দেবতাবৃন্দও যাঁহাকে শিরোদেশে ধারণ করেন, সেই কামাখ্যা বা কামিনী'ই সাক্ষাৎ ককার-বর্ণরূপী। ২৩

হে বরারোহে। হে সুন্দরি। সাধক এইরূপে দেবীর ধ্যান করিয়া তৎপর যদি জপ করে, তাহা হইলে সহসা মন্ত্রসিদ্ধি হয়। ২৪

হে দেবি! বর্ণসমূহের প্রকৃত তত্ত্ব সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ না করিয়া সাধক যেন

১। চন্দ্রপূর্ণং; চন্দ্রপুঞ্জ। ২। রত্নচারু; রত্নভার। ৩। বৃহল্লতাসুসংযুক্ত-রত্নকিঙ্কলিশোভিতাম্। ৪। অষ্টবর্গে সেবিতাং শুদ্ধাং। ৫। সিন্দূরতিলকালক্তাং। ৬। শুদ্ধাং। ৭। পরিস্কৃতাং।

কিং তস্য জপহোমেন চন্দ্রসূর্য্যস্য পর্ব্বণি।
বর্ণজ্ঞানং বিনা দেবি বৈষ্ণবঃ শৈব এব বা[১] ॥ ২৬
একধা নোচ্চরেদ্দেবি অজ্ঞাত্বা বর্ণদীপনীম্।
সর্ব্বাসাং[২] মন্ত্রবিদ্যানাং দীপনী সা প্রকীর্ত্তিতা ॥ ২৭
সর্ব্বেষাং শাস্ত্রমধ্যেষু প্রশস্তা বর্ণদীপনী।
শক্তিমন্ত্রে তথা সৌরে[৩] গণেশে শস্যতে[৪] সদা ॥ ২৮
জ্ঞাত্বা তন্ত্রং[৫] প্রকুর্ব্বীত দীক্ষাং পূজাং শুচিস্মিতে ॥ ২৯

[তিলকধারণবিধিঃ]

শিব উবাচ—

রহস্যং মন্ত্রং বক্ষ্যামি অত্যন্তগোপনং শৃণু।
যৎ কৃত্বা সাধকো যাতি পরমং পদমব্যয়ম্ ॥ ৩০
ললাটে তিলকং কৃত্বা চন্দনেন সুগন্ধিনা।
কর্পূরাগুরুকস্তুরী-রোচনাকুঙ্কুমৈঃ প্রিয়ে ॥ ৩১

কখনও মন্ত্রজপে প্রবৃত্ত না হয়। বর্ণসমূহের প্রকৃত তত্ত্ব না জানিয়া ধ্যান পূজা বা শতশত পুরশ্চরণ করিলেও তাহাতে কি ফললাভ সম্ভব ? ২৫

বর্ণতত্ত্বে অনভিজ্ঞ ব্যক্তি বৈষ্ণবই হউক বা শৈবই হউক, তাহার পক্ষে চন্দ্র-সূর্যগ্রহণে জপ বা হোম করিয়াই বা লাভ কি ? ২৬

হে দেবি! বর্ণদীপনী (পূর্ব্বোক্ত ক-কার ধ্যান) না জানিয়া একবারও মন্ত্র জপ করিবে না। পূর্ব্বোক্ত কামিনীরূপিণী ক-কার ধ্যান সমস্ত মন্ত্র ও বিদ্যার দীপনা বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। ২৭

সমস্ত শাস্ত্রমধ্যে বর্ণদীপনী অতিশয় প্রশস্ত বা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজনীয়। শক্তিমন্ত্রেই হউক বা সৌরমন্ত্র বা গণপতির মন্ত্র—যাহাই হউক না কেন, সকল মন্ত্রেই এই বর্ণদীপনী ফলদায়ক হইয়া থাকে। হে শুচিস্মিতে! এই তথ্য সম্যক্‌রূপে পরিজ্ঞাত হইয়া তৎপর পূজা ও দীক্ষাদি কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবে। ২৮-২৯

[মন্ত্রসাধনার্থ তিলকধারণ বিধি]

শিব কহিলেন, যে মন্ত্রসাধনপ্রভাবে সাধক পরম অব্যয় পদ লাভ করে, সেই পরমগুপ্ত রহস্য মন্ত্র বলিতেছি শ্রবণ কর। ৩০

১। চ। ২। সর্ব্বেষাং। ৩। শৈবে। ৪। অর্চ্চ্যতে। ৫। তত্ত্বং।

তলকং ধারয়েদ্ যত্নাদেকীকৃত্য মনোহরম্ ।
ত্রিকোণং সুন্দরং স্বচ্ছং তিলকং জনমোহনম্ ॥ ৩২
একীকৃত্য পৃথগ্ বাপি নানাবস্তুষু কারয়েৎ ।
রাজার্থী রক্তবর্ণেন মোক্ষার্থী শ্বেতচন্দনৈঃ ॥ ৩৩
বশ্যে রোচনয়া দেবি তিলকং কারয়েৎ সুধীঃ ।
মোহনে চঞ্চলাপাঙ্গি অগৌরকুঙ্কুমাদিভিঃ[১] ॥ ৩৪
কৃষ্ণবর্ণং[২] বরারোহে শত্রোর্ম্মারণকর্ম্মণি ।
ললাটে বাহুমূলে চ তথা স্কন্ধদ্বয়েষু চ ॥ ৩৫
হৃৎকুক্ষৌ[৩] পার্শ্বযুগলে পৃষ্ঠে নাভৌ চ পার্ব্বতি ।
উরুদ্বয়ে গণ্ডযুগ্মে অধঃপাদদ্বয়েষু চ ॥ ৩৬
বিলিখেদ্ যত্নতো দেবি ক-কার-বর্ণমুত্তমম্ ।
চন্দ্রবিন্দু[৪]-যুতং কৃত্বা বিলিখেদ্বরবর্ণিনি ॥ ৩৭
তদৈব সহসা দেবি বিদ্যামন্ত্রঞ্চ সিধ্যতি ।
মোহয়েদখিলান্ লোকান্ বশয়েদিষ্টদেবতাম্ ॥ ৩৮

হে প্রিয়ে ! সুগন্ধ চন্দন, কর্পূর, অগুরু, কস্তুরী, গোরোচনা, কুঙ্কুম প্রভৃতি বস্তু একত্র মিশ্রিত করিয়া যত্নপূর্ব্বক ললাটদেশে ত্রিকোণ সুন্দর, স্বচ্ছ ও জনমন-মোহকর তিলক ধারণ করিবে । ৩১-৩২

কেবল একটি মাত্র সুগন্ধ দ্রব্য দ্বারা অথবা বিভিন্ন দ্রব্যের সংমিশ্রণ দ্বারা এই সুগন্ধ তিলক প্রস্তুত করিবে। রাজ্য লাভেচ্ছুক সাধক রক্তবর্ণ তিলক এবং মোক্ষলাভার্থী শ্বেত চন্দন দ্বারা তিলক করিবে । ৩৩

হে দেবি ! সুধী সাধক বশীকরণ কার্য্যে, গোরোচনা দ্বারা, মোহনে কুঙ্কুমাদি অগৌর বস্তু দ্বারা এবং শত্রুনিধন কার্য্যে (মারণ কর্ম্মে), কৃষ্ণবর্ণ বস্তু দ্বারা তিলক করিবে। হে বরারোহে ! হে চঞ্চলাপাঙ্গি ! হে পার্ব্বতি ! তৎপর ললাটে, উভয় বাহুমূলে, উভয় স্কন্ধে, হৃদয়ে, উভয় কুক্ষিতে, উভয় পার্শ্বে, পৃষ্ঠ-দেশে, নাভিতে, উরুদ্বয়ে, গণ্ডদ্বয়ে এবং উভয় পদতলে যত্নসহকারে চন্দ্রবিন্দুযুক্ত ক-বর্ণ লিখিবে । ৩৪-৩৭

হে দেবি ! হে বরবর্ণিনি ! নাদবিন্দুযুক্ত বর্ণোত্তম ক-কার উক্তরূপে বিন্যাস

১। অগুরুকুঙ্কুমাদিনা। ২। কৃষ্ণগন্ধং। ৩। হৃৎপদ্ম। ৪। তত্র বিন্দুযুতং।

ইষ্টদেবং বশং কৃত্বা প্রজপেদ্ যদি একধা।
তৎক্ষণাচ্চঞ্চলাপাঙ্গি দেবত্বমুপজায়তে ॥ ৩৯
দেবত্বং হি বিনা দেবি কুতঃ পূজা কুতো জপঃ।
ক-কারং প্রথমং ধ্যাত্বা তিলকং কুরু যত্নতঃ ॥ ৪০
অষ্টোত্তরশতং জপ্ত্বা পূজয়েদিষ্টদেবতাম্।
পূজাধিকারী চার্ব্বঙ্গি তদৈব সহসা ভবেৎ ॥ ৪১
অন্যথা প্রেতবৎ পূজা বৈষ্ণবেষু বিশেষতঃ।
ললাটে তিলকং কৃত্বা রোচনয়া শুচিস্মিতে ॥ ৪২
তন্মধ্যে বিলিখেদ্ বর্ণং ক-কারং সুমনোহরম্।
সামান্যমেতৎ কথিতং তিলকং জন[১]-মোহনম্ ॥ ৪৩
এতত্তু তিলকাচ্চৈব[২] বশয়েদপি কেশবম্।
[জপাসনং দশম্যাস্তু তদারভ্য চ প্রত্যহম্][৩] ॥ ৪৪

করিয়া মন্ত্র সাধনায় প্রবৃত্ত হইলে মন্ত্র সহসা সিদ্ধিদান করে, অখিল লোক মোহিত হয় এবং ইষ্টদেবতা বশীভূত হয়। ৩৮

হে চঞ্চলাপাঙ্গি! ইষ্টদেবতাকে বশ করিয়া একবার মাত্র জপ করিলেও সাধক তৎক্ষণাৎ দেবত্বলাভ করে। ৩৯

হে দেবি! দেবত্বলাভ না করিয়া জপ ও পূজা করিলে তাহাতে ফল কি? প্রথমে ক-কার ধ্যান করিয়া তৎপর যত্নসহকারে তিলক করিবে। ৪০

তৎপর অষ্টোত্তর শতবার মন্ত্র জপ করিয়া, তৎপর পূজায় প্রবৃত্ত হইবে। হে চার্ব্বঙ্গি! উল্লিখিতরূপে জপ করিয়া পূজায় প্রবৃত্ত হইলে সাধক সহসা পূজাধিকারী হয়। ৪১

এই নিয়মের অন্যথা করিয়া পূজায় প্রবৃত্ত হইলে সেই পূজা প্রেতবৎ পূজা অর্থাৎ মৃতের পূজার ন্যায় হইয়া থাকে। বৈষ্ণবদিগের পক্ষে ইহা বিশেষভাবে সত্য। হে শুচিস্মিতে! গোরোচনা দ্বারা ললাটে তিলক অঙ্কিত করিয়া, ঐ তিলকমধ্যে সুমনোহর "ক" লিখিবে। লোকমোহনকারী এই সামান্য তিলকের বিষয় তোমার নিকট বর্ণনা করিলাম। ৪২-৪৩

১। ত্রৈলোক্য। ২। তিলকশ্চৈব। ৩। এই পঙ্‌ক্তিটি মাত্র একখানা পুঁথিতে আছে।

এতদ্বর্ণমবিজ্ঞায় যদি বিষ্ণুমুপাসতে[১] ।
স ভ্রষ্টঃ স চ পাপিষ্ঠো রৈরবং নরকং ব্রজেৎ ॥ ৪৫

ইতি কামধেনুতন্ত্রে হরপার্ব্বতী-সংবাদে
দ্বাদশঃ পটল ॥

এই তিলক দ্বারা কেশবকেও বশীভূত করা যায়। [প্রত্যহ এইরূপে প্রথমে দশবার জপ করিয়া তৎপর ক্রমাগত মন্ত্র জপ করিতে থাকিবে]। ৪৪

এই বর্ণতত্ত্ব না জানিয়া যে ব্যক্তি বিষ্ণুর উপাসনায় প্রবৃত্ত হয়, সেই ভ্রষ্ট ও পাপিষ্ঠ সাধক রৌরব নরকে গমন করে। ৪৫

কামধেনুতন্ত্রে হরপার্ব্বতী-সংবাদে দ্বাদশ পটল সমাপ্ত।

১। বিষয়ে সমুপাস্মহে।

ত্রয়োদশঃ পটলঃ

[অনাহতচক্রে সহস্রারে চ মন্ত্রজপফলম্]

দেব্যুবাচ—

দেবদেব মহাদেব নীলকণ্ঠ ত্রিলোচন।
হৃত্তত্ত্বং কথয়েশান যত্থহং তব বল্লভা ॥ ১

শিব উবাচ—

শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি জ্ঞানং পরমতুর্লভম্।
যেনাজ্ঞানে ন সিদ্ধিঃ স্যাৎ পুরশ্চর্য্যাশতৈরপি ॥ ২
যেন বিজ্ঞানমাত্রেণ বিষ্ণুঃ স্যাদ্বৈষ্ণবঃ প্রিয়ে।
হৃৎপদ্মে দ্বাদশদলে স্ববিদ্যাং ভাবয়েৎ প্রিয়ে ॥ ৩
ক-কারং ভাবয়েদাদৌ বরাটোপরি পার্ব্বতি।
পত্রে পত্রে ততো দেবি স্ববিদ্যাং প্রজপেৎ সুধীঃ ॥ ৪
মন্ত্রাণাং প্রথমং বীজং ধ্যাত্বা আদৌ প্রসন্নধীঃ।
তস্মান্মন্ত্রাত্ততো দেবি জায়তে দেববিগ্রহঃ ॥ ৫

[অনাহত চক্রে এবং সহস্রারে মন্ত্রজপ দ্বারা মন্ত্রসিদ্ধির বিষয় কথন। মূর্খ কর্ত্তৃক মন্ত্রদান বা মন্ত্রবিক্রয়জাত পাপের বিবরণ। মূর্খ ব্যক্তিরও বর্ণাশ্রমানুযায়ী স্বধর্ম্মপরায়ণ হইয়া ব্রাহ্মণ অর্থাৎ জ্ঞানীর নিকট হইতে মন্ত্র গ্রহণের ফল।]

দেবী কহিলেন, হে দেবদেব মহাদেব! হে নীলকণ্ঠ! হে ত্রিলোচন! হে ঈশান! যদি আমি আপনার প্রিয়া হই, তাহা হইলে আপনি আমাকে হৃৎপদ্মের তত্ত্ব বলুন। ১

শিব কহিলেন, হে দেবি! আমি তোমাকে পরমদুর্লভ হৃত্তত্ত্ব (অনাহত চক্র-তত্ত্ব) বিষয়ক জ্ঞান বলিতেছি, শ্রবণ কর। এই জ্ঞান না থাকিলে শত পুরশ্চরণ দ্বারাও মন্ত্র সিদ্ধ হয় না। ২

হে প্রিয়ে! এই জ্ঞান লাভমাত্রই বৈষ্ণব সাধক বিষ্ণুত্ব লাভ করে। প্রথমে অনাহত চক্রের দ্বাদশ দলোপরি ক-কাররূপিণী কামিনীকে চিন্তা করিবে। হে প্রিয়ে। তৎপর ঐ পদ্মের দ্বাদশদলে স্বীয় মন্ত্র চিন্তা করিবে। তৎপর সুধী সাধক ঐ পদ্মের পত্রে পত্রে স্বীয় মন্ত্র জপ করিবে। ৩-৪

দেবতাঞ্চ ততো ধ্যাত্বা তন্ত্রোক্তধ্যানবর্ত্মনা।
ধ্যানঞ্চ ত্রিবিধং[১] দেবি সমানং ফলদায়কম্ ॥ ৬
কৃত্বা ধ্যানত্রয়ং দেবি হৃৎপদ্মে পরমেশ্বরি।
সহস্রদলপদ্মান্তে[২] মধ্যস্থানে গুরোর্মুখাৎ ॥ ৭
স্ববিদ্যাং ভাবয়েদ্দেবি কোটিবিদ্যুৎসমদ্যুতিম্[৩]।
ভাবয়েদনিশং ভক্ত্যা সিদ্ধো ভবতি তৎক্ষণাৎ ॥ ৮
বীজাত্তু জায়তে দেবি রামকৃষ্ণাদয়শ্চ যে।
ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চ রুদ্রশ্চ চন্দ্রসূর্য্যাদয়শ্চ যে ॥ ৯
তে সর্ব্বে চঞ্চলাপাঙ্গি বীজাত্তু জায়তে ধ্রুবম্।
জ্ঞাত্বা সনাতনং তত্ত্বং আনন্দপটলে স্থিতম্ ॥ ১০
পূজাং কৃত্বা তু চার্ব্বঙ্গি[৪] সর্ব্বসিদ্ধিময়ো ভবেৎ।
ইদং সনাতনং তত্ত্বমজ্ঞাত্বা নরকং ব্রজেৎ ॥ ১১

প্রসন্নধী সাধক প্রথমবীজকে অগ্রে ধ্যান করিয়া তৎপর জপে প্রবৃত্ত হইবে। হে দেবি! এইরূপে জপ করিলে মন্ত্র হইতে দেববিগ্রহের আবির্ভাব হয়। ৫

দেবাবির্ভাবের পর তন্ত্রোক্ত নির্দ্দেশানুযায়ী দেবতার ধ্যান করিবে। হে দেবি! ধ্যান ত্রিবিধ। ত্রিবিধ ধ্যানই সমান ফলদায়ক। ৬

হে দেবি! হে পরমেশ্বরি! হৃৎপদ্মে তিনবার ধ্যান করিয়া তৎপর সহস্রারে সহস্রদল পদ্মমধ্যে মন্ত্রনির্দ্দিষ্ট দেবতার ধ্যান করিবে। সহস্রারে ধ্যান করার পদ্ধতি গুরুর নিকট হইতে অবগত হইবে। ৭

হে দেবি! সহস্রারে স্বীয় মন্ত্রকে কোটিবিদ্যুৎ সমপ্রভ চিন্তা করিবে। ভক্তিযুক্তচিত্তে অহর্নিশ এইরূপে মন্ত্র চিন্তা করিলে মন্ত্র তৎক্ষণাৎ সিদ্ধ হয়। ৮

হে দেবি! রাম ও কৃষ্ণ প্রভৃতি যে সকল অবতার জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, তাহারা সকলেই বীজ হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন।

হে চঞ্চলাপাঙ্গি! ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র বা চন্দ্র সূর্য্য, প্রভৃতি সমস্তই বীজ হইতে উৎপন্ন হয়। ইহা ধ্রুব সত্য। আনন্দপটলে অবস্থিত এই সনাতন তত্ত্ব সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিয়া, ইষ্টদেবতার পূজা করিলে সাধক সর্ব্বসিদ্ধীশ্বর হইয়া থাকে। হে চার্ব্বঙ্গি! এই সনাতন তত্ত্ব না জানিয়া, যে ব্যক্তি মন্ত্র সাধনায় প্রবৃত্ত হয়, সে ব্যক্তি নরক গমন করে। ৯-১১

১। দ্বিবিধং। ২। পদ্মান্ত। ৩। সমাকৃতিং। ৪। প্রজপেচ্চঞ্চলাপাঙ্গি, পূজা কার্য্যা চ চার্ব্বঙ্গি।

শূদ্রঃ শূদ্রমুখাৎ শ্রুত্বা বিদ্যাং বা মন্ত্রমুত্তমম্[১] ।
যং যং নরকমাপ্নোতি তং তং শৃণু সুনিশ্চিতম্ ॥ ১২
ন শূদ্রায় মতিং দদ্যান্নতু শূদ্রেঃ[২] কদাচন ।
উভয়োর্নরকং দেবি ত্রিকোটি-কুলসংযুতম্ ॥ ১৩
অনাচারো দ্বিজো যস্তু শূদ্রাণাং গুরুরেব সঃ ।
যদি শূদ্রো ভবেদ্দেবি সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ১৪
স্বধর্ম্মনিরতো ভূত্বা শ্রুত্বা দ্বিজগুরোর্মুখাৎ ।
সর্ব্বসিদ্ধিমবাপ্নোতি শীঘ্রং দেবত্বমাপ্নুয়াৎ[৩] ॥ ১৫
যদ্দেশে বিদ্যতে শূদ্রঃ পাতকী মন্ত্রবিক্রয়ী ।
তদ্দেশং পতিতং মন্যে তস্য রাজা চ পাতকী ॥ ১৬
স কথং চঞ্চলাপাঙ্গি জিহ্বায়াং প্রজপেন্মনুম্ ।
তস্য জিহ্বা বরারোহে মূত্রশোণিতবিট্‌যুতা ॥ ১৭

শূদ্র* যদি শূদ্রের নিকট হইতে উত্তম বিদ্যা বা মন্ত্র ও গ্রহণ করে, তাহা হইলে তাহারা যে-সকল নরকে গমন করে, সেই সকল নিশ্চিত তত্ত্ব শ্রবণ কর। ১২

শূদ্রকে কখনও মন্ত্রদান করিবে না বা শূদ্রের নিকট হইতে কোন মন্ত্র গ্রহণ করিবে না। হে দেবি! ইহার অন্যথাচরণে মন্ত্রদাতা ও গ্রহীতা উভয়েই ত্রিকোটি কুলসহ নরকে গমন করে। ১৩

যে দ্বিজ শূদ্রকে মন্ত্রদান করে, তাহাকে অনাচারী জানিবে। কিন্তু যে শূদ্র সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয় এবং স্বধর্ম্মনিরত, সে যদি দ্বিজ-গুরুর নিকট হইতে মন্ত্রলাভ করে, তাহা হইলে সেই শূদ্রও সর্ব্বসিদ্ধীশ্বর হয় এবং শীঘ্রই দেবত্ব [দেবতাকে] লাভ করে। ১৪-১৫

যে দেশে মন্ত্রবিক্রেতা শূদ্র বাস করে, সেই দেশকে পতিত এবং সেই দেশের রাজাকে পাতকী মনে করিবে। ১৬

হে চঞ্চলাপাঙ্গি! সেই শূদ্র কেন জিহ্বা দ্বারা মন্ত্র জপ করে। হে

১। বিদ্যামন্ত্রমনুত্তমং। ২। শূদ্রং। ৩। দেবমবাপ্নুয়াৎ।

* এস্থলে এবং পরবর্ত্তী শ্লোকগুলিতে শূদ্র শব্দে শাস্ত্র-নির্দ্দেশিত গুণগত শূদ্র বা মূর্খের বিষয় কথিত হইয়াছে। বর্ত্তমান যুগের জাতিগত শূদ্রত্বের বিষয় কোনতন্ত্রেই উক্ত হয় নাই।

তন্মুখং মূত্রবিট্‌কূপং অন্নং বিষ্ঠাসমং[১] সদা।
তজ্জলং শোণিতং সাক্ষাচ্চাণ্ডালসমজাতিষু॥ ১৮
পৃথিব্যাং যানি তীর্থানি সর্ব্বদেবময়ানি বৈ।
আলোক্য তন্মুখং তীর্থাস্তৎ স্থানং ত্যজ্য গচ্ছন্তি॥ ১৯
তীর্থকোটিঃ পলায়ন্তে দৃষ্ট্বা তন্মুখমণ্ডলম্।
গঙ্গা জলং পরিত্যজ্য দ্রুতং স্বস্থানমাপ্নুয়াৎ॥ ২০
মহাপাতকিনো যে যে[২] ব্রহ্মহত্যাদিসংযুতাঃ।
ত্রৈলোক্যপাবনী গঙ্গা তান্ পুনাতি ন সংশয়ঃ॥ ২১
মন্ত্রবিক্রয়িণঃ শূদ্রাঃ সদা শূকরবদ্ ভবেৎ[৩]।
তৎসংসর্গী চ যো বিপ্রশ্চর্ম্মকারঃ স এব হি॥ ২২
চাণ্ডালসদৃশঃ সোঽপি স এব বর্ণসঙ্করঃ।
স্বধর্ম্মনিরতঃ শূদ্রো বেদবিদ্যাং[৪] শৃণোতি যঃ॥ ২৩

বরারোহে। তাহার জিহ্বাকে সর্ব্বদা মূত্র, শোণিত ও বিষ্ঠাপ্রলিপ্ত বলিয়া জ্ঞান করিবে। ১৭

তাহার মুখকে বিষ্ঠা ও মূত্রের কূপ মনে করিবে এবং তাহার অন্নকে সর্ব্বদা বিষ্ঠাময় জ্ঞান করিবে। তৎপ্রদত্ত জলকেও শোণিততুল্য জ্ঞান করিবে এবং সেই শূদ্রকে চণ্ডালদের সমজাতীয় মনে করিবে। ১৮

পৃথিবীতে সর্ব্বদেবময় যে সকল তীর্থ আছে, সেই সকল তীর্থও সেই পাপিষ্ঠ শূদ্রের মুখাবলোকন করিলে সেই স্থান পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করে। ১৯

সেই পাপিষ্ঠের মুখ দর্শন করিলে কোটি তীর্থও পলায়ন করে। এমন কি গঙ্গাও তাহার মুখ দর্শন করিলে স্বীয় জল পরিত্যাগ করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করেন। ২০

যে সকল মহাপাপী ব্রহ্মহত্যা ইত্যাদি মহাপাপে লিপ্ত, ত্রৈলোক্যপাবনী গঙ্গা তাহাদিগকেও পাপ হইতে পরিত্রাণ করেন। ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। ২১

মন্ত্র বিক্রয়কারী শূদ্রকে সর্ব্বদা শূকরবৎ জ্ঞান করিবে। যে সকল

১। বিষ্ঠাময়ং। ২। চ। ৩। সদা নরকগামিনঃ; ব্যাঘ্রযোনৌ প্রজায়তে; কলৌ তু ভারতবর্ষে ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ। ৪। বিদ্যামন্ত্রং।

স ধন্যঃ পৃথিবীমধ্যে স এব বৈষ্ণবোত্তমঃ।
স শাক্তঃ শিবভক্তশ্চ গাণেশঃ সৌর এব সঃ[১] ॥ ২৪
স এব ধন্যো যস্যার্থে গোবিন্দো ব্যগ্রমানসঃ।
এতত্তে কথিতং দেবি বর্ণজ্ঞানবিনির্ণয়ম্ ॥ ২৫

ইতি কামধেনুতন্ত্রে হরপার্ব্বতী-সংবাদে
ত্রয়োদশঃ পটলঃ।

ব্রাহ্মণ ঐ মন্ত্রবিক্রয় শূদ্রের সংসর্গে থাকে, তাহারাও চর্ম্মকার-সদৃশ, চণ্ডাল-সদৃশ বা বর্ণসঙ্করতুল্য। কিন্তু যে স্বধর্ম্মনিরত শূদ্র বেদবিদ্যা শ্রবণ করে, সে পৃথিবী মধ্যে ধন্য এবং তাহাকে বৈষ্ণবোত্তম জানিবে। সে ব্যক্তি শূদ্র হইলেও একাধারে শাক্ত, শিবভক্ত, গণপতি ভক্ত এবং সৌর সাধক। ২২-২৪

সে ব্যক্তি শূদ্র হইলেও নরকুলে ধন্য এবং স্বয়ং গোবিন্দও তাহার জন্য সর্ব্বদা ব্যগ্রচিত্ত হইয়া থাকেন। হে দেবি! তোমার নিকট এই বর্ণজ্ঞান তত্ত্ব বর্ণনা করিলাম। ২৫

কামধেনুতন্ত্রে হরপার্ব্বতী সংবাদে ত্রয়োদশ পটল সমাপ্ত ॥

১। চ।

চতুর্দ্দশঃ পটলঃ

[মন্ত্রদীপনীকথনম্]

শিব উবাচ—

অপরৈকং প্রবক্ষ্যামি রহস্যং পরমাদ্ভুতম্ ।
যৎ কৃত্বা চঞ্চলাপাঙ্গি রাবণাদ্যাঃ নিশাচরাঃ ॥ ১
অবাপ্য মহতীং সিদ্ধিং[১] ত্রৈলোক্যপতয়োঽভবন্ ।
সঙ্কেতং পরমং গুহ্যং অক্ষরাণাং পৃথক্ পৃথক্ ॥ ২
এতত্তত্ত্বং বিজানাতি হরির্ব্রহ্মা পুরন্দরঃ ।
পঞ্চাশদ্বর্ণসঙ্কেতং সাবধানাবধারয় ॥ ৩
অকৃত্বা সাধকো যাতি রৌরবং নরকং প্রতি ।
রৌরবং নরকং যাতি পুনরাবৃত্তিদুর্ল্লভম্ ॥ ৪
বিশেষং বিষ্ণুমন্ত্রেষু কুর্য্যাদ্বৈষ্ণবসত্তমঃ ।
অকৃত্বা বৈষ্ণবো যাতি নরকান্ কোটি[২] কোটিশঃ ॥ ৫

[মূলাধার হইতে কুলকুণ্ডলিনীকে ব্রহ্মরন্ধ্রে উত্তোলনপূর্ব্বক ষট্‌চক্রে মন্ত্র ও মাতৃকাবর্ণ জপদ্বারা মন্ত্রদীপনী কথন। প্রকারান্তর মাতৃকাবর্ণদীপনী—যথা বিলোমক্রমে মাতৃকাজপ ও পূজা দ্বারা মন্ত্রদীপনী কথন।]

শিব কহিলেন, হে চঞ্চলাপাঙ্গি! যে উপায় অবলম্বনে রাবণাদি নিশাচর, মহতী সিদ্ধিলাভ করিয়া ত্রিভুবনের অধিপতি হইয়াছিল, সেই পরমাদ্ভুত অপর একটি রহস্য তোমাকে বলিতেছি। অক্ষরসমূহের পরমগোপনীয় ও পৃথক্ পৃথক্ সঙ্কেত বা সাধনপদ্ধতি বলিতেছি। ১-২

হরি, ব্রহ্মা ও পুরন্দর এই তত্ত্ব বিশেষভাবে জানেন। পঞ্চাশদ্ বর্ণের সংকেত বা পৃথক্ পৃথক্ সাধনপদ্ধতি অবহিতচিত্তে শ্রবণ কর। ৩

এই তত্ত্ব সাধন না করিয়া মন্ত্রসাধনায় প্রবৃত্ত হইলে সেই সাধক রৌরব নরকে গমন করে এবং সেই নরক হইতে তাহার প্রত্যাবর্তন সুদুর্লভ। ৪

বিশেষভাবে, বিষ্ণুমন্ত্রের সাধনায় বৈষ্ণব সাধক অবশ্যই এই বর্ণতত্ত্ব সাধনা করিবে। বৈষ্ণব সাধক যদি এই বর্ণতত্ত্ব সাধনা না করে, তাহা হইলে সে ব্যক্তি কোটি কোটি বার নরকে গমন করে। ৫

১। ঋদ্ধিং, অতিবৃদ্ধিঞ্চ। ২। নব।

মাসি মাসি বরারোহে শনিভৌমদিনে প্রিয়ে
প্রাতঃস্নানং সমাসাদ্য কৃত্বা সন্ধ্যাং প্রযত্নতঃ ॥ ৬
সূর্য্যায়ার্ঘ্যং ততো দদ্যাৎ পাপসংক্ষালনায় চ[১] ।
যাগমণ্ডপমাসাদ্য ভূতশুদ্ধিং বিধায় চ ॥ ৭
কুর্য্যান্ন্যাসং মাতৃকায়াঃ প্রণায়ামস্ততঃ পরম্ ।
ন্যাসানন্যান্[২] ততঃ কুর্য্যান্মন্ত্রমার্গেণ পার্ব্বতি ॥ ৮
শুক্লাম্বরধরঃ সোঽপি[৩] গন্ধলিপ্তকলেবরঃ ।
রক্তাসনং সমাসাদ্য কুশাসনমথাপি বা ॥ ৯
বিলিপ্য তাম্রপাত্রেষু সিন্দূরং রক্তচন্দনম্ ।
বিলিখ্য মাতৃকাবর্ণং তস্মিন্ পাত্রে পৃথক্ পৃথক্ ॥ ১০
অকারাদি-ক্ষকারান্তং সবিন্দুং চন্দ্রসংযুতম্ ।
মহাপদ্মান্তরস্থানাদানীয়[৪] ব্রহ্মরন্ধ্রকম্ ॥ ১১
বামনাসাপথেনৈব শ্বাসং পুষ্পাঞ্জলৌ ক্ষিপেৎ ।
তৎ পুষ্পং চঞ্চলাপাঙ্গি তাম্রপাত্রে বিনিক্ষিপেৎ[৫] ॥ ১২

হে বরারোহে! হে প্রিয়ে! প্রত্যেক মাসে শনি ও মঙ্গলবারে প্রথমে প্রাতঃস্নান সম্পন্ন করিয়া তৎপর যত্নসহকারে সন্ধ্যা করিবে। ৬

তৎপর পাপস্খালনার্থ সূর্য্যকে অর্ঘ্য প্রদান করিবে। তৎপর যাগমণ্ডপে প্রবেশ করিয়া ভূতশুদ্ধি করিবে। ৭

তৎপর মাতৃকান্যাস সম্পন্ন করিয়া প্রাণায়াম করিবে। তৎপর হে পার্ব্বতি! মন্ত্রমার্গ-নির্দিষ্ট অন্যান্য ন্যাস করিবে। ৮

সাধক শুক্লাম্বর ধারণ পূর্ব্বক গন্ধপ্রলিপ্ত-কলেবরে রক্তাসনে বা কুশাসনে উপবেশন করিবে। ৯

তৎপর তাম্রপাত্রকে সিন্দুর ও রক্তচন্দন দ্বারা প্রলিপ্ত করিয়া, অ হইতে ক্ষ পর্য্যন্ত প্রত্যেক মাতৃকাবর্ণকে চন্দ্রবিন্দু সহযোগে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে ঐ রক্ত-প্রলেপের উপর লিখিবে। তৎপর কুলকুণ্ডলিনীকে মূলাধার হইতে ব্রহ্মরন্ধ্রে আনয়ন করিবে। ১০-১১

তৎপর বামনাসাপথে শ্বাস গ্রহণকালে দুইবার পুষ্পাঞ্জলী প্রদান করিবে।

১। পাপ প্রক্ষালনায় চ। ২। ন্যাসান্তরং ; ন্যাসানন্যস্য। ৩। গ্রামী ; স্রথী।
৪। মহাপদ্মবনান্তস্থানাদানীয় ; মহাপদ্মান্তরস্থঞ্চ আনীয় ; মহাপদ্মবনান্তস্থাদানীয় ব্রহ্মবক্ত্রকম্।
৫। কুর্য্যাৎ পুষ্পস্য সঞ্চয়ম্।

পঞ্চাশদ্ধ্যানমাচর্য্য ক্রমাদানীয় মাতৃকাম্ ।
জীবন্যাসং ততঃ কুর্য্যাৎ পূর্ব্বমন্ত্রে পৃথক্ পৃথক্ ॥ ১৩
অকারাদি ক্ষ-কারান্তং সবিন্দুং চন্দ্রসংযুতম্ ।
পূর্ব্ববৎ চঞ্চলাপাঙ্গি কুর্য্যাৎ প্রাণস্য[১] সঞ্চয়ম্ ॥ ১৪
ধ্যাত্বা তু পূজয়েদ্দেবীং ক্রমেণৈব পৃথক্ পৃথক্ ।
গন্ধৈর্নানাবিধৈর্দ্দেবীং[২] পুষ্পৈর্নানাবিধৈস্তথা ॥ ১৫
ধূপৈর্নানাবিধৈর্দ্দেবি দীপৈর্নানাবিধৈস্তথা ।
নৈবেদ্যং বিবিধং দেবি চতুর্ব্বিধময়ং তথা ॥ ১৬
দত্ত্বা নানাফলাদীংশ্চ পূজয়েৎ পরমেশ্বরীম্ ।
নানাপুষ্পময়ৈ র্হারৈঃ শুক্লাদিগন্ধসংযুতৈঃ ॥ ১৭
মহাপদ্মবনান্তস্থে[৩] অষ্টোত্তরশতং জপেৎ ।
প্রজপেৎ মাতৃকামন্ত্রং বর্ণে বর্ণে পৃথক্ পৃথক্ ॥ ১৮

হে চঞ্চলাপাঙ্গি ! পুষ্পাঞ্জলীর পুষ্পসমূহ এইরূপে সেই তাম্রপাত্রে নিক্ষেপ করিবে। ১২

পঞ্চাশৎ মাতৃকাবর্ণের প্রত্যেক বর্ণের পৃথক্ পৃথক্ ধ্যান করিবে এবং ক্রমান্বয়ে সমস্ত মাতৃকাবর্ণকে ষট্‌চক্রের বিভিন্ন চক্র হইতে আজ্ঞাচক্রে [ভ্রূমধ্যচক্রে] আনয়ন করিবে। তৎপর প্রত্যেক মন্ত্রবর্ণের পৃথক্ পৃথক্ জীবন্যাস করিবে। ১৩

হে চঞ্চলাপাঙ্গি। অ হইতে ক্ষ পর্য্যন্ত প্রত্যেক বর্ণকে নাদবিন্দুসংযুক্ত পূর্ব্বোক্ত বিধানমতে* বর্ণসমূহে প্রাণসঞ্চার করিবে। ১৪

তৎক্রমান্বয়ে প্রত্যেক বর্ণের পৃথক্‌রূপে ধ্যান করিয়া নানাবিধ পুষ্প ও গন্ধ-দ্রব্য দ্বারা পৃথক্ পৃথক্ ভাবে পূজা করিবে। হে দেবি। পূজাকালে নানা-বিধ ধূপ, দীপ নৈবেদ্য বা অন্যূন পক্ষে চতুর্ব্বিধ নৈবেদ্য এবং নানাবিধ ফলাদি, নানাপ্রকার পুষ্পহার ও শ্বেতবর্ণ গন্ধদ্রব্যাদি দ্বারা মাতৃকারূপিণী পরমেশ্বরীর পূজা করিবে। ১৫-১৭

পৃথক্ পৃথক্‌রূপে মাতৃকাবর্ণসমূহ মূলাধারে অষ্টোত্তর শতবার জপ করিবে। অর্থাৎ অ হইতে ক্ষ পর্য্যন্ত সমস্ত বর্ণ অষ্টোত্তর শতবার জপ করিবে। তৎপর শতবার মূলমন্ত্র জপ করিবে। ১৮

১। প্রাণস্য। ২। দেবি। ৩। মহাপদ্মবনান্তস্থ।

* ৫ম, ৬ষ্ঠ, ৭ম ও ১০ম পটল দ্রষ্টব্য।

প্রতিপদ্মে জপেন্মন্ত্রং যস্মিন্ পদ্মে চ যা স্থিতা[১]।
তস্মিন্ পদ্মবনান্তঃস্থে[২] স্ববিদ্যাং প্রজপেচ্ছতম্ ॥ ১৯
সুপ্রসন্না মাতৃকা স্যাৎ তদৈব সহসা প্রিয়ে।
অকৃত্বা মাতৃকাপূজাং মাসি মাসি বরাননে ॥ ২০
ইষ্টবিদ্যাং জপেদ্‌যস্তু তস্য হানিং শৃণু প্রিয়ে।
চিত্রানাড়ীগতা ভূত্বা মাতৃকা পরমেশ্বরী ॥ ২১
সর্ব্বেষাং বৈষ্ণবানাঞ্চ শাক্তানাং বরবর্ণিনি।
শৈবানাঞ্চ মহেশানি অন্যেষাঞ্চৈব সুন্দরি ॥ ২২
হরন্তি সর্ব্বতেজাংসি মাতৃকা চক্রদেবতা।
আয়ুর্বিত্তং যশস্তেজোঽন্যানি যানি কানি চ ॥ ২৩
হরন্তি চ প্রিয়ে তেষাং জপপূজা নিরর্থকম্।
হরন্তি বৈষ্ণবাদীনাং নান্যথা বচনং মম ॥ ২৪

তৎপর স্বাধিষ্ঠান, মণিপূর, অনাহত, বিশুদ্ধ ও আজ্ঞাচক্রে যে যে বর্ণ বিদ্যমান, ঐ সকল চক্রের প্রত্যেক চক্রে সেই সেই বর্ণ জপ করিয়া, তৎপর একশতবার করিয়া প্রত্যেক চক্রে মূলমন্ত্র জপ করিবে। ১৯

হে প্রিয়ে! এইরূপে মাতৃকাবর্ণ এবং মূলমন্ত্র (অর্থাৎ ইষ্টমন্ত্র) জপ করিলে মাতৃকা সহসা প্রসন্ন হন। হে বরাননে! হে প্রিয়ে! প্রত্যেক মাসে উক্তরূপে মাতৃকাপূজা না করিয়া যে ব্যক্তি ইষ্টমন্ত্র জপ করে, তাহার ক্ষতির বিষয় শ্রবণ কর।

হে মহেশানি! হে সুন্দরি! বৈষ্ণব বা শাক্ত, বা শৈব, বা অন্য যে কোন মন্ত্রের সাধক, উক্তরূপে মাতৃকাপূজা না করিয়া যদি ইষ্টমন্ত্র জপে প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলে মাতৃকা পরমেশ্বরী চিত্রা নাড়ীতে গমন করিয়া, ষট্‌চক্রে অবস্থিত মাতৃকা ও চক্রদেবতা সাধকের সমস্ত তেজ, আয়ু, বিত্ত, যশ এবং অন্যান্য যাহা কিছু সম্পদ্ বর্ত্তমান থাকে, তাহা হরণ করেন। ২০-২৩

হে প্রিয়ে! মাতৃকাদেবী এইরূপস্থলে বৈষ্ণব প্রভৃতি সমস্ত সাধকের জপফল হরণ করেন। সুতরাং তাহাদের পক্ষে মাতৃকাপূজাও নিরর্থক। আমার এই বাক্যের কখনও অন্যথা হয় না। ২৪

১। যৎ স্থিতম্। ২। বনান্তস্থঃ।

অয়ং বিধি র্মহাদেবি কথ্যতে তব ভক্তিতঃ[১]।
প্রশস্তা মাতৃকা পূজা দীক্ষায়া মত এব হি ॥ ২৫
পুরশ্চর্য্যাশ্চ[২] চার্ব্বঙ্গি পূজনীয়া চ মাতৃকা।
মাতা সা সর্ব্ববিদ্যানাং মন্ত্রাণাঞ্চ পৃথক্ পৃথক্ ॥ ২৬
যস্মাদুৎপদ্যতে বিদ্যা মন্ত্রশ্চ সুরসুন্দরি।
তস্মাত্তু যত্নতো দেবি তাসাং পূজা বিধীয়তে ॥ ২৭
অন্যথা বিফলা পূজা সংবৎসরকৃতা চ যা।
অনেন বিধিনা দেবি পূজয়েদ্ যদি মাতৃকাম্ ॥ ২৮
প্রসন্না মাতৃকাদেবী পুত্রত্বেনানুকম্পতে[৩]।
রহিতো মাতৃকাপূজা জপপূজাদি-তৎপরঃ ॥ ২৯
তস্য সর্ব্বাং মহামায়া মাতৃকা জগদীশ্বরী।
হরন্তি মন্ত্রতেজাংসি আয়ুর্ব্বিদ্যাযশোবলম্ ॥ ৩০

[প্রকারান্তরদীপনী-কথনম্]

অপরৈকং প্রবক্ষ্যামি রহস্যং পরমাদ্ভুতম্।
অনুলোমেন কথিতং বিলোমং শৃণু পার্ব্বতি[৪] ॥ ৩১

হে মহাদেবি। কেবলমাত্র আমার প্রতি তোমার ভক্তিবশতঃ এই বিধি আমি তোমার নিকট ব্যক্ত করিলাম। দীক্ষাকালেও মাতৃকাপূজা প্রশস্ত জানিও। ২৫

পুরশ্চরণকালেও মাতৃকা পূজনীয়া জানিবে। মাতৃকা পৃথক্ পৃথক্‌ভাবে বিদ্যমান সমস্ত মন্ত্র ও বিদ্যার জননী। ২৬

হে সুরসুন্দরি। মাতৃকা হইতেই মন্ত্র ও বিদ্যাসমূহের উৎপত্তি হয়। সুতরাং, হে দেবি। সর্ব্বপ্রযত্নে মাতৃকা পরমেশ্বরীর পূজা করিবে। ২৭

অন্যথা সারাবৎসর পূজা করিলেও তাহা বিফল হয়। হে দেবি। উক্ত বিধিনির্দ্দিষ্ট মতে যদি সাধক মাতৃকার পূজা করে, তাহা হইলে মাতৃকাদেবী তাহার প্রতি প্রসন্না হন এবং সাধককে পুত্ররূপে অনুকম্পা প্রদর্শন করেন। কিন্তু মাতৃকাপূজারহিত সাধক জপ ও ইষ্টপূজাদিতৎপর হইলেও মাতৃকা জগদীশ্বরী

১। যত্নতঃ। ২। পুরশ্চর্য্যাং হি।
৩। কল্পতে? ৪। অনুলোমবিলোমেন কথিতং শৃণু পার্ব্বতি।

অনুলোমে যথা পূজা বিলোমে চ তথৈব হি।
সর্ব্বেষাং জপযজ্ঞানাং সহসা ফলভাগ্ ভবেৎ ॥ ৩২
সহসা সিদ্ধিমাপ্নোতি সহসা ধর্ম্মমাপ্নুয়াৎ।
সহসা অর্থমাপ্নোতি সহসা মোক্ষমাপ্নুয়াৎ ॥ ৩৩
পৌর্ণমাস্যামমাবস্যাং মাসি মাসি প্রযত্নতঃ।
যঃ করোতি প্রসন্নাত্মা স এব শ্রীসদাশিবঃ ॥ ৩৪
জ্ঞাত্বাস্য দীপনীবিদ্যাং[১] আনন্দপটলে স্থিতাম্।
অজ্ঞাত্বা দীপনীবিদ্যাং চতুর্ব্বর্গফলপ্রদাম্[২] ॥ ৩৫
রহস্যমেতদজ্ঞাত্বা সর্ব্বং নিষ্ফলতাং ব্রজেৎ[৩] ॥ ৩৬

ইতি কামধেনুতন্ত্রে হরপার্ব্বতী-সংবাদে
চতুর্দ্দশঃ পটলঃ।

মহামায়া, সেই সাধকের মন্ত্রতেজ, আয়ু, বিদ্যা, যশ, বল প্রভৃতি সমস্তই হরণ করেন। ২৮-৩০

[প্রকারান্তর বর্ণদীপনীকথন]

হে পার্ব্বতি! প্রকারান্তর বর্ণদীপনীবিধি বলিতেছি। অনুলোমে জপের বিষয় ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি। অধুনা পরমাদ্ভুত বিলোম জপরহস্য শ্রবণ কর। ৩১

অনুলোম জপে যে পূজাবিধি কথিত হইয়াছে, বিলোমজপেও তাহাই পূজাপদ্ধতি জানিবে। বিলোম জপের দ্বারা সাধক সহসা সমস্ত জপযজ্ঞের ফল লাভ করে। ৩২

তাহার ফলে সাধকের সহসা মন্ত্রসিদ্ধি, ধর্ম্ম, অর্থ ও মোক্ষলাভ হয়। ৩৩

প্রত্যেকমাসে পূর্ণিমা ও অমাবস্যা তিথিতে যে প্রসন্নাত্মা সাধক সর্ব্বপ্রযত্নে এইরূপে বিলোমে মাতৃকাবর্ণ জপ করে, সে স্বয়ং সদাশিবতুল্য হয়। ৩৪

এই বর্ণদীপনীর জ্ঞানলাভ করিলে সাধক আনন্দপটলে অবস্থান করে। যে সাধক চতুর্ব্বর্গ ফলপ্রদ এই বর্ণদীপনীরহস্য জ্ঞাত নহে, তাহার সমস্ত সাধনাই নিষ্ফল হয়। ৩৫-৩৬

কামধেনুতন্ত্রে হরপার্ব্বতী-সংবাদে চতুর্দ্দশ পটল সমাপ্ত।

১। জ্ঞাত্বা সন্দীপনীং বিদ্যাং; ধ্যাত্বাস্য দীপনীবিদ্যাং। ২। চতুর্ব্বর্গপ্রদাং প্রিয়ে।
৩। রহস্যমেতদন্যচ্চ সর্ব্বঞ্চ বিফলং ব্রজেৎ; রহস্যমেতৎ জ্ঞাতব্যং অন্যথা বিফলং ভবেৎ।

পঞ্চদশঃ পটলঃ

[দিব্যবীরভাবেন জপাৎ বর্ণদীপনী]

শিব উবাচ—

এতত্তত্ত্বমবিজ্ঞায় ন ভাবো জায়তে প্রিয়ে ।
ন দেবো বিদ্যতে কাষ্ঠে ন পাষাণে চ[১] পার্ব্বতি ॥ ১
ভাবেষু বিদ্যতে দেবো ভাবো মোক্ষস্বরূপকঃ[২] ।
দিব্যভাবো বীরভাবস্তদৈব সহসা ভবেৎ ॥ ২
অন্যথা চঞ্চলাপাঙ্গি পশুভাবময়ঃ সদা ।
স্বভাবেন[৩] বিনা দেবি কথং সিদ্ধির্ভবেৎ প্রিয়ে ॥ ৩
তস্মাৎ প্রযত্নতো দেবি বীর[৪]-ভাবময়ো ভবেৎ ।
অনেনৈব বিধানেন মাতৃকাং পূজয়েত্তু যঃ ॥ ৪
স এব দিব্যভাবঃ স্যাদ্ বীরভাবঃ স এব হি ।
স ধনী স গুণী লোকে মাতৃকাং যস্তু পূজয়েৎ ॥ ৫

[দিব্য ও বীর ভাবে জপদ্বারা বর্ণদীপনী। প্রকারান্তর বর্ণদীপনী। ককার ধ্যান সহযোগে দিব্য ও বীরভাবে কামিনীধ্যান, প্রফুল্লধ্যান। প্রকারান্তর বর্ণদীপনী। অনাহতচক্রে কামিনীধ্যান এবং তদ্‌গর্ভে অ-কারাদি ক্ষ-কারান্ত বর্ণ অনুলোম বিলোমক্রমে কামিনীগর্ভে ধ্যান। ইহাকে বর্ণের মোহন কারক বলা হয়।]

শিব কহিলেন—হে প্রিয়ে! এই তত্ত্ব অবিজ্ঞাত থাকিলে দিব্য বা বীর ভাব কিছুরই উৎপত্তি হয় না। হে পার্ব্বতি! কাষ্ঠে বা পাষাণে দেবতা অবস্থান করেন না। দেবতা ভাবমধ্যে অবস্থান করেন এবং ভাবই মোক্ষ-স্বরূপ। ভাবাবলম্বনের দ্বারাই সাধক সহসা দিব্য বা বীরভাব প্রাপ্ত হয়। ১-২

হে চঞ্চলাপাঙ্গি! দিব্য বা বীরভাবহীন কার্যকে সর্ব্বদা পশুভাবময় বলিয়া জানিবে। হে প্রিয়ে! পশুভাবাবলম্বনে কিরূপে মন্ত্রসিদ্ধি সম্ভবপর হইতে পারে। ৩

হে দেবি! সুতরাং সর্ব্বপ্রযত্নে বীরভাব অবলম্বন করিবে। এই বিধানানু-যায়ী দিব্য বা বীর ভাবাবলম্বনে যে ব্যক্তি মাতৃকার পূজা করে, তাহার দিব্য

১। পাষাণেষু। ২। স্বরূপিণী, স্বরূপধৃক্। ৩। স ভাবেন। ৪। সুধীঃ।

[প্রকারান্তরেণ বর্ণদীপনী-কথনম্]

অপরৈকং প্রবক্ষ্যামি সামান্যং বরবর্ণিনি।
পূর্ব্বোক্তধ্যানমাচর্য্য প্রজপেন্মাতৃকামনুম্ ॥ ৬
ক-কার-ধ্যানমাত্রেণ সর্ব্বসিদ্ধিঃ প্রজায়তে।
জপ্ত্বা ক-কারং চার্ব্বঙ্গি সর্ব্বাসাং ভবতি প্রিয়ে ॥ ৭
সর্ব্বসাং মাতৃকাং জপ্ত্বা ক-কারং কেবলঞ্চ বা।
সর্ব্বাসাং মাতৃকাণাঞ্চ ধ্যানাদ্ যৎ ফলমাপ্নুয়াৎ ॥ ৮
কেবলং চঞ্চলাপাঙ্গি ক-কারাৎ প্রাপ্নুয়ান্নরঃ।
ক-কারঃ সর্ব্ববর্ণানাং মূলপ্রকৃতিরূপিণী ॥ ৯
তস্মাৎ প্রযত্নতো দেবি ক-কার-ধ্যানমাচরেৎ[১]।
প্রত্যহং পূজয়েদ্দেবীং প্রত্যহং[২] প্রজপেৎ সুধীঃ ॥ ১০
সর্ব্বাসাং ফলমাপ্নোতি তদা ভাবময়ো ভবেৎ।
ককারং পূজনাদ্ ভদ্রে সর্ব্বাসাং পূজনং ভবেৎ ॥ ১১

ও বীরভাব সিদ্ধ হয় এবং সে ব্যক্তি লোকমধ্যে ধনী ও জ্ঞানী বলিয়া গণ্য হয়। ৪-৫

[প্রকারান্তর বর্ণদীপনী-কথন]

হে বরবর্ণিনি! অন্য প্রকার সাধারণ বর্ণদীপনী বলিতেছি। পূর্ব্বোল্লিখিত বিধি অনুসারে ক-কারের ধ্যান করিয়া, তৎপর মাতৃকামন্ত্র [অর্থাৎ অনুলোম বিলোমক্রমে নাদবিন্দু-সংযুক্ত অকারাদি ক্ষ-কারান্ত মাতৃকাবর্ণ] জপ করিবে। ৬

হে প্রিয়ে! ক-কারের ধ্যান করিলে সমস্ত মাতৃকাবর্ণের ধ্যান করা হয় এবং হে চার্ব্বঙ্গি! ক-কার জপদ্বারা সমস্ত মাতৃকাবর্ণের যুগপৎ জপসিদ্ধ হয়। ৭

হে চঞ্চলাপাঙ্গি! সমস্ত মাতৃকাবর্ণ জপ ও ধ্যান করিয়া যে ফল লাভ হয়, কেবলমাত্র "ক"-কার [কং] জপ ও ধ্যান দ্বারাও মানব ঠিক সেই ফল লাভ করে। "ক"-কার সমস্ত মাতৃকাবর্ণের মূল প্রকৃতিস্বরূপিণী। ৮-৯

হে দেবি! হে প্রিয়ে! সুতরাং সর্ব্বপ্রযত্নে সুধী সাধক প্রত্যহ ক-কারের পূজা জপ ও ধ্যান করিবে। ১০

হে ভদ্রে! এইরূপে কেবলমাত্র ক-কারের জপ পূজা ও ধ্যান দ্বারা সমস্ত

১। ক-কারং পূজয়েৎ প্রিয়ে। ২। প্রথমং।

প্রত্যহং পূজয়েদ্ যস্তু প্রতিমাসি বরাননে।
দিব্যো বীরঃ স এব স্যাৎ সর্ব্ব[১]-পূজাফলং লভেৎ ॥ ১২
অকৃত্বা চঞ্চলাপাঙ্গি মনসাপি চ সংস্মরেৎ।
সর্ব্বপূজাময়ঃ সোঽপি সর্ব্বভাবময়ঃ সদা ॥ ১৩
ভাবতত্ত্বমবিজ্ঞায় বিষ্ণুমন্ত্রং কথং জপেৎ।
শক্তিমন্ত্রং মহেশানি স পামরো কথং[২] জপেৎ ॥ ১৪
শিবমন্ত্রঞ্চ সৌরঞ্চ গাণেশং স কথং জপেৎ।
ভাবতত্ত্বং বিনা দেবি প্রজপেদ্ যদি কোটিধা ॥ ১৫
সর্ব্বং তস্য বৃথা দেবি নরকঞ্চ পদে পদে।
স কথং চঞ্চলাপাঙ্গি দিব্যবীরগুরুর্ভবেৎ ॥ ১৬
পশুবৎ সর্ব্বদা দেবি স এব পশুগুরুঃ প্রিয়ে।
ভাবতত্ত্বেন রহিতঃ স কথং পঞ্চমং যজেৎ ॥ ১৭

বর্ণের জপ পূজা ও ধ্যানফল লাভ হয়। তৎপর দিব্য বা বীর ভাবাবলম্বনে ক-কারের পূজা করিলে তাহা দ্বারা সমস্তবর্ণের পূজা করা হয়। ১১

হে বরাননে! যে ব্যক্তি প্রত্যেক মাসে এইরূপে প্রতিদিন ক-কারের পূজা করে সে দিব্য বা বীর যে ভাবানুযায়ী পূজা সেই ভাবানুসারে সর্ব্ববর্ণের পূজা-ফল লাভ করে। ১২

হে চঞ্চলাপাঙ্গি! যে ব্যক্তি উক্তরূপে ক-কারের পূজা না করিয়া কেবলমাত্র মনে মনে ঐ পূজা সম্পন্ন করে, সে ব্যক্তিও ভাবানুযায়ী সর্ব্ববর্ণের পূজাফল প্রাপ্ত হয়। ১৩

হে মহেশানি! ভাবতত্ত্ব অর্থাৎ দিব্য ও বীর ভাবের বিষয় জ্ঞাত না হইয়া কেন সাধক বৃথা বিষ্ণুমন্ত্র জপে প্রবৃত্ত হয়? বা শক্তিমন্ত্রই সে পাপিষ্ঠ কেন জপ করে? ১৪

অথবা শিব, সৌর, গণেশ-মন্ত্রই বা সে কেন বৃথা জপ করে? হে দেবি! বিনা ভাবাবলম্বনে কোটি কোটি মন্ত্র জপ করিলেও তাহা সমস্তই নিষ্ফল হয় এবং প্রতিপদে সে নরকগামী হয়। হে চঞ্চলাপাঙ্গি! এই ভাবহীন সাধক কিরূপে দিব্যভাব বা বীরভাব-সম্পন্ন গুরু হইবে? ১৫-১৬

হে দেবি! হে প্রিয়ে! ভাবহীন সাধক সর্ব্বদা কেবল পশুভাব সাধকের

১। পূর্ব্ব। ২। স কথং পামরো।

ভাবতত্ত্বময়ো ভূত্বা মকারং পঞ্চমং যজেৎ।
বৈষ্ণবস্তু বরারোহে মকার-পঞ্চমং ত্যজেৎ[১] ॥ ১৮
ম-কারস্য চ যা পূজা অন্যথা বিফলা ভবেৎ।
ধ্যানমাত্রেণ চার্ব্বঙ্গি ককারস্যাতিদুর্লভম্ ॥ ১৯
দেবতায়া বরারোহে শরীরং জায়তে ধ্রুবম্।
তত্ত্বমত্র[২] প্রবক্ষ্যামি আনন্দপটলে স্থিতম্ ॥ ২০
কালীহৃদয়বিদ্যা চ ত্রিংশাক্ষরময়ী সদা[৩]।
তদা সিদ্ধময়ং সোঽপি অন্যথা বিফলং ভবেৎ[৪] ॥ ২১
ইষ্টধ্যানং ততঃ কৃত্বা হৃদিমধ্যে নিরীক্ষণম্।
প্রথমং কামিনীং ধ্যাত্বা প্রফুল্লং তদনন্তরম্ ॥ ২২
প্রফুল্লধ্যানমাত্রেণ জায়তে দেববিগ্রহঃ।
প্রফুল্লাজ্জায়তে দেবি যস্য যা ইষ্টদেবতা ॥ ২৩

গুরু হইতে পারে। ভাবতত্ত্ববিহীন অর্থাৎ দিব্য বা বীরভাবহীন সাধক কেন বৃথা পঞ্চ মকারের দ্বারা সাধনায় প্রবৃত্ত হয় ? ১৭

সর্ব্বদা কেবলমাত্র দিব্য বা বীরভাবাবলম্বনে পঞ্চ মকার দ্বারা সাধনায় প্রবৃত্ত হইবে। হে বরারোহে! বৈষ্ণবগণ পঞ্চ মকার ত্যাগ করিবে। (পাঠান্তরে বৈষ্ণবসাধকও পঞ্চ মকার দ্বারা সাধনা করিবে)। ১৮

দিব্য বা বীরভাবাপন্ন না হইলে পঞ্চ মকার দ্বারা পূজা নিষ্ফল হয়। হে চার্ব্বঙ্গি! হে বরারোহে! সুদুর্লভ ক-কারের ধ্যানমাত্রই দেবতার শরীর উৎপন্ন হয়। ইহা ধ্রুব সত্য। অধুনা আনন্দপটলস্থিত সেই তত্ত্ব বলিতেছি। ১৯-২০

কালীহৃদয়বিদ্যা সর্ব্বদাই ত্রিংশাক্ষরী। এই বিদ্যা সর্ব্বদা সিদ্ধি দান করে। এই বিদ্যার ব্যতিক্রম করিলে সাধনা সফল হয় না। ২১

ইষ্ট দেবতা উৎপন্ন হইবার পর, ঐ দেবতার ধ্যান করিয়া, হৃদয়মধ্যে ইষ্ট-দেবতাকে নিরীক্ষণ করিবে। প্রথমে কামিনীর ধ্যান করিয়া তৎপর প্রফুল্লের ধ্যান করিতে হয়। ২২

প্রফুল্লের ধ্যান* মাত্রই দেববিগ্রহের উৎপত্তি হয়। হে দেবি! যে সাধকের

১। যজেৎ। ২। এবং মন্ত্রং ; অর্কমন্ত্রং। ৩। কালীকুল্লামবিদ্যাঞ্চ ত্রিংশৎ তত্ত্বময়ী সদা। ৪। সিদ্ধিময়ঃ সাধকঃ সোঽপি অন্যথা বিফলা সদা।

* প্রফুল্ল—লীং বীজ দশবার জপ। লীং বীজের ধ্যান মূলে প্রদত্ত হয় নাই।

তদিষ্টং ভাবয়েদ্দেবি তন্ত্রোক্ত[১]-ধ্যানবর্ত্মনা।
দেবতায়াঃ শরীরঞ্চ বীজাত্বুৎপদ্যতে ধ্রুবম্ ॥ ২৪
মন্ত্রস্য প্রথমাদ্বীজাজ্জায়তে নগনন্দিনি।
পঞ্চাশন্মাতৃকা যা সা[২] সর্ব্বা যুবতীরূপিণী ॥ ২৫
তস্মাত্তু যুবতীদেহাজ্জায়তে কৃষ্ণবিগ্রহঃ।
রামঃ পদ্মপলাশাক্ষঃ প্রফুল্লাজ্জায়তে ধ্রুবম্ ॥ ২৬
বীজাত্বুৎপদ্যতে দেবি পরং ব্রহ্ম সনাতনঃ।
বীজসংযোগমাত্রেণ শব্দব্রহ্মসনাতনঃ[৩] ॥ ২৭

[প্রকারান্তরেণ বর্ণদীপনী-কথনম্]

অপরৈকং প্রবক্ষ্যামি রহস্যং পরমাদ্ভুতম্।
পঞ্চাশদ্বর্ণসঙ্কেতং পঞ্চাশত্তত্ত্বমুত্তমম্[৪] ॥ ২৮

যিনিই ইষ্টদেবতা হউন না কেন, প্রফুল্ল হইতেই ঐ ইষ্টদেবতার উৎপত্তি হয়। ২৩

হে দেবি! সুতরাং তন্ত্রোক্ত বিধি অনুসারে সাধক স্ব স্ব ইষ্টদেবতার ধ্যান করিবে। হে নগনন্দিনি! মন্ত্রের প্রথম বীজ** হইতেই দেবতার শরীর উৎপন্ন হয়। ইহা ধ্রুব সত্য জানিও। পঞ্চাশৎ মাতৃকাবর্ণের প্রত্যেক বর্ণই যুবতী-রূপধারিণী। ২৪-২৫

সেই যুবতীদেহ হইতেই কৃষ্ণ এবং পদ্মপলাশলোচন রাম উৎপন্ন হন। ইহা ধ্রুব সত্য। ২৬

হে দেবি! বীজ হইতেই সনাতন পরম ব্রহ্ম উৎপন্ন হন। বীজ-সংযোগ দ্বারাই সনাতন শব্দব্রহ্মের উৎপত্তি হয়। ২৭

[প্রকারান্তর বর্ণদীপনী-কথন]

প্রকারান্তর পরমরহস্যজনক এবং অত্যাশ্চর্য্য পঞ্চাশৎ বর্ণের তত্ত্বের সঙ্কেত বলিতেছি। ২৮

১। মন্ত্রোক্ত। ২। যাঃ তাঃ। ৩। পরম ব্রহ্ম ভবেদ্ ধ্রুবম্। ৪। মন্ত্রতং।

** মন্ত্রের প্রথমবীজই প্রফুল্ল এবং তাহা হইতেই দেবতার দেহ উৎপত্তি হয়—ইহাই এস্থলে বক্তব্য মনে হইতেছে।

বর্ণতত্ত্বং বিনা দেবি প্রজপেদ্ যদি কোটিধা।
সর্ব্বং তস্য বৃথা দেবি হানিস্তস্য পদে পদে ॥ ২৯
হৃৎপদ্মে দ্বাদশদলে বরাটোপরি কামিনীম্।
ধ্যাত্বা প্রযত্নতো দেবি তদ্‌গর্ভে বর্ণভাবনম্ ॥ ৩০
অকারাদি ক্ষ-কারান্তং ত্রিকোণমধ্যমণ্ডলে।
অনুলোমবিলোমেন কামিন্যা গর্ভপঞ্জরে ॥ ৩১
একৈকং ভাবয়েদ্দেবি প্রতিবর্ণং পৃথক্ পৃথক্।
সর্ব্বাসাং গর্ভশূন্যেষু[1] ককারং সুরপূজিতে ॥ ৩২
ধ্যাত্বা প্রযত্নতো দেবি অনুলোমবিলোমতঃ।
পাঞ্চশৎতত্ত্বসঙ্কেতং পঞ্চাশদ্‌বর্ণমেব হি[2] ॥ ৩৩
যঃ করোতি নরো জ্ঞাত্বা শীঘ্রং[3] বিদ্যা প্রসীদতি।
কিমসাধ্যং বরারোহে যস্মৈ বিদ্যা প্রসীদতি ॥ ৩৪

হে দেবি! বর্ণসমূহের তত্ত্ব না জানিয়া কোটি কোটি বার জপ করিলেও তাহা কেবল যে নিষ্ফল হয়, তাহা নহে, পরন্তু পদে পদে সেই সাধক বিপদ বা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ২৯

হে দেবি। অনাহতচক্রে দ্বাদশদলে উন্মীলিত পদ্মোপরি কামিনীর ধ্যান করিয়া তৎপর কামিনীগর্ভে উর্দ্ধমুখ ত্রিকোণমণ্ডল ভাবনা করতঃ ঐ ত্রিকোণ-মণ্ডলমধ্যে অকারাদি ক্ষ-কারান্ত বর্ণসমূহ অনুলোম বিলোমক্রমে নাদবিন্দু-সহযোগে চিন্তা করিবে। ৩০-৩১

হে দেবি! হে সুরপূজিতে! এক একটি করিয়া প্রত্যেক বর্ণকে পৃথক্ পৃথক্ চিন্তা করিবে। তৎপর ঐ সকল বর্ণের কেন্দ্রস্থলে ত্রিকোণমধ্যে "কং" বর্ণ ধ্যান করিবে। ৩২

হে দেবি। অতিশয় যত্ন সহকারে অনুলোম ও বিলোমক্রমে উক্তপ্রকারে প্রত্যেক বর্ণের ধ্যান করিবে। ইহাকেই পঞ্চাশৎ বর্ণের তত্ত্বসঙ্কেত বলা হয়। ৩৩

যে ব্যক্তি এই পঞ্চাশৎ তত্ত্বসঙ্কেত জানিয়া জপ করে, তাহার অতি শীঘ্র মন্ত্র সিদ্ধিলাভ হয়। হে বরারোহে! বিদ্যা (মন্ত্র) যাহার প্রতি প্রসন্না হয়, তাহার অসাধ্য কি থাকিতে পারে ? ৩৪

১। দেবদেবীনাং। ২। পঞ্চাশৎ তত্ত্বসঙ্কেতং যঃ করোতি প্রসন্নধীঃ। ৩। ক্ষিপ্রং।

ষট্‌চক্রে পরমেশানি রহস্যস্থানমুত্তমম্ ।
সহস্রারে গুরোঃ পাদপদ্মং[১] ধ্যাত্বা প্রযত্নতঃ ।। ৩৫
পঞ্চাশদ্বর্ণসঙ্কেতং যঃ কুর্য্যান্মানব প্রিয়ে ।
কেশবং বশয়েদ্দেবি রহস্য[২] মনুনা ধ্রুবম্ ॥ ৩৬
মোহয়েচ্চঞ্চলাপাঙ্গি রুদ্রং কালানলপ্রভম্ ।
সর্ব্বং চরাচরং বিশ্বং সহসা মোহমানয়েৎ ॥ ৩৭
ইতি তে[৩] কথিতং দেবি বর্ণমোহনমুত্তমম্ ।
অজ্ঞাত্বা মোহনং তত্ত্বং প্রজপেদ্ যদি পার্ব্বতি[৪] ॥ ৩৮
সর্ব্বং তস্য বৃথা দেবি নান্যথা চ কদাচন ।
এতত্তত্ত্বপ্রভাবাদ্ধি কালকূটং পিবাম্যহম্ ॥ ৩৯
এতত্তত্ত্বপ্রভাবাদ্ধি অচিরাৎ সিদ্ধিমাপ্নুয়াৎ ।
গর্ভমধ্যে জপেন্মন্ত্রমনুলোমবিলোমতঃ ॥ ৪০

হে পরমেশানি ! ষট্‌চক্রই বর্ণসমূহের প্রকৃত স্থান এবং রহস্য স্থান। হে প্রিয়ে। সহস্রারে গুরুপাদপদ্ম সযত্নে ধ্যান করিয়া যে ব্যক্তি উক্তরূপে পঞ্চাশৎবর্ণের তত্ত্বসঙ্কেত অনুযায়ী কার্য্য করে, সে ব্যক্তি মন্ত্রজপদ্বারা কেশবকেও বশ করে। হে দেবি ! ইহা ধ্রুব সত্য। ৩৫-৩৬

হে চঞ্চলাপাঙ্গি ! এই নিয়মানুযায়ী কার্য্যের ফলে সেই সাধক কালানল-প্রভ রুদ্রকেও মোহিত করে এবং সর্ব্ব চরাচর বিশ্বই সহসা মোহিত হয়। ৩৭

হে দেবি ! তোমাকে মোহনকারক এই উত্তম বর্ণতত্ত্ব কহিলাম। হে পার্ব্বতি ! এই মোহনতত্ত্ব না জানিয়া যে ব্যক্তি মন্ত্র জপ করে, তাহার সমস্ত জপ নিষ্ফল হয় এবং কদাচ ইহার অন্যথা হয় না। এই তত্ত্ব পরিজ্ঞাত থাকার ফলেই আমি কালকূট পান করিয়াছিলাম। অর্থাৎ ইহার ফলেই আমি কাল-কূটকেও মোহিত বা বশীভূত করিয়াছিলাম। ৩৮-৩৯

এই বর্ণমোহনতত্ত্ব পরিজ্ঞাত থাকিলে তাহার প্রভাবে সাধক অচিরাৎ মন্ত্র-সিদ্ধি লাভ করে। কামিনীগর্ভমধ্যে অনুলোম ও বিলোমক্রমে মন্ত্র জপ করিবে। ৪০

১। গুরোঃ পাদে পদ্মং। ২। রহস্যেনাধুনা। ৩। এতত্তে। ৪। অজ্ঞাত্বা মোহনং তত্ত্বং য কুর্য্যাদন্যমোহনং।

জপিত্বা বর্ণমেকৈকং[১] স্বস্থানমানয়েচ্চ তম্ ।
পুনঃ বর্ণং[২] সমাকৃষ্য কামিনীগর্ভমধ্যতঃ ॥ ৪১

প্রজপেদক্ষরং দেবি চন্দ্রবিন্দুসমন্বিতম্ ।
পঞ্চাশদক্ষরং দেবি[৩] ভাবয়েত্তু পৃথক্ পৃথক্ ॥ ৪২

অজ্ঞাত্বা মোহনং তত্ত্বং প্রজপেদ্ যদি পার্ব্বতি ।
তস্মৈ লোকাঃ সগন্ধর্ব্বাঃ বৈর[৪]-ভাবং ব্রজন্তি বৈ ॥ ৪৩

প্রত্যক্ষরঞ্চ যদ্দেবি[৫] কথিতং বর্ণমোহনম্ ।
অনেন বিধিনা দেবি যো জপেন্মন্ত্রমুত্তমম্ ॥ ৪৪

তস্য শীঘ্রং ভবেৎ সিদ্ধিরন্যথা বিফলং ভবেৎ ।
সস্বরে[৬] লিখিতং দেবি যথা ভবতি অক্ষরম্ ॥ ৪৫

তদ্বদেব[৭] বরারোহে জপপূজা নিরর্থকম্ ।
বিশেষমন্ত্রং বক্ষ্যামি আনন্দপটলে স্থিতম্ ॥ ৪৬

উক্তরূপে হৃৎপদ্মে কামিনীগর্ভে ঊর্দ্ধমুখ ত্রিকোণমধ্যে মন্ত্র জপ সমাপ্ত করিয়া মন্ত্রের বর্ণসমূহকে ক্রমান্বয়ে কামিনীগর্ভ হইতে আকর্ষণ করিয়া ষট্‌চক্রে ঐ বর্ণের অবস্থান-নির্দ্দিষ্ট পদ্মে যথাস্থানে পরপর আনয়ন করিয়া সংস্থাপিত করিবে। ৪১

হে দেবি! তৎপর নাদবিন্দু-সমন্বিত পঞ্চাশৎ অক্ষর পুনরায় পৃথক্ পৃথক্-রূপে একবার ভাবনা করিবে। ৪২

হে পার্ব্বতি! মোহনতত্ত্ব না জানিয়া যদি কেহ মন্ত্র জপ করে তাহা হইলে গন্ধর্ব্বগণসহ সমস্ত মানব তাহার প্রতি বৈরভাব অবলম্বন করে। ৪৩

হে দেবি! বর্ণমোহনকর বলিয়া যাহা বর্ণনা করিলাম, তদ্‌বিধি অনুযায়ী যে ব্যক্তি প্রত্যেকটি অক্ষর ও মন্ত্র জপ করিবে, সে ব্যক্তি শীঘ্র মন্ত্রসিদ্ধি লাভ করিবে। সে ব্যক্তি কখনও ব্যর্থকাম হইবে না। যে ব্যক্তি নাদবিন্দু সহ-যোগে বর্ণসমূহ না লিখিয়া কেবলমাত্র স্বরবর্ণযোগে অক্ষরসমূহ (ব্যঞ্জনবর্ণ-সমূহ) সাধারণভাবে লিখিয়া থাকে, সেরূপ লেখার ফলে জপ ও পূজা বিফল হইয়া থাকে। আনন্দপটলে অবস্থিত মোহন নামক পঞ্চবিংশাক্ষর বিশেষ

১। বর্ণমেকস্ত। ২। পুনরন্যং। ৩। এবং ; চৈব। ৪। বৈরি। ৫। প্রত্যক্ষরময়ং দেবি। ৬। সস্তাবং। ৭। তত্ত্বদেব।

মন্ত্রং[১] শ্রীমোহনং নাম পঞ্চবিংশতি অক্ষরম্[২] ।
জ্ঞাত্বা যঃ কুরুতে দেবি তস্য সিদ্ধিরদূরতঃ ॥ ৪৭
অন্যথা বিফলং সর্ব্বং বহুসংখ্যফলং নহি[৩] ॥ ৪৮

ইতি কামধেনুতন্ত্রে হরপার্ব্বতী-সংবাদে পঞ্চদশঃ পটলঃ ।

মন্ত্র বলিতেছি। যে ব্যক্তি এই মোহন মন্ত্র জানিয়া সাধনায় প্রবৃত্ত হইবে, তাহার সিদ্ধি অদূরবর্ত্তী। ৪৪-৪৭

মোহন মন্ত্র না জানিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে বহুসংখ্যক মন্ত্রজপেও কোন ফল লাভ হয় না। বরং তাহার সমস্ত কার্য্যই বিফলতায় পর্য্যবসিত হয়। ৪৮

কামধেনুতন্ত্রে হরপার্ব্বতী-সংবাদে পঞ্চদশ পটল সমাপ্ত।

১। তত্ত্বং। ২। পঞ্চাশদ্বর্ণসংজ্ঞকম্। ৩। শৃণুষ্ব কমলাননে, রহস্যং সফলং নহি।

ষোড়শঃ পটলঃ

[মন্ত্রস্য নিদ্রাভঙ্গঃ]

শিব উবাচ—

অন্যথা সংপ্রবক্ষ্যামি রহস্যং পরমাদ্ভুতম্ ।
নবতত্ত্বং যুতং মন্ত্রী যো জপেৎ পরমেশ্বরীম্[1] ॥ ১
নবতত্ত্বময়ীং বিদ্যাং যদা জানাতি[2] পার্ব্বতি ।
তদৈব সহসা সিদ্ধি র্জায়তে সুরবন্দিতে ॥ ২
নবতত্ত্বযুতং মন্ত্রং জ্ঞাত্বা যঃ প্রজপেৎ সকৃৎ[3] ।
তদৈব সহসা দেবি বিষ্ণুতুল্যো ন সংশয়ঃ ॥ ৩
অজ্ঞাত্বা বৈষ্ণবো যাতি রৌরবং বরবর্ণিনি ।
প্রথমং কামিনীং ধ্যাত্বা হৃৎপদ্মে কমলেক্ষণে ॥ ৪
উচ্চরেৎ প্রথমং বীজং কামিনীং তদনন্তরম্ ।
পুনর্বীজং দ্বিতীয়ঞ্চ উচ্চরেদ্ যত্নতঃ সুধীঃ ॥ ৫

[মন্ত্রের নিদ্রাভঙ্গ। নিদ্রাভঙ্গের বিবিধ পদ্ধতির বর্ণনা। জাগ্রত মন্ত্র জপ করাই বিধান।]

শিব কহিলেন, আমি অন্য একটি পরমাদ্ভুত রহস্য বলিতেছি। হে পরমেশ্বরি ! হে পার্ব্বতি ! যে ব্যক্তি মন্ত্রজপের নবতত্ত্ব জানে এবং যে ব্যক্তি ঐ নবতত্ত্বযুক্ত মন্ত্র জপ করে, হে সুরবন্দিতে। সে ব্যক্তি সহসা মন্ত্রসিদ্ধি লাভ করে। ১-২

যে ব্যক্তি নবতত্ত্ব জ্ঞাত হইয়া ঐ নবতত্ত্বযুক্ত মন্ত্র জপ করিতে থাকে, হে দেবি। সে ব্যক্তি সহসা বিষ্ণুতুল্য হয়। ৩

হে বরবর্ণিনি ! নবতত্ত্ব না জানিয়া যে বৈষ্ণব মন্ত্র জপ করে, সে ব্যক্তি রৌরব নরকে গমন করে। (নবতত্ত্ব কি, তাহা কথিত হইতেছে)।

হে কমলেক্ষণে ! প্রথমতঃ হৃৎপদ্মে অর্থাৎ অনাহতচক্রে কামিনীর ধ্যান করিবে। তৎপর প্রথমে অং তৎপর মন্ত্রের প্রথম বীজ উচ্চারণ করিয়া তৎপর

১। এবংতত্ত্বযুতো মন্ত্রী মাতৃকাং পরমেশ্বরীং। এবং তত্ত্বযুতো দেবি যো জপেৎ পরমেশ্বরীং। ইতি পাঠভেদঃ। ২। জপতি। ৩। মন্ত্রং জ্ঞাত্বা যঃ প্রজপেৎ নবতত্ত্বং যুতং সকৃৎ।

কামিনীঞ্চ ততো ধ্যাত্বা তৃতীয়ং বীজমুচ্চরেৎ।
অনেন বিধিনা দেবি কামিনী[১]-ধ্যানসংপুটম্ ॥ ৬
পুনর্ধ্যানং ককারস্থ অনুলোমেন পার্ব্বতি।
অনুলোমং যথা দেবি বিলোমঞ্চ তথা কুরু ॥ ৭
এবং ক্রমেণ দেবেশি যদ্ যদক্ষরকং প্রিয়ে[২]।
কৃত্বা যত্নাদ্ বরারোহে সর্ব্বসিদ্ধীশ্বরো ভবেৎ ॥ ৮
সর্ব্বেষাং[৩] মন্ত্রবর্ণানাং ধ্যানং কৃত্বা পৃথক্ পৃথক্।
আদ্যন্তে কামিনীং ধ্যাত্বা শিবশক্তিময়ো ভবেৎ ॥ ৯

[প্রকারান্তরেণ নিদ্রাভঙ্গঃ]

অথবা চঞ্চলাপাঙ্গি হৃৎপদ্মে কমলাননে[৪]।
আদৌ মধ্যে তথা চান্তে ধ্যাত্বা বীজং জপেৎ প্রিয়ে ॥ ১০

কামিনী (কং) উচ্চারণ করিবে। তৎপর আং, তৎপর মন্ত্রের দ্বিতীয়বীজ বা দ্বিতীয় অক্ষর উচ্চারণ করিয়া পুনরায় কামিনী (কং) উচ্চারণ করিবে। তৎপর ইং উচ্চারণ করিয়া মন্ত্রের তৃতীয় বীজ বা অক্ষর উচ্চারণ করিয়া তৎপর কামিনী (কং) উচ্চারণ করিবে। এইরূপে অ-কার হইতে ক্রমান্বয়ে আরম্ভ করিয়া এক একটি বর্ণ এবং তৎপর মন্ত্রের এক একটি বীজ বা অক্ষর এবং তৎপর কং উচ্চারণ করিবে। ৪-৬

হে পার্ব্বতি! এই বিধি অনুসারে প্রথমতঃ অনুলোমে একবার কামিনী-ধ্যান-সংযুক্ত জপ করিয়া তৎপর বিলোমক্রমে পুনরায় জপ ও কামিনীর ধ্যান করিবে। ৭

হে প্রিয়ে! এইরূপে মন্ত্রে যতগুলি অক্ষর আছে, তাহাদের সমস্ত বর্ণেরই অনুলোম ও বিলোমক্রমে জপ সম্পন্ন করিবে। হে বরারোহে! এই বিধি অনু-যায়ী কার্য্য করিলে সাধক শীঘ্রই সিদ্ধীশ্বর হইয়া থাকে। ৮

মন্ত্রবর্ণসমূহের প্রতেক বর্ণের পৃথক্ পৃথক্ ধ্যান করিবে এবং আদিতে ও অন্তে কামিনীধ্যান করিবে। এইরূপ ধ্যানের দ্বারা সাধক শিবশক্তিময় হইয়া থাকে। ৯

১। কামিন্যা। ২। এতদ্বর্ণং বরারোহে যস্য যদক্ষরং প্রিয়ে। ৩। সর্ব্বাষাং ৪। অথবা চঞ্চলাপাঙ্গি সর্ব্বসিদ্ধীশ্বরো ভবেৎ। অথবা চঞ্চলাপাঙ্গি আদৌ মধ্যে চ অন্তে চ। ইতি চ পাঠভেদঃ।

তদৈব সহসা দেবি জায়তে দেববিগ্রহঃ।
সদা নিদ্রাতুরো মন্ত্রঃ কলিকালে চ ভারতে ॥ ১১
রহস্যেহনেন[১] চার্ব্বঙ্গি নিদ্রাভঙ্গং তদা ভবেৎ।
জপেদাদৌ বরারোহে ত্রিবারমনুলোমতঃ।
বিলোমেন ত্রিবারঞ্চ ধ্যাত্বা জপ্ত্বা হৃদাম্বুজে ॥ ১২

[প্রকারান্তরেণ নিদ্রাভঙ্গঃ]

অথান্যৎ সংপ্রবক্ষ্যামি নিদ্রাভঙ্গস্য লক্ষণম্।
প্রথমং কামিনীং ধ্যাত্বা অন্তে চ তদনন্তরম্ ॥ ১৩
দশধা প্রজপেন্মন্ত্রং নিদ্রাভঙ্গায় পার্ব্বতি।
ততস্তু প্রজপেদ্দেবি প্রফুল্লং বিশ্বমোহনম্ ॥ ১৪
রহস্যেহনেন চার্ব্বঙ্গি জায়তে বিষ্ণুবিগ্রহঃ।
শঙ্খচক্রধরং দেবং শুদ্ধসত্ত্বাত্মকং[২] প্রিয়ে ॥ ১৫
পীতাম্বরধরং শান্তং[৩] প্রসন্নমুখপঙ্কজম্।
আজানুলম্বিতবাহুং[৪] বনমালাবিরাজিতম্[৫] ॥ ১৬

[প্রকারান্তরে মন্ত্রের নিদ্রাভঙ্গ কথন]

হে চঞ্চলাপাঙ্গি! হে কমলাননে! পূর্ব্বোক্ত পদ্ধতি বাদ দিয়া কেবলমাত্র হৃৎপদ্মে অনাহতচক্রে; জপারম্ভের আদিতে, জপমধ্যে এবং জপান্তে কামিনীকে ধ্যান করিয়া মন্ত্রজপ করিলেও সহসা দেবতা মূর্ত্তিমান হন অর্থাৎ প্রত্যক্ষ হন। হে দেবি! হে প্রিয়ে! ভারতবর্ষে কলিযুগে মন্ত্রসমূহ সর্ব্বদাই নিদ্রিত রহিয়াছে। ১০-১১

হে চার্ব্বঙ্গি! এই রহস্যাচরণ দ্বারা মন্ত্রের নিদ্রা ভঙ্গ হয়। হে বরারোহে! প্রথমে তিনবার অনুলোমে মন্ত্রজপ করিয়া অনাহতচক্রে উক্তরূপে কামিনীর ধ্যান করিবে। তৎপর বিলোমক্রমে তিনবার মন্ত্র জপ করিয়াও উক্তরূপে জপের আদিতে, মধ্যে ও অন্তে হৃৎপদ্মে কামিনীর ধ্যান করিবে। ১২

[প্রকারান্তর মন্ত্রের নিদ্রাভঙ্গকথন]

মন্ত্রের নিদ্রাভঙ্গের অন্য প্রকার পদ্ধতি বলিতেছি। হে পার্ব্বতি! মন্ত্রের নিদ্রাভঙ্গের জন্য প্রথমে কামিনীর ধ্যান করিয়া দশবার মন্ত্র জপ করিয়া তৎপর পুনরায় কামিনীর ধ্যান করিবে। হে দেবি! তৎপর বিশ্বমোহন প্রফুল্ল জপ করিবে। ১৩-১৪

১। রহস্যেনাননেন। ২। তত্ত্বাত্মকং। ৩। দেবং। ৪। আজানুলম্বিনী মালা ৫। বিরাজিতা।

ত্রিভঙ্গললিতাকারং চারুচূড়াবিভূষিতম্ ।
শ্রীবৎস-কৌস্তুভোদ্দীপ্তং জায়তে বিষ্ণুবিগ্রহম্ ॥ ১৭
অবতারবরং কৃষ্ণং দলিতাঞ্জনচিক্কণম্ ।
গোপীমণ্ডলমধ্যস্থং নানাসুখময়ং হরিম্ ॥ ১৮
অথবা জায়তে দেবি তস্মাদ্বীজাৎ শুচিস্মিতে ।
কামিনীধ্যানমাত্রেণ দেবতা জায়তে ধ্রুবম্ ॥ ১৯
রহস্যমেতচ্চার্ব্বঙ্গি কর্ত্তব্যং হৃদি[১] মধ্যতঃ ।
রহস্যানাঞ্চ সর্ব্বেষাং সারমেতন্ন সংশয়ঃ ॥ ২০

[প্রকারান্তরেণ নিদ্রাভঙ্গঃ]

অথান্যৎ সংপ্রবক্ষ্যামি রহস্যং পরমাদ্ভুতম্ ।
ধ্যাত্বা তু কামিনীবীজং[২] প্রথমং হৃদি মধ্যতঃ ॥ ২১
তদ্‌গর্ভে ভাবয়েন্মন্ত্রং[৩] ধ্যানমার্গেণ সুন্দরি ।
তদ্‌গর্ভে ভাবয়েদ্দেবং মনসা নগনন্দিনি ॥ ২২
পুনশ্চ কামিনীং ধ্যাত্বা তস্মাদাবির্ভবেৎ হরিঃ ।
হরিরিত্যুপলক্ষণং দেবি সর্ব্বেষামেব[৪] নিশ্চয়ম্[৫] ॥ ২৩

হে চার্ব্বঙ্গি ! এই রহস্যদ্বারা বিষ্ণু মূর্ত্তি পরিগ্রহণ করেন। হে প্রিয়ে ! শঙ্খ, চক্র, গদাপদ্মধর শুদ্ধসত্ত্বগুণসম্পন্ন, পীতাম্বরধারী, প্রসন্নবদন, আজানুলম্বিত বাহু, বনমালাধারী, চারুচূড়াবিভূষিত, ত্রিভঙ্গললিতাকার, শ্রীবৎস ও কৌস্তুভমণিপ্রভায় উদ্ভাসিত, মনোহর দলিতাঞ্জনবর্ণ বিষ্ণুরূপী কৃষ্ণ অবতারদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম। তিনি সর্ব্বদা গোপীমণ্ডলমধ্যে নানাসুখবিলাসতৎপর। ১৫-১৮

হে দেবি ! হে শুচিস্মিতে ! অথবা কেবলমাত্র কামিনী-ধ্যান দ্বারাই মন্ত্র হইতে দেবতা দেহ পরিগ্রহ করেন। ইহা ধ্রুব সত্য। ১৯

হে চার্ব্বঙ্গি ! অনাহতচক্রে পূর্ব্বোক্ত কামিনী ধ্যান ও মন্ত্রজপরহস্য অন্যান্য সমস্ত রহস্যের সারবস্তু, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। ২০

[প্রকারান্তর নিদ্রাভঙ্গকথন]

অন্যপ্রকার পরমাদ্ভুত রহস্য বলিতেছি। প্রথমে হৃৎপদ্মে অনাহতচক্রে কামিনী কং ধ্যান করিবে। (মতান্তরে কামিনীকে ধ্যান করিবে।) ২১

১। দিশি। ২। নারীং। ৩। ভাবয়েদ্দবং। ৪। সর্ব্বেষাঞ্চৈব। ৫। নির্ম্মিতং।

নিদ্রাযুক্তং মহেশানি বিদ্যামন্ত্রং ভবেৎ সদা।
তস্মাত্তু নিদ্রারহিতং প্রজপেদ্ যদি একধা ॥ ২৪
জপাৎ কোটিগুণং ভদ্রে সহসা লভতে ফলম্[1]।
বামবাহো র্যদা বায়ুস্তদা নিদ্রাতুরো মনুঃ ॥ ২৫
চলতে চ যদা বায়ু[2] র্দক্ষিণে নগনন্দিনি।
তদৈব চঞ্চলাপাঙ্গি ত্যক্তনিদ্রঃ সদা মনুঃ ॥ ২৬
অতএব বরারোহে ত্যক্তনিদ্রাং জপেৎ সুধীঃ ॥ ২৭

ইতি কামধেনুতন্ত্রে হরপার্ব্বতী-সংবাদে ষোড়শঃ পটলঃ ॥

হে নগনন্দিনি। হে সুন্দরি। তৎপর ঐ কং বীজগর্ভে ইষ্টমন্ত্র ধ্যান করিবে। (মতান্তরে তৎপর কামিনীগর্ভে মন্ত্রনির্দ্দিষ্ট স্বীয় দেবতার ধ্যান করিবে)। ২২

তৎপর পুনরায় কামিনীর ধ্যান করিবে। তাহা হইলে হরি (মন্ত্রনির্দ্দিষ্ট দেবতা) আবির্ভূত হন। হে দেবি। হরি কেবল দৃষ্টান্তমাত্র। এইরূপ ধ্যানের ফলে সকল ক্ষেত্রেই মন্ত্রনির্দ্দিষ্ট দেবতার নিশ্চয়ই আবির্ভাব হইয়া থাকে। ২৩

হে মহেশানি। বিদ্যা ও মন্ত্র সর্ব্বদাই নিদ্রিত। সুতরাং, হে ভদ্রে! যদি কেহ একবার মাত্র নিদ্রারহিত অর্থাৎ জাগ্রত মন্ত্র জপ করে, তাহা হইলে সে জপের কোটিগুণ ফল লাভ করে। যখন বাম নাসিকায় শ্বাস প্রবাহিত হয়, তখন মন্ত্রের নিদ্রিত অবস্থা। ২৪-২৫

হে নগনন্দিনি। হে চঞ্চলাপাঙ্গি! যখন নিশ্বাস দক্ষিণ নাসিকায় প্রবাহিত হয়, তখন মন্ত্রের জাগ্রত অবস্থা। হে বরারোহে! উক্ত কারণে বুদ্ধিমান সাধক ত্যক্তনিদ্রা মন্ত্র জপ করিবে। অর্থাৎ সাধক তদীয় দক্ষিণ (ডান) নাসিকায় শ্বাস প্রবাহিত হইতে থাকার সময় মন্ত্র জপ করিবে। কারণ তৎকালে মন্ত্রের জাগ্রত অবস্থা। ২৬-২৭

কামধেনুতন্ত্রে হরপার্ব্বতী-সংবাদে সপ্তদশ পটল সমাপ্ত ॥

১। ধ্রুবম্। ২। যাহো।

সপ্তদশঃ পটলঃ

[মন্ত্রজাগরণোপায়ঃ]

দেব্যুবাচ—

পূজাকালে মহাদেব যদি নিদ্রাতুরো মনুঃ।
তৎ কথং সিধ্যতে মন্ত্রঃ কিং কর্ত্তব্যং তদা প্রভো॥ ১
প্রজপেৎ কেন বিধিনা ন জপেদ্বা বদ প্রভো॥ ২

শিব উবাচ—

রহস্যমন্ত্রং বক্ষ্যামি আনন্দপটলে স্থিতম্।
দ্বাদশাক্ষরময়ং[1] মন্ত্রং নিদ্রাভঙ্গস্য দীপনম্॥ ৩
রহস্যমেতৎ[2] চার্ব্বঙ্গি অজ্ঞাত্বা বিফলং ভবেৎ।
সন্দেহো নৈব কর্ত্তব্যঃ পূজাকালে শুচিস্মিতে॥ ৪
সহসা কামিনীং ধ্যাত্বা তুরীয়কূটমুচ্চরেৎ।
স্বমন্ত্রঞ্চ ততো জপ্ত্বা পুনঃ কূটং সমুচ্চরেৎ॥ ৫

[পূজাকালে মন্ত্রনিদ্রিত থাকলে, তাহাকে জাগ্রত করিবার উপায় বর্ণনা।]

দেবি কহিলেন, হে মহাদেব! পূজাকালে যদি মন্ত্র নিদ্রিত থাকে তাহা হইলে তাহা কিরূপে সিদ্ধ হইবে? অর্থাৎ নিদ্রিত মন্ত্র দ্বারা পূজা করিলে তাহা দ্বারা কিরূপে পূজাফল লাভ করা সম্ভবপর? হে প্রভো! এরূপ অবস্থায় কর্ত্তব্য কি? এরূপ অবস্থায় অর্থাৎ পূজাকালে মন্ত্র নিদ্রিত থাকিলে কোন নিয়মানুসারে মন্ত্র জপ করিতে হইবে, অথবা মোটেই জপ করিতে হইবে না, হে প্রভো! তাহা বর্ণনা করুন। ১-২

শিব কহিলেন—আনন্দপটলে অবস্থিত মন্ত্রের নিদ্রাভঙ্গকারী দ্বাদশাক্ষর রহস্য মন্ত্র বলিতেছি। ইহাকেই মন্ত্রদীপনী বলিয়া জানিবে। ৩

হে চার্ব্বঙ্গি! হে শুচিস্মিতে! এই রহস্য না জানিয়া পূজায় প্রবৃত্ত হইলে ঐ পূজা ব্যর্থ হইবে। ইহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ করিবে না। ৪

প্রথমে কামিনীর ধ্যান করিয়া তৎপর "ঐং ক্লীং হ্রীং ফট্" উচ্চারণ করিবে। তৎপর সাধ্য মন্ত্র জপ করিয়া, তৎপর পুনরায় 'ঐং ক্লীং হ্রীং ফট্' উচ্চারণ করিবে। ৫

১। দ্বাদশার্ণময়ং। ২। রহস্যমেবং; রহস্যমন্ত্রং।

তদৈব সহসা দেবি ত্যক্তনিদ্রো ভবেন্মনুঃ ।
প্রজপেদ্দশধা দেবি হৃদয়ে মনস্যপি চ[১] ॥ ৬
পূজাকালে মহেশানি সংত্যজেৎ[২] যদি দক্ষিণম্ ।
প্রায়শ্চিত্তং ভবেত্তস্য মন্ত্রস্য বরবর্ণিনি ॥ ৭
প্রায়শ্চিত্তমিদং দেবি কৃত্বা মন্ত্রং জপেদ্ যদি ।
কিং তস্য দক্ষিণো বায়ু[৩] স্তস্য নিদ্রাতুরেণ কিম্ ॥ ৮
রহস্যমেতচ্চার্ব্বঙ্গি পূজাকালে বিনির্ণয়ম্ ।
রহস্যমেতচ্চার্ব্বঙ্গি সর্ব্বনিদ্রাসু সঙ্গতম্[৪] ॥ ৯
বামবাহো যদা বায়ুর্যদা চ দক্ষিণাবহঃ ।
রহস্যমেতচ্চার্ব্বঙ্গি কৃত্বা[৫] তু প্রজপেন্মনুম্ ॥ ১০
তদৈব ত্যক্তনিদ্রা সা বিদ্যা মন্ত্রং ন চান্যথা ।
যোগনিদ্রাময়ী বিদ্যা যোগনিদ্রাময়ো মনুঃ ॥ ১১

হে দেবি। তাহা হইলে মন্ত্র সহসা নিদ্রা ত্যাগ করে। হৃদয়ে (অর্থাৎ অনাহতচক্রে) উক্তরূপে দশবার জপ করিবে এবং মনে মনেও দশবার জপ করিবে। ৬

হে মহেশানি। হে বরবর্ণিনি! পূজাকালে যদি দক্ষিণ নাসায় শ্বাস প্রবাহ পরিত্যক্ত হয়, তাহা হইলে মন্ত্রের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। ৭

মন্ত্রের নিদ্রাত্যাগার্থ পূর্ব্বে (পূর্ব্বোক্ত পঞ্চম ও ষষ্ঠ শ্লোকে) যাহা বলা হইয়াছে, তাহা মন্ত্রের প্রায়শ্চিত্ত। প্রায়শ্চিত্তপূর্ব্বক মন্ত্র জপ করিলে, বায়ু দক্ষিণ নাসায়ই প্রবাহিত হউক অথবা মন্ত্র নিদ্রিতই থাকুক তাহাতে কি আসে যায়? ৮

হে চার্ব্বঙ্গি! পূজাকালে এই রহস্য অবশ্য জ্ঞাতব্য। হে চার্ব্বঙ্গি! পূজা-কাল ভিন্ন ও অন্য সর্ব্বকালে যখনই মন্ত্র নিদ্রিত থাকিবে, তখনই তাহাকে জাগ্রত করার জন্য এই বিধি প্রযোজ্য। ৯

হে চার্ব্বঙ্গি! বায়ু বাম বা দক্ষিণ যে কোন নাসায়ই প্রবাহিত হউক না কেন, সর্ব্বদা প্রথমে উক্ত প্রায়শ্চিত্ত রহস্যবিধি সম্পন্ন করিয়া তৎপর মন্ত্র জপ করিবে। ১০

১। মনসাপি বা। ৩। বাহু। ২। সংত্যজ্য। ৪। সর্ব্বনিদ্রাসু মঙ্গলং। সর্ব্বং নিদ্রাসু সঙ্গতং। ৫। বৃত্বা।

বিশেষমন্ত্রং বক্ষ্যামি আনন্দপটলে স্থিতম্ ।
অষ্টাক্ষরীং মহাবিদ্যাং দীপনীং মোক্ষরূপিণীম্ ॥ ১২
সর্ব্বসিদ্ধিময়ো ভূত্বা রহস্যফলমাপ্নুয়াৎ[১] ।
অজ্ঞাত্বা পূজয়েদ্ যস্তু তস্য সিদ্ধির্ন জায়তে ॥ ১৩
প্রজপেদ্ যদি নিদ্রায়াং কিং তস্য জপপূজনৈঃ ।
অজ্ঞাত্বা প্রজপেদ্ যস্তু তস্য সিদ্ধির্ন জায়তে ॥ ১৪
রহস্যানেন চার্ব্বঙ্গি নিদ্রাং ত্যক্ত্বা সনাতনী[২] ।
সুষুম্নামধ্যমার্গেষু সংস্থিতা ব্রহ্মরূপিণী ॥ ১৫
রহস্যমেতচ্চার্ব্বঙ্গি অজ্ঞাত্বা যো জপেন্মনুং ।
তস্য পাপমহং বক্ষ্যে সাবধানাবধারয় ॥ ১৬
শূদ্রেণ লিখিতং দেবি পটলং যস্তু পঠ্যতে ।
স্বয়ং[৩] নরকমাপ্নোতি তং তমাপ্নোতি মানবঃ ॥ ১৭

এইরূপে কার্য্য করিলে মন্ত্র ও বিদ্যা উভয়েই নিদ্রা পরিত্যাগ করে। বিদ্যা ও মন্ত্র উভয়েই সর্ব্বদা যোগনিদ্রায় নিদ্রিত থাকে। ১১

অনন্তর আমি আনন্দপটলে অবস্থিত অষ্টাক্ষরী বিশেষ মন্ত্র বলিতেছি। এই অষ্টাক্ষরী মহাবিদ্যা মোক্ষস্বরূপিণী এবং দীপনীস্বরূপা। ১২

এই অষ্টাক্ষরী মহাবিদ্যার প্রভাবে সাধক সর্ব্বসিদ্ধির অধীশ্বর হয় এবং সমস্ত রহস্যমন্ত্র সম্পাদনের ফল লাভ করে। যে ব্যক্তি এই অষ্টাক্ষরী দীপনীরূপা মহাবিদ্যা না জানিয়া ইষ্ট পূজা করে, তাহার কখনও সিদ্ধিলাভ হয় না। ১৩

মন্ত্রের নিদ্রাকালে জপ করিলে অথবা নিদ্রিত মন্ত্রদ্বারা পূজা করিলে, সেই জপ বা পূজায় কি ফল লাভ হয়? যে মন্ত্রকে জাগ্রত করিতে জানে না, তাহার কখনও মন্ত্র সিদ্ধিলাভ হয় না। ১৪

হে চার্ব্বঙ্গি! ব্রহ্মস্বরূপিণী আদ্যাশক্তি সুষুম্নামধ্যে অবস্থান করেন। সনাতনী মহামায়া পূর্ব্বোক্ত রহস্যাচরণের ফলে নিদ্রা পরিত্যাগ করেন। ১৫

হে চার্ব্বঙ্গি। যে ব্যক্তি এই জপরহস্য না জানিয়া মন্ত্রজপে প্রবৃত্ত হওয়ার ফলে যে পাপে লিপ্ত হয়, তাহার বিষয় বলিতেছি, অবহিত চিত্তে শ্রবণ কর। ১৬

১। রহস্যং শৃণু পার্ব্বতি। ২। সিদ্ধিং কৃত্বা সনাতনীং। ৩। যং যং।

দ্বাত্রিংশৎকোটিমধ্যে তু[১] নরকেণ[২] ক্রমেণ হি।
কোটিবংশান্ সমাদায় পচ্যন্তে মানবাধমাঃ ॥ ১৮
বিপ্রো বা ক্ষত্রিয়ো বাপি বৈশ্যো[৩] বা নগনন্দিনি।
পচ্যন্তে নরকে ঘোরে শূদ্রস্য লিখনাৎ প্রিয়ে ॥ ১৯
তস্মাত্তু শূদ্রলিখিতং পটলং ন জপেৎ সুধীঃ[৪]।
তস্মাদাবশ্যকং দেবি কামিনীধ্যানমুচ্চরেৎ ॥ ২০
ততঃ সিদ্ধো ভবেদ্দেবি বিদ্যামন্ত্রং ন চান্যথা।
কামিনীধ্যানমাত্রেণ সর্ব্বসিদ্ধিময়ো ভবেৎ ॥ ২১
একেনৈব কৃতার্থঃ স্যাৎ বহুভিঃ কিমুপাসতে[৫]।
তব ভক্ত্যা ময়াখ্যাতং যদ্‌গোপ্যং ভুবনত্রয়ে ॥ ২২

হে দেবি! শূদ্র (মূর্খ) লিখিত তন্ত্র গ্রন্থ যে ব্যক্তি পাঠ করায়, সে ব্যক্তি স্বয়ং নরক গমন করে, এবং যাহারা তাহা শ্রবণ করে, তাহারাও নরক গমন করে। ১৭

হে প্রিয়ে! হে নগনন্দিনি! ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য যে কেহ শূদ্র (মূর্খ) দ্বারা তন্ত্র লেখাইবার ফলে অথবা শূদ্রলিখিত তন্ত্র শ্রবণ করিবার ফলে ক্রমান্বয়ে কোটিবংশসহ ক্রমান্বয়ে দ্বাত্রিংশৎ কোটি নরকে গমন করে এবং তথায় পচনশীল হয়। ১৮-১৯

এই কারণে শূদ্রকর্ত্তৃক লিখিত তন্ত্রের কোন মন্ত্র বা অধ্যায় কোন বুদ্ধিমান সাধক কখনও পাঠ বা জপ করিবে না। হে দেবি! তজ্জন্য (অর্থাৎ যাহাতে উক্ত প্রত্যয়বায়গ্রস্ত হইতে না হয়) অবশ্যই কামিনীর ধ্যান করিবে। ২০

কানিনীর ধ্যান দ্বারা বিদ্যা ও মন্ত্র উভয়ই সিদ্ধি দান করে। হে দেবি! কামিনী-ধ্যান মাত্রই সাধক সর্ব্বসিদ্ধির অধিকারী হয়, কদাপিও ইহার অন্যথা হয় না। ২১

কেবলমাত্র কামিনী-ধ্যান দ্বারাই সাধক কৃতার্থ হইয়া থাকে, সুতরাং অন্য বহু ধ্যানের বা পূজার আবশ্যকতা কি? হে দেবি! কেবলমাত্র তোমার ভক্তিতে অনুপ্রাণিত হইয়া ভুবনত্রয়ে গুপ্ত এই তথ্য আমি তোমার নিকট প্রকাশ করিলাম। ২২

১। মধ্যেষু। ২। নরকেষু। ৩। শূদ্রো। ৪। পুরাণং বর্জ্জয়েৎ সুধীঃ।
৫। কিমু সুব্রতে।

কামধেনুরিমং[১] জ্ঞাত্বা যদি পূজাং সমাচরেৎ।
সফলা সা ভবেৎ পূজা জপঞ্চ সফলং তদা ॥ ২৩
অন্যথা প্রেতবৎ পূজা দীক্ষা চ প্রেতবৎ তথা।
প্রথমং কামিনীং ধ্যাত্বা জপপূজাং সমাচরেৎ ॥ ২৪
কামধেনোঃ ফলং লব্ধ্বা সদা শিবময়ো ভবেৎ।
বিষ্ণুরূপী স এব স্যাৎ মহামায়া স এব হি ॥ ২৫
শিবমন্ত্রে বিষ্ণুমন্ত্রে শক্তিমন্ত্রে শুচিস্মিতে।
কামধেনুরিমং[২] মন্ত্রং প্রশস্তং সুরপূজিতে ॥ ২৬
এতত্তে কথিতং দেবি সারাৎ সারং পরাৎ পরম্।
যৎস্তুত্বা[৩] সাধকো যাতি তুর্লভং মোক্ষমন্দিরম্ ॥ ২৭
বিশেষমন্ত্রং বক্ষ্যামি বিদ্যাং শ্রীকামদীপনীম্[৪]।
অজ্ঞাত্বা কামিনীধ্যানং সহসা ব্যর্থতামিয়াৎ ॥ ২৮

কামধেনুরূপা এই কামিনীতথ্য পরিজ্ঞাত হইয়া যদি কেহ জপ ও পূজা সম্পন্ন করে, তাহা হইলে সেই জপ ও পূজা সফল হইয়া থাকে। ২৩

এই সকল তথ্য অবগত না হইয়া যে ব্যক্তি জপ ও পূজায় প্রবৃত্ত হয়, তাহার দীক্ষা ও পূজা সমস্তই মৃতবৎ ও ব্যর্থ হয়। সর্ব্বাগ্রে কামিনীর ধ্যান করিয়া তৎপর জপ ও পূজায় প্রবৃত্ত হইবে। ২৪

তাহা হইলে বাঞ্ছানুরূপ সিদ্ধিলাভ হয়। এবং সাধক স্বয়ং শিবময় হইয়া থাকেন। এইরূপ সাধকই মহামায়া-স্বরূপ। ২৫

হে শুচিস্মিতে! হে সুরপূজিতে! শিবমন্ত্রে, বিষ্ণুমন্ত্রে এবং শক্তিমন্ত্রে এই মন্ত্র কামধেনুসদৃশ ও প্রশস্ত। ২৬

হে দেবি! তোমাকে এই সারাৎসার ও পরাৎপর কামিনীতত্ত্ব কহিলাম। এই কামিনীর স্তব দ্বারা সাধক দুর্লভ মোক্ষলাভ করিতে পারে। ২৭

বিদ্যা, শ্রী ও কাম উদ্দীপক মন্ত্র বলিতেছি। কামিনীধ্যান পদ্ধতি অবগত না থাকিলে সহসা সমস্তই ব্যর্থ হয়। ২৮

১। কামধেনুমিদং। ২। কামধেনুমিদং। ৩। কৃত্বা; শ্রুত্বা। ৪। শ্রীকামরূপিণীং; শ্রীকালদীপনীং।

তদ্ধ্যানং[১] চঞ্চলাপাঙ্গি আনন্দপটলে স্থিতম্ ।
তস্মাদবশ্যং জপ্তব্যং[২] বিদ্যাং শ্রীকামদীপনীম্ ॥ ২৯

ইতি কামধেনুতন্ত্রে হরপাব্বর্তী-সংবাদে সপ্তদশঃ পটলঃ ॥

হে চঞ্চলাপাঙ্গি ! আনন্দপটলে অবস্থিত বিদ্যা, শ্রী ও কামের উদ্দীপক কামিনীধ্যান ও জপ অবশ্য কর্ত্তব্য জানিবে । ২৯

কামধেনুতন্ত্রে হরপার্ব্বতী-সংবাদে সপ্তদশ পটল সমাপ্ত ।

১। তন্মন্ত্রং । ২। তস্মাদ্দেবি প্রজপ্তব্যং ।

অষ্টাদশঃ পটলঃ

[জপসমর্পণম্]

দেব্যুবাচ—

মন্ত্রসমর্পণং তত্ত্বং কথ্যতাং দেবপূজিত।
কস্মৈ সমর্পয়েন্মন্ত্রং বদ দেব পুরাতন ॥ ১
সমর্পয়েদ্ যদি দেবেশ[১] সাধকস্য তদা তু কিম্।
সমর্পয়েন্মন্ত্রতেজাংসি দেবেষু যদি শূলধৃক্ ॥ ২
নিস্তেজঃ সাধকো দেব তদৈব সহসা ভবেৎ।
কিং জপেন চ পূজয়া পুরশ্চর্য্যা চ[২] কিং পুনঃ ॥ ৩
তন্মে বদ মহাভাগ কৃপয়া পরমেশ্বর ॥ ৪

শিব উবাচ—

সাধু স্পৃষ্টং ত্বয়া ভদ্রে অধুনা কথয়ামি তে।
জপিত্বা চঞ্চলাপাঙ্গি ধ্যায়েৎ পরমকামিনীম্ ॥ ৫
মন্ত্রবর্ণং বরারোহে কামিনীগর্ভগহ্বরে।
চন্দ্রবিন্দুযুতং কৃত্বা একৈকং দশধা জপেৎ ॥ ৬

[জপ সমর্পণ]

দেবী কহিলেন, হে সুরপূজ্য! আপনি মন্ত্রসমর্পণ তত্ত্ব বিবৃত করুন। হে আদিদেব! মন্ত্র কাহাকে সমর্পণ করিতে হইবে, তাহা বলুন। হে দেবেশ! হে শূলধৃক্! যদি মন্ত্রের তেজ দেবতাকেই অর্পণ করা হয়, তাহা হইলে তাহাতে সাধকের লাভ কি? হে দেব! মন্ত্রতেজ দেবতাকে সমর্পণ দ্বারা যদি সাধক সহসা নিঃস্তেজ হন, তাহা হইলে সেই জপ, পূজা বা পুরশ্চরণ দ্বারা কি ফল লাভ হয়? হে পরমেশ্বর! হে মহাভাগ! আপনি দয়া করিয়া আমার নিকট ইহা বর্ণনা করুন। ১-৪

শিব কহিলেন, হে ভদ্রে! তুমি অতি উত্তম প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছ, এখন আমি তোমার ঐ-সকল প্রশ্নের উত্তর দিতেছি।

হে চঞ্চলাপাঙ্গি! কামিনী (চন্দ্রবিন্দুযুক্ত পঞ্চাশৎ বর্ণমালা) জপ করিয়া তৎপর আদ্যাশক্তিরূপিণী কামিনীর ধ্যান* করিবে। ৫

১। দেবেষু। ২। কিং জপ্যেন চ পূজায়াং পুরশ্চর্য্যে চ কিং পুনঃ।
* দ্বাদশ পটলে একাদশ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

অনুলোমে যথা দেবি বিলোমেন তথা কুরু ।
অতঃ পরং বরারোহে ধ্যাত্বা তু কামিনীং পরাম্ ॥ ৭
কামিনীগর্ভমধ্যে তু বিয়দ্বিন্দুযুতং প্রিয়ে[১] ।
প্রজপেদ্দশধা ভক্ত্যা জীবতত্ত্বং তদা ভবেৎ[২] ॥ ৮
ততস্তু কামিনীবীজং[৩] ললাটে পরিচিন্তয়েৎ[৪] ।
এবং তু মাতৃকাস্থানে কামিনীং ভাবয়েৎ প্রিয়ে ॥ ৯
পঞ্চাশন্মাতৃকাস্থানে প্রজপেৎ কামিনীমনুম্ ।
ততঃ পরং বরারোহে বক্ষ্যামি সাধনোত্তমম্ ॥ ১০
সর্ব্বতেজোময়ীং দেবি অকারাকার-সন্নিভম্ ।
হৃৎপদ্মে দ্বাদশদলে বিদ্যুৎকোটিসমন্বিতে ॥ ১১
[দশধা প্রজপেদ্দেবি কামিনীবীজমুত্তমম্[৫] ।]
কামিনীগর্ভমধ্যে তু জ্যোতিস্তত্ত্বং জপং কুরু ॥ ১২

হে বরারোহে। তৎপর মন্ত্রের প্রত্যেক বর্ণকে পৃথক্ পৃথক্‌ভাবে চন্দ্রবিন্দু সংযোগ করিয়া ঐ কামিনীগর্ভে দশবার করিয়া জপ করিবে। ৬

হে দেবি। হে বরারোহে। প্রথমে অনুলোমে এইরূপে চন্দ্রবিন্দুযুক্ত প্রত্যেক মন্ত্রবর্ণ জপ করিয়া তৎপর পুনরায় বিলোমক্রমে ঐ-সকল বর্ণকে কামিনীগর্ভে জপ করিবে। তৎপর পুনরায় কামিনীর ধ্যান করিবে। ৭

হে প্রিয়ে! কামিনীগর্ভমধ্যে উক্তরূপে প্রত্যেকটি মন্ত্রবর্ণকে চন্দ্রবিন্দু যোগ করিয়া ভক্তিসহকারে দশবার জপ করিলে মন্ত্রের জীবত্ব প্রাপ্তি হয়। ৮

তৎপর ললাটে "কং" বীজ চিন্তা করিবে। হে প্রিয়ে! তৎপর ষট্‌চক্রের প্রত্যেক চক্রে কামিনীধ্যান করিবে। ৯

তদনন্তর ষট্‌চক্রের প্রত্যেক চক্রে "কং" বীজ জপ করিবে। হে বরারোহে! তৎপর যে সাধনায় প্রবৃত্ত হইবে, সেই শ্রেষ্ঠ সাধনাও বলিতেছি। ১০

অ হইতে ক্ষ পর্য্যন্ত পঞ্চাশৎ বর্ণমালারূপিণী সর্ব্বতেজোময়ী কোটি বিদ্যুৎ-

---

১। পাঃ—বিয়দ্‌ ব্রহ্ম মহেশানি কামিনীং দশধা জপেৎ। ২। বীজতত্ত্বং সদা ভবেৎ। ৩। তত্ত্বং। ৪। পরিচিন্ত্য বৈ।

৫। এই পঙ্‌ক্তি কেবলমাত্র একটি পুঁথিতেই দেখিয়াছি। ইহা প্রকৃতপক্ষে পরবর্ত্তী পঙ্‌ক্তির পাঠান্তর হইতে পারে।

জ্যোতিস্তত্ত্বং বরারোহে স্বয়ং জীবঃ সনাতনঃ।
কামিনীজীবতত্ত্বঞ্চ কৃত্বা বৈ সাধকঃ সুধীঃ॥ ১৩
সহস্রারে মহাপদ্মে সংস্থাপ্য কামিনীং পরাম্।
যেন তেন প্রকারেণ প্রজপেদ্ যদি পার্ব্বতি॥ ১৪
তজ্জপাজ্জায়তে দেবি তেজঃপুঞ্জং মনোহরম্।
গুহ্যাতিগুহ্যগোপ্ত্রী ত্বমিতি মন্ত্রেণ মন্ত্রবিৎ॥ ১৫
দেবস্য দক্ষিণে হস্তে অর্পয়েদ্ বাহ্যপূজনে।
দেব্যা বামে বরারোহে সমর্প্য ফলভাগ্ ভবেৎ॥ ১৬
জপস্য সর্ব্বতেজাংসি দেবহস্তে যদি প্রিয়ে।
সমর্প্য পরমেশানি নিস্তেজঃ সাধকো ভবেৎ॥ ১৭
কিং তস্য পূজনে ভদ্রে কিং জপেন বরাননে।
যৎকিঞ্চিদ্দীয়তে দেবি সর্ব্বং ব্রহ্মণি লীয়তে॥ ১৮
বিদ্যামন্ত্র-জপাদ্দেবি যত্তেজঃ উপজায়তে।
জীবতত্ত্বং বিনা দেবি দেবহস্তে কদাচন॥ ১৯

প্রভা-সমন্বিতা কামিনীকে হৃৎপদ্মে দ্বাদশদলে ধ্যান করিয়া কামিনীগর্ভমধ্যে জ্যোতিস্তত্ত্ব [মতান্তরে কং বীজ] দশবার জপ করিবে। ১১-১২

হে বরারোহে। জ্যোতিস্তত্ত্বই [অর্থাৎ জ্যোতিরূপিণী কামিনীই] জীবরূপী সনাতন। সুধী সাধক কামিনীরূপিণী জীবতত্ত্ব [কং] জপ করিয়া কামিনী-রূপিণী পরাশক্তিকে সহস্রারে মহাপদ্মে স্থাপন করিবে। হে পার্ব্বতি। হে দেবি। যথাযথভাবে উক্ত প্রকারে জপ নিষ্পন্ন না হইলেও, কেবলমাত্র যেন-তেন প্রকারে উক্তরূপে জপ সম্পন্ন হইলেও সেই জপ হইতে মনোহর তেজঃ-পুঞ্জ উদ্ভূত হয়। মন্ত্রবিৎ সাধক বাহ্য পূজাকালে "গুহ্যাতিগুহ্যগোপ্ত্রী ত্বং" ইত্যাদি মন্ত্রে দেবতার দক্ষিণ হস্তে এবং দেবীর বামহস্তে জপ সমর্পণ করিলে, মন্ত্রজপের সম্পূর্ণ ফল লাভ করে। ১৩-১৬

হে প্রিয়ে। হে পরমেশানি। জপের সমস্ত তেজ দেবতার হস্তে সমর্পণ করিবার ফলে যদি সাধক তেজোহীন হয়, তাহা হইলে, হে ভদ্রে! হে বরাননে। সেই সাধকের জপ ও পূজায় ফল কি? হে দেবি! যদি ইহাই সত্য হয়, তাহা হইলে দেবতার হস্তে যাহা কিছু অর্পণ করিবে, তাহাই ব্রহ্মে বিলীন হইবে। ১৭-১৮

নার্পয়েচ্চঞ্চলাপাঙ্গি দেব্যা হস্তে বিশেষতঃ।
তস্মাৎ প্রযত্নতো দেবি জীবতত্ত্বং কুরু ধ্রুবম্ ॥ ২০
জীবতত্ত্বং বিনা দেবি যদি দেবে[১] সমর্পয়েৎ।
জপঞ্চ বিফলং দেবি পূজা চ নিষ্ফলা সদা ॥ ২১
গন্ধপুষ্পাদিকং যৎ যৎ সর্ব্বং দেবে সমর্পয়েৎ।
জপতত্ত্বং বরারোহে কদাচিদপি নার্পয়েৎ ॥ ২২
জীবতত্ত্বং বরারোহে সর্ব্বতেজোময়ং তথা।
যদি তেজো বরারোহে দেব্যৈ দেবায় অর্পয়েৎ ॥ ২৩
নিস্তেজাঃ সততং জীবঃ[২] কথং সিদ্ধিঃ প্রজায়তে।
যত্তেজশ্চার্পয়ে[৩]-দ্দেবি পুনরাগমনং প্রিয়ে ॥ ২৪

হে দেবি! হে চঞ্চলাপাঙ্গি! বিদ্যা ও মন্ত্র জপদ্বারা যে তেজ উৎপন্ন হয়, তাহা জীবতত্ত্ব [কামিনীতত্ত্ব] ভিন্ন মন্ত্রনির্দ্দিষ্ট দেবতা বা দেবীর হস্তে কখনও সমর্পণ করিবে না, সুতরাং হে দেবি! সর্ব্বদা সর্ব্বপ্রযত্নে কেবলমাত্র কামিনী-হস্তে জপ সমর্পণ করিবে। ১৯-২০

জীবতত্ত্ব ভিন্ন অর্থাৎ জীবরূপী কামিনীহস্তে জপ সমর্পণ না করিয়া যদি মন্ত্রনির্দ্দিষ্ট দেবতা বা দেবীর হস্তে জপ সমর্পণ করা হয়, তাহা হইলে ঐ মন্ত্র-নির্দ্দিষ্ট দেবতার পূজা বা মন্ত্রজপ দ্বারা কিঞ্চিন্মাত্রও ফল লাভ হয় না। ঐ পূজা ও জপ সর্ব্বদা বিফল হয়। ২১

হে দেবি! মন্ত্রনির্দ্দিষ্ট দেবী বা দেবতার পূজায় যে-সকল গন্ধদ্রব্য এবং পুষ্পাদি নির্দ্দিষ্ট আছে, তত্তৎ দ্রব্যসমূহ ঐ দেবী বা দেবতাকে প্রদান করিবে, কিন্তু জপ কখনও মন্ত্রনির্দ্দিষ্ট দেবী বা দেবতার হস্তে সমর্পণ করিবে না। ২২

যাহা জীবতত্ত্ব তাহাই সর্ব্বতেজোময় কামিনীতত্ত্ব। হে বরারোহে! যদি মন্ত্রনির্দ্দিষ্ট দেবী বা দেবতার হস্তে মন্ত্রের তেজ [অর্থাৎ জপের ফল] অর্পণ করা হয়, তাহা হইলে সাধক সর্ব্বদাই তেজোহীন হয়। সে ক্ষেত্রে সিদ্ধি-লাভ কিরূপে সম্ভবপর? কিন্তু হে প্রিয়ে! কামিনীহস্তে যে জপ সমর্পণ করা হয়, সাধকের দেহে ও মনে জপোৎপন্ন তেজের পুনরাগমনের নিমিত্তই তাহা করা হয়। ২৩-২৪

১। যদৈবং স। ২। বীজং। ৩। যত্তেজোঽর্পয়ে।

দুর্লভং চঞ্চলাপাঙ্গি তত্তেজঃ সাধকস্য চ।
বৃথাশ্রমং বরারোহে কুরুতে নরপামরঃ ॥ ২৫
সমর্পণমবিজ্ঞায়[১] প্রজপেদ্ যদি কোটিধা।
দেবতাতেজমধ্যে তু[২] তত্তেজঃ[৩] প্রবিশেৎ প্রিয়ে ॥ ২৬
দুর্ব্বলশ্চ নিরীহশ্চ সততং সাধকঃ স চ।
বহ্নেঃ শিখা যথা দেবি জাজ্জ্বল্যং দেববিগ্রহম্ ॥ ২৭
জপস্য চ তথা দেবি প্রদীপস্য শিখা ইব।
হৃৎপদ্মে বহুযত্নেন ভাবয়েদনিশং প্রিয়ে ॥ ২৮
ভাবয়েদ্বহুযত্নেন যথা সর্ব্বস্বসংপুটম্।
এতত্তে কথিতং দেবি[৪] জীবতত্ত্বং সুদুর্লভম্ ॥ ২৯
যৎ কৃত্বা[৫] সাধকো যাতি দুর্ল্লভং ব্রহ্মবিগ্রহম্।
শ্রুত্বা তন্ত্রমিদং দেবি রহস্যফলমাপ্নুয়াৎ[৬] ॥ ৩০

ইতি কামধেনুতন্ত্রে হরপার্ব্বতী-সংবাদে অষ্টাদশঃ পটলঃ ॥

হে চঞ্চলাপাঙ্গি! সাধকের নিকট ঐ জপোদ্ভূত তেজের পুনরাগমন অতিদুর্লভ। হে বরারোহে! এই জপসমর্পণ তত্ত্ব না জানিয়া যদি কোন পাপিষ্ঠ মানব কোটি কোটি বারও মন্ত্র জপ করে, তাহা হইলেও তাহার প্রচেষ্টা বৃথাশ্রমে পর্য্যবসিত হয়। হে প্রিয়ে! জপসমর্পণ তত্ত্ব না জানিয়া জপ করিলে, ঐ জপসম্ভূত তেজ মন্ত্রনির্দ্দিষ্ট দেবী বা দেবতার দেহে প্রবেশ করে। ২৫-২৬

এবং তাহার ফলে সাধক সর্ব্বদা দুর্ব্বল ও তেজোহীন হয়। হে দেবি! দেববিগ্রহ যেরূপ বহ্নিশিখার ন্যায় জাজ্জ্বল্যমান, জপোদ্ভূত তেজও তদ্রূপ দীপ-শিখার ন্যায়। হে দেবি! হৃৎপদ্মে জাপ্য মন্ত্রকে অহর্নিশি প্রদীপ শিখার ন্যায় চিন্তা করিবে। হৃৎপদ্মের অভ্যন্তরে [অনাহত চক্রমধ্যে] সর্ব্বদা সর্ব্বপ্রযত্নে মন্ত্রকে দীপ-শিখারূপী দীপ্তিমানরূপে ভাবনা করিবে। হে দেবি! তোমার নিকট এই সুদুর্লভ জীবতত্ত্ব অর্থাৎ জীবরূপী কামিনীতত্ত্ব বর্ণনা করিলাম। ২৭-২৯

হে দেবি! এইরূপে কার্য্য করিলে সাধক দুর্লভ দেববিগ্রহত্ব লাভ করে। এই তন্ত্র শ্রবণ করিলেও রহস্যজপের ফল লাভ হয়। ৩০

কামধেনুতন্ত্রে হরপার্ব্বতী-সংবাদে অষ্টাদশ পটল সমাপ্ত।

১। জপসমর্পণমজ্ঞাত্বা। ২। মধ্যেত্ব। ৩। যত্তেজ; তত্তেজোপবিশেৎ। ৪। সর্ব্বং। ৫। শ্রুত্বা। ৬। ইতঃ পরং 'তন্ত্রমেতদ্ বরারোহে শৃণুয়াৎ সাধকঃ প্রিয়ে'—ইত্যধিকঃ পাঠঃ ক্বচিৎ দৃশ্যতে।

উনবিংশঃ পটলঃ

[গ্রহণকালে জপাদিবিধিঃ]

শিব উবাচ—

চন্দ্রসূর্য্যোপরাগে চ প্রজপেদ্ যদি কামিনীম্ ।
তদৈব সহসা সিদ্ধির্জায়তে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ১
প্রথমং কামিনীং জপ্ত্বা স্ববিদ্যাং প্রজপেদ্ যদি ।
ততস্তু কামিনীং জপ্ত্বা সর্ব্বসিদ্ধীশ্বরো ভবেৎ ॥ ২
অজ্ঞাত্বা কামিনীতত্ত্বং ন জপেদ্[১] গ্রহণে প্রিয়ে ।
প্রজপেদ্[২] গ্রহণে ভদ্রে অজ্ঞানাৎ যদি মূঢ়ধীঃ ॥ ৩
সর্ব্বং তস্য বৃথা দেবি পূর্ব্বধর্ম্মো বিনশ্যতি ।
চন্দ্রপর্ব্বং সূর্য্যপর্ব্বং ন বিচার্য্য কদাচন ॥ ৪

[চন্দ্র ও সূর্য্য গ্রহণ দর্শন অবশ্য কর্ত্তব্য। চন্দ্র ও সূর্য্য গ্রহণকালে জপ পূজা হোমাদির ফল। গ্রহণদর্শনার্থ রাশ্যাদি বিচার অনাবশ্যক। চন্দ্র সূর্য্য গ্রহণকালে ধ্যান ও জপের পদ্ধতি এবং জপসমর্পণ বিধি।]

শিব কহিলেন—চন্দ্র বা সূর্য্য অথবা চন্দ্র এবং সূর্য্য গ্রহণকালে যদি কেহ কামিনী জপ করে* তাহা হইলে সে ব্যক্তি সহসা সিদ্ধি লাভ করে। তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। ১

প্রথমে কামিনী জপ করিয়া তৎপর স্বীয় মন্ত্র এবং তৎপর পুনরায় কামিনী জপ করিলে সাধক সর্ব্বসিদ্ধি লাভ করে। ২

হে প্রিয়ে! কামিনীতত্ত্ব পরিজ্ঞাত না হইয়া কখনও গ্রহণকালে জপ করিবে না। হে প্রিয়ে! হে ভদ্রে! কামিনীতত্ত্ব না জানিয়া যদি কোন মূঢ় চন্দ্র বা সূর্য্য গ্রহণকালে মন্ত্র জপ করে, তাহা হইলে তাহার কেবল যে জপ নিষ্ফল হয়, তাহা নহে, তাহার পূর্ব্বার্জ্জিত ধর্ম্মও বিনষ্ট হয়। গ্রহণকালে মন্ত্রজপার্থ চন্দ্র বা সূর্য্য-গ্রহণের তুলনামূলক কোন উৎকর্ষাপকর্ষ বিচার করিবে না। ৩-৪

১। প্রজপেদ্। ২। ন জপেদ্।

* কামিনী অর্থ অ হইতে ক্ষ পর্য্যন্ত চন্দ্রবিন্দুসংযুক্ত বর্ণমালা। মন্ত্রের আদিতে অনুলোম-ক্রমে এবং মন্ত্রের পরে বিলোমক্রমে ঐ বর্ণমালা সংযোগে জপের কথাই এস্থলে বলা হইয়াছে। পরমা আদ্যাশক্তিই কামিনী দেবী। তিনি ধ্বনি বা বর্ণমালারূপে প্রকাশিত হন।

সূর্য্যপর্ব্বং বরারোহে ন পশ্যেদ্ যদি পামরঃ।
অস্তু তাবৎ পরো ধর্ম্মঃ পূর্ব্বধর্ম্মো বিনশ্যতি ॥ ৫
ন পশ্যেৎ যদি অজ্ঞানাৎ সর্ব্বারিষ্টমবাপ্নুয়াৎ।
সর্ব্বারিষ্টময়ঃ সোঽপি সর্ব্বপাপময়ঃ সদা ॥ ৬
তস্মাদবশ্যং কর্ত্তব্যং চন্দ্রপর্ব্বনিরীক্ষণম্।
সূর্য্যপর্ব্বং তথা দেবি নিরীক্ষ্য মোক্ষমাপ্নুয়াৎ ॥ ৭
অজ্ঞানাৎ যদি মূঢ়াত্মা রাশ্যাদিগণনং প্রিয়ে।
বিচার্য্য চঞ্চলাপাঙ্গি ন পশ্যেদ্ গ্রহণং যদি ॥ ৮
পূর্ব্বপূর্ব্বার্জ্জিতং পুণ্যং তৎক্ষণাদেব নশ্যতি।
চন্দ্রসূর্য্যোপরাগঞ্চ তস্মাদ্ যত্নান্নিরীক্ষণম্ ॥ ৯
কিং তস্য কামিনীতত্ত্বেঽন্যানুষ্ঠানেন কিং পুনঃ[১]।
গ্রাসাদ্বিমোক্ষপর্য্যন্তং জপ্ত্বা সিদ্ধীশ্বরো ভবেৎ ॥ ১০
ন জপেদ্ যদি চার্ব্বঙ্গি রৌরবং নরকং ব্রজেৎ।
তৎ কালং চঞ্চলাপাঙ্গি পরং ব্রহ্ম স্বয়ং বিভুঃ[২] ॥ ১১

যদি কোন পাপিষ্ঠ সূর্য্যগ্রহণ দর্শন না করে, তাহা হইলে তাহার পরধর্ম্ম দূরের কথা, তাহার পূর্ব্ব ধর্ম্মও বিনষ্ট হয়। ৫

অজ্ঞানতাবশতঃ যদি কেহ গ্রহণ দর্শন না করে তাহা হইলে সে সর্ব্বারিষ্ট ভোগ করে এবং সর্ব্বদা সর্ব্বপ্রকার পাপপূর্ণ হয়। ৬

সুতরাং চন্দ্রগ্রহণ দর্শন সকলের পক্ষেই অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম। চন্দ্রগ্রহণের ন্যায় সূর্য্যগ্রহণ দর্শন করিলেও মোক্ষ প্রাপ্তি হয়। ৭

হে প্রিয়ে! হে চঞ্চলাপাঙ্গি! অজ্ঞানতাবশতঃ যদি কেহ নিজের রাশ্যাদি বিচার করিয়া গ্রহণ দর্শন না করে, তাহার পূর্ব্বার্জ্জিত পুণ্য তৎক্ষণাৎ নষ্ট হয়। সুতরাং যত্নসহকারে চন্দ্র ও সূর্য্যগ্রহণ দর্শন করিবে। ৮-৯

কামিনীতত্ত্বজ্ঞান বা তত্তদনুষ্ঠানে প্রয়োজন কি? কেবলমাত্র গ্রহণারম্ভকাল হইতে মোক্ষকাল পর্য্যন্ত জপ করিলেই সাধক সর্ব্বসিদ্ধি লাভ করে। ১০

হে চার্ব্বঙ্গি। গ্রহণারম্ভ হইতে মোক্ষ পর্য্যন্ত নিরবচ্ছিন্ন জপ না করিলে

১। কিং তস্য কামিনীং ভদ্রে রম্যাণি চ পুনশ্চ কিম্। ২। পরং ব্রহ্মস্বরূপিণী।

তস্মিন্ কালে বরারোহে ক্ষেত্রাদিজাতিভেদতঃ।
চাণ্ডালপ্রভৃতিঃ সর্ব্বে[১] দ্বিজতুল্যো ভবেৎ প্রিয়ে॥ ১২
দ্বিজাস্তু চঞ্চলাপাঙ্গি সাক্ষাদ্ ব্রহ্ম ন সংশয়ঃ।
তত্র কা গণনা দেবি চাণ্ডালানাং বরাননে॥ ১৩
তস্মাদ্ যত্নেন কর্ত্তব্যং চন্দ্রপর্ব্বনিরীক্ষণম্।
চন্দ্রে কোটিগুণং দেবি সূর্য্যে দশগুণং ভবেৎ॥ ১৪
অত্র[২] যদ্ যদ্ কৃতং কর্ম্ম জপহোমাদিকং প্রিয়ে।
অক্ষয়ং তদ্ভবেদ্দেবি বচনং মম নিশ্চিতম্॥ ১৫
রাশ্যাদিগণনং ত্যক্ত্বা[৩] যবনৈ[৪] র্যদি দৃশ্যতে।
যবনস্য তদা সিদ্ধি র্জায়তে পৃথিবীতলে॥ ১৬
দীক্ষিতোঽদীক্ষিতো বাপি দৃষ্ট্বা স্নানং সমাচরেৎ।
তদৈব অক্ষয়ং[৫] স্নানং গঙ্গাস্নানং ভবেৎ প্রিয়ে॥ ১৭

সাধক রৌরব নরকে গমন করে। হে চঞ্চলাপাঙ্গি! গ্রহণ কাল সাক্ষাৎ বিভু পরম ব্রহ্মস্বরূপ। ১১

হে বরারোহে! জাতিভেদ হেতু ক্ষেত্রাদি কিছুই বিচার করিবে না। হে প্রিয়ে! তৎকালে চণ্ডাল প্রভৃতি সকলেই ব্রাহ্মণতুল্য হয়। ১২

গ্রহণকালে ব্রাহ্মণ সাক্ষাৎ ব্রহ্মস্বরূপ হয়। হে চঞ্চলাপাঙ্গি! ইহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। সুতরাং হে বরাননে! ব্রাহ্মণ চণ্ডাল প্রভৃতি গণনা নিরর্থক। ১৩

হে দেবি! সুতরাং সর্ব্বপ্রযত্নে চন্দ্রগ্রহণ দর্শন করিবে। সূর্য্যগ্রহণ দর্শনে দশগুণ এবং চন্দ্রগ্রহণ দর্শনে কোটিগুণ ফল লাভ হয়। ১৪

হে প্রিয়ে! গ্রহণকালে জপ, হোম প্রভৃতি যাহা কিছুরই অনুষ্ঠান করা যায়, তাহা দ্বারা অক্ষয় ফল লাভ হয়। হে দেবি! ইহা আমার বাক্য এবং ইহাকে নিশ্চিত সত্য বলিয়া জানিবে। ১৫

রাশি প্রভৃতি বিচার পরিত্যাগ করিয়া যবনও যদি গ্রহণ দর্শন করে, তাহা হইলে এই পৃথ্বীমধ্যে যবনও সিদ্ধি লাভ করে। ১৬

দীক্ষিতই হউক বা অদীক্ষিতই হউক—সকলেই গ্রহণ দর্শন করিয়া স্নান করিবে। তাহা হইলে সেই স্নান অক্ষয় গঙ্গাস্নানের সমতুল্য হইয়া থাকে। ১৭

১। আচণ্ডালপ্রভৃতয়ো দ্বিজতুল্যা ভবন্তি হি। ২। তত্র। ৩। কৃত্বা। ৪। যবনো। ৫। তদেবমক্ষয়ং।

বিষ্ঠাকূপস্থিতং তোয়ং গঙ্গোদকসমং স্মৃতম্ ।
অদীক্ষিতস্য চার্ব্বঙ্গি স্নানমেব[১] ন সংশয়ঃ ॥ ১৮
প্রশস্তং গ্রহণে কালে নান্যথা বচনং মম ।
ষষ্ঠমাসাধিকো বালো যদি স্যাদ্বরবর্ণিনি ॥ ১৯
গ্রহণে চন্দ্রসূর্য্যস্য তস্য স্নানং প্রশস্যতে ।
অকৃত্বা[২] স্নানদানঞ্চ সহসা নরকং ব্রজেৎ ॥ ২০
স ভ্রষ্টঃ স চ পাপিষ্ঠঃ সহসা শূকরঃ[৩] প্রিয়ে ।
তস্যান্নমুদকং দেবি মূত্রশোণিতবিট্[৪]যুতম্ ॥ ২১
জায়তে নাত্র সন্দেহো মম বাক্যং বরাননে ।
ব্রাহ্মণোঽব্রাহ্মণো বাপি চন্দ্রপর্ব্বণি পার্ব্বতি ॥ ২২
চন্দ্রগ্রহণমিত্যুপলক্ষণং সূর্য্যগ্রহণে চ পার্ব্বতি ।
চণ্ডালপ্রভৃতিঃ[৫] সর্ব্বো ব্রহ্মগোত্রে প্রবর্ত্ততে ॥ ২৩

গ্রহণকালে বিষ্ঠাকূপস্থিত সলিলও গঙ্গাজলের সমতুল্য হয়। হে চার্ব্বঙ্গি! অদীক্ষিত ব্যক্তিরও গ্রহণকালে স্নান প্রশস্ত। ইহা আমার বাক্য এবং কখনও ব্যর্থ নহে। অদীক্ষিত ব্যক্তিও গ্রহণকালে স্নান করিবে। জাত শিশুর বয়স যদি ছয় মাস হয়, তাহা হইলে গ্রহণকালে তাহারও স্নান প্রশস্ত জানিবে। গ্রহণকালে স্নান ও দান না করিলে অদাতা ও অস্নাত সহসা নরক গমন করে। ১৮-২০

হে প্রিয়ে! গ্রহণকালে অদাতা ও অস্নাত ব্যক্তি ভ্রষ্ট ও পাপিষ্ঠ। সে ব্যক্তি সহসা শূকরযোনি প্রাপ্ত হয়। হে দেবি! ঐ ব্যক্তির প্রদত্ত অন্ন ও জল, বিষ্ঠা ও মূত্র সংযুক্ত জ্ঞান করিবে। ২১

গ্রহণকালে অদাতা ও অস্নাত ব্যক্তির প্রদত্ত অন্ন ও জল বিষ্ঠা ও মূত্র সমতুল্য, ইহা আমার বাক্য। হে বরাননে! এতদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। হে পার্ব্বতি! চন্দ্রগ্রহণ কালে অব্রাহ্মণও ব্রাহ্মণ হয়। ২২

চন্দ্রগ্রহণ কালে যাহা সত্য, সূর্য্যগ্রহণ কালেও তাহা সত্য অর্থাৎ সূর্য্য গ্রহণকালেও অব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণরূপে গণ্য হয় এবং আচণ্ডাল মনুষ্যমাত্রেই তৎকালে ব্রহ্মগোত্র প্রাপ্ত হয়। ২৩

১। স্নানেনৈব। ২। অজ্ঞাত্বা। ৩। শূকরং। ৪। বিড্ ; মূত্রং শোণিতবৎ প্রিয়ে। ৫। আচাণ্ডালাদি প্রভৃতা।

ব্রহ্মেতি নাম সর্ব্বেষাং রাশ্যাদিগণনং কুতঃ।
তস্মাত্তু চঞ্চলাপাঙ্গি সঙ্কল্পং নৈব কারয়েৎ॥ ২৪
মাসপক্ষতিথীনাঞ্চ নিমিত্তানাঞ্চ পার্ব্বতি।
ন বিচার্য্যং বরারোহে গ্রহণে চন্দ্রসূর্য্যয়োঃ॥ ২৫
গ্রাসাদিমোক্ষকালে তু[1] কুতো মাসঃ কুতস্তিথিঃ।
স কালঃ পরমং ব্রহ্ম সর্ব্বেষামক্ষিগোচরঃ॥ ২৬
তৎ কথং পামরো লোকো রাশ্যাদিগণনং প্রিয়ে।
উপরাগং পরিত্যজ্য অন্যং মনসি চিন্তয়েৎ॥ ২৭
স ভবেদ্ রৌরবে মগ্নো ব্রহ্মণ আয়ুমানতঃ।
রৌরবাৎ পুনরাগত্য পাপযোনিষু জায়তে॥ ২৮
নিষ্কৃতি র্নাস্তি চার্ব্বঙ্গি তস্যাপি চ কদাচন।
তস্মাৎ সর্ব্বং পরিত্যজ্য চন্দ্রপর্ব্বনিরীক্ষণম্॥ ২৯

যে সময়ে সকলই ব্রহ্মপর্য্যায়ভুক্ত, তখন রাশি ইত্যাদি গণনায় ফল কি? হে চঞ্চলাপাঙ্গি! ঐ কারণে গ্রহণকালে জপ পূজা বা হোমাদি কার্যে সঙ্কল্প বর্জ্জন করিবে। ২৪

হে পার্ব্বতি! [হে বরারোহে!] মাস, পক্ষ, তিথি প্রভৃতি কোন নিমিত্তই চন্দ্র ও সূর্য্য গ্রহণকালে বিচার করিবে না। ২৫

গ্রহণকালের আরম্ভ হইতে মোক্ষ পর্য্যন্ত সময় সকলের দৃষ্টিগোচর ব্রহ্ম-স্বরূপ। সুতরাং ঐ সময়ে মাসই বা কি আর তিথিই বা কি? অর্থাৎ সাক্ষাৎ ব্রহ্ম দৃষ্টিগোচর হইলে মাস বা তিথি বিচারের প্রয়োজন থাকিতে পারে না। ২৬

সুতরাং পাপিষ্ঠ লোকেরা কেন রাশি ইত্যাদি গ্রহণদর্শনার্থ বা গ্রহণকাল-নির্দ্দিষ্ট কার্য্যাদি সম্পাদনার্থ বিচার করে এবং গ্রহণের বিষয় চিন্তা না করিয়া কেনই বা অন্য বিষয় চিন্তা করে? ২৭

যে ব্যক্তি গ্রহণ-কালনির্দ্দিষ্ট কার্য্যাদি অনুষ্ঠানার্থ রাশ্যাদি বিচার করে এবং তৎকালে গ্রহণ-কালনির্দ্দিষ্ট কার্য্যাদির বিষয় চিন্তা না করিয়া অন্য বিষয় চিন্তা করে, সে ব্যক্তি ব্রহ্মার আয়ুষ্কাল পরিমিত কাল রৌরবনামক নরকে বাস করে, তৎপর রৌরব নরক হইতে প্রত্যাগমন করিয়া সে পাপযোনিতে জন্ম গ্রহণ করে। ২৮

১। কালেষু।

চন্দ্রপর্ব্বে যথা দেবি সূর্য্যপর্ব্বে তথা প্রিয়ে[1]।
তত্র শ্রাদ্ধাদিকং ত্যক্ত্বা বিদ্যামন্ত্রং[2] জপেৎ প্রিয়ে ॥ ৩০
অন্যথা নরকং যাতি পিতৄন্ সপ্ত নয়ত্যধঃ।
অপরৈকং প্রবক্ষ্যামি রহস্যং শৃণু সুন্দরি ॥ ৩১
অকারাদি-ক্ষকারান্তং প্রতিপদ্মে নিরীক্ষয়েৎ।
প্রজপেৎ প্রতিপদ্মেষু চন্দ্রবিন্দুক-সংযুতম্[3] ॥ ৩২
ততস্তু হৃদয়াকাশে শূন্যে জ্যোতির্ম্ময়েষু চ।
অনুলোম-বিলোমেন মাতৃকাং প্রজপেৎ সুধীঃ ॥ ৩৩
ততস্তু সাধকশ্রেষ্ঠো বরাটোপরি মাতৃকাম্।
পদ্মবীজং তথা[4] দেবি বর্ণবীজং বিভাবয়েৎ[5] ॥ ৩৪
চন্দ্রবীজং পুটং কৃত্বা জপেদ্বর্ণং প্রসন্নধীঃ।
অনুলোম-বিলোমেন জপাদমৃতময়ো ভবেৎ ॥ ৩৫

হে চার্ব্বঙ্গি! পাপযোনিতে জন্মের বিধান হইতে সেই পাপিষ্ঠের নিষ্কৃতি নাই। সুতরাং সমস্ত কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া চন্দ্রগ্রহণ দর্শন করিবে। ২৯

হে দেবি! হে প্রিয়ে! চন্দ্রগ্রহণ কালে যাহা আচরণীয় সূর্য্যগ্রহণকালেও তাহাই আচরণীয় বিধি জানিবে। সুতরাং ঐ উভয় গ্রহণকালে শ্রাদ্ধাদি কার্য্যও পরিত্যাগ করিয়া কেবল বিদ্যা ও মন্ত্র জপ করিবে। ৩০

ইহার অন্যথাচরণ করিলে সাধকের ঊর্দ্ধতন সপ্তপুরুষ পর্য্যন্ত অধোগামী হয়। হে সুন্দরি! অন্য প্রকার জপ রহস্য বলিতেছি, শ্রবণ কর। ৩১

দেহস্থিত ষট্চক্রে অ হইতে ক্ষ পর্য্যন্ত বর্ণসমূহ বিভিন্ন চক্রে নিরীক্ষণ এবং প্রত্যেক চক্রে ঐ চক্রনির্দ্দিষ্ট বর্ণসমূহ চন্দ্রবিন্দু যুক্ত করিয়া জপ করিবে। ৩২

তৎপর হৃদয়াকাশে শূন্যে জ্যোতির্মধ্যে সুধী সাধক অনুলোম ও বিলোম-ক্রমে মাতৃকা জপ করিবে। ৩৩

তৎপর হৃদয়ে (অনাহত চক্রে) পদ্মমধ্যে মাতৃকাদেবীর ধ্যান করিয়া, তৎপর ঐ চক্রস্থিত বর্ণসমূহকে ভাবনা কবিবে। তৎপর মন্ত্রবর্ণসমূহ ভাবনা করিবে। ৩৪

তদনন্তর প্রসন্নধী সাধক ঐ সকল বর্ণকে চন্দ্রবিন্দু যোগ করিয়া প্রথমে

১। সূর্য্যপর্ব্বং তথা দেবি চন্দ্রপর্ব্বং তথা প্রিয়ে। ২। বিদ্যাং মন্ত্রং। ৩। ততস্তু প্রজপেৎ শূন্যং চন্দ্রবিন্দুকসংযুতং। প্রজপেৎ প্রতিপদ্মেষু চন্দ্রং বিন্দুকসংযুতং। ৪। যথা। ৫। বিভাবয়।

কেবলং কামিনীং ধ্যাত্বা প্রফুল্লং তদনন্তরম্ ।
বীজাতুৎপদ্যতে দেবো দেবী বা কমলাননে ॥ ৩৬
ততস্তু দেবতাং ধ্যাত্বা নিরীক্ষ্য দেববিগ্রহম্ ।
সর্ব্বাঙ্গং প্রথমং দৃষ্ট্বা তেজঃপুঞ্জং নিরীক্ষয়েৎ[১] ॥ ৩৭
জবা-যাবক-সঙ্কাশং শক্তেস্তেজো বরাননে ।
শিববিষ্ণোস্তথা তেজঃ শরচ্চন্দ্রসমপ্রভম্[২] ॥ ৩৮
তস্মিন্ হি তেজঃপুঞ্জেষু স্ববিদ্যাং ভাবয়েৎ প্রিয়ে ।
অনুলোম-বিলোমেন অষ্টোত্তরশতং জপেৎ ॥ ৩৯
মনসা তেজঃপুঞ্জেষু স্ববর্ণং ভাবয়েদ্ যদি ।
তদৈব সহসা সিদ্ধি র্জায়তে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৪০
অনেন বিধিনা দেবি জপ্ত্বা সমর্পণং শৃণু ।
তেজঃপুঞ্জস্য মধ্যেষু ক-কারং ভাবয়েৎ প্রিয়ে ॥ ৪১

অনুলোম এবং তৎপর বিলোমক্রমে জপ করিবে। এইরূপে জপের ফলে সাধক অমৃতময় হইয়া থাকেন। ৩৫

হে কমলাননে! কেবলমাত্র কামিনীর ধ্যান করিয়া তৎপর প্রফুল্ল জপ করিলে ও মন্ত্রবীজ অর্থাৎ মন্ত্রজপ দ্বারা মন্ত্রনির্দ্দিষ্ট দেবতা বা দেবীর আবির্ভাব বা উৎপত্তি হয়। ৩৬

দেবতা আবির্ভূত হইলে তাহাকে ধ্যান করিয়া নিরীক্ষণ করিবে। প্রথমে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ অবলোকন করিয়া, তৎপর তাহার তেজঃপুঞ্জ নিরীক্ষণ করিবে। ৩৭

হে বরাননে! শক্তিমন্ত্রে ঐ তেজ জবাকুসুম সমপ্রভ এবং শিব ও বিষ্ণু মন্ত্রে দেবতার ঐ তেজ শরচ্চন্দ্রসন্নিভ জ্যোতি-যুক্ত। ৩৮

হে প্রিয়ে! ঐ তেজঃপুঞ্জ-মধ্যেই স্বীয় বিদ্যাকে ভাবনা করিবে। এইরূপে অনুলোম ও বিলোমক্রমে অষ্টোত্তরশত মন্ত্র জপ করিবে। ৩৯

ঐরূপ ভাবে মন্ত্রজপ কালে মন্ত্রবর্ণসমূহকে তাহাদের স্ব স্ব তেজঃপুঞ্জ সহিত চিন্তা করিলে, সহসা মন্ত্র সিদ্ধি লাভ হয়। ইহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। ৪০

১। সর্ব্বাঙ্গঞ্চ ততো দেবি তেজঃপুঞ্জনিরীক্ষণং। সর্ব্বাঙ্গং প্রথমং দৃষ্ট্বা একাঙ্গঞ্চ পরিত্যজ্য তেজঃপুঞ্জ-নিরীক্ষণং। সর্ব্বাঙ্গঞ্চ ততো দেবি তেজঃপুঞ্জং নিরীক্ষয়েৎ। ২। সমপ্রভা।

ক-কারগর্ভমধ্যে চ স্ববিদ্যাং দশধা জপেৎ।
স্ববিদ্যাবর্ণমধ্যেষু ক-কারং দশধা জপেৎ ॥ ৪২
ততস্তু কামিনীগর্ভে একধা মন্ত্রমুচ্চরেৎ।
ততস্তু তেজঃপুঞ্জেষু নিলীয় কামিনীং পরাম্ ॥ ৪৩
সমর্পণং বরারোহে তদৈব সহসা ভবেৎ।
সহস্রারে মহাপদ্মে গুরোর্ম্মন্ত্রং ততো জপেৎ ॥ ৪৪
তদৈব সহসা দেবি গুরোর্ম্মন্ত্রং ফলং লভেৎ।
অন্যথা চঞ্চলাপাঙ্গি তজ্জপং বিফলং ভবেৎ ॥ ৪৫
ততঃ সমর্পয়েদ্বাক্যে অবশিষ্ঠং বরাননে।
সর্ব্বতেজোময়ো জীব[১]-স্তদৈব ভবতি প্রিয়ে ॥ ৪৬

মন্ত্রজপের যাহা বিধি বলিলাম, তদনুসারে মন্ত্রজপ করিবে। হে দেবি! অধুনা জপসমর্পণ বিধি শ্রবণ কর। হে প্রিয়ে! তেজঃপুঞ্জ মধ্যে "ক" বর্ণকে চিন্তা করিবে। ৪১ **

তৎপর ঐ কবর্ণ গর্ভমধ্যে স্বীয় মন্ত্র দশবার জপ করিবে। এবং মন্ত্রবর্ণসমূহ মধ্যেও দশবার "ক" বর্ণ জপ করিবে। ৪২

তৎপর কামিনীগর্ভে একবার মন্ত্র জপ করিবে। তদনন্তর ঐ তেজঃপুঞ্জ-মধ্যে কামিনীকে বিলীন করিবে। ৪৩

তেজঃপুঞ্জমধ্যে উক্তরূপে কামিনীকে বিলীন করিলেই সহসা জপ সমর্পণ করা হয়। জপ সমর্পণের পরে সহস্রারে মহাপদ্মে মন্ত্র জপ করিবে। ৪৪

হে দেবি! তাহা হইলে অর্থাৎ জপসমর্পণের পর সহস্রারে মন্ত্র জপ করিলে সহসা গুরুদত্ত মন্ত্রের ফল লাভ হয়। হে চঞ্চলাপাঙ্গি! উক্ত পদ্ধতি লঙ্ঘন করিয়া জপ করিলে মন্ত্র জপ বিফলতায় পর্য্যবসিত হয়। ৪৫

জপসমর্পণকালে যথাবিধি বাক্য উচ্চারণ করিয়া মন্ত্রজপের অবশিষ্ট কর্ত্তব্য সম্পন্ন করিবে। হে প্রিয়ে। এইরূপে জপসমর্পণের ফলে সাধক স্বয়ং ঐ মন্ত্র জপের ফললাভ হেতু তেজোময় হন। ৪৬

১। দেব।

** "ক" বর্ণ অর্থে কামিনী বা আদ্যাশক্তি বুঝিতে হইবে। পূর্ব্বোক্ত দ্বাদশ পটলে ক-কার বা ক-বর্ণরূপিণী কামিনী ধ্যানের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। ৯ম পটল ১৮ শ্লোক "ক-কারঃ কামিনী সাক্ষাৎ।"

এতৎ পুণ্যজপং দেবি জপসারং ফলপ্রদম্ ।
সর্ব্বতেজোময়ো জীবো জবাযাবক্-সন্নিভম্ ॥ ৪৭
অতএব বরারোহে সর্ব্বতেজঃসমন্বিতঃ ।
তৎক্ষণাৎ যাতি চার্ব্বঙ্গি জীবঃ পরমসুন্দরঃ ॥ ৪৮
এবং হি প্রজপেদ্দেবি যাবজ্জীবং ধরাতলে ।
অণিমাদ্যষ্টসিদ্ধীনামধিপো জায়তে সুধীঃ ॥ ৪৯
স্মরণে চঞ্চলাপাঙ্গি সহস্রারে বিভাবয়েৎ ।
প্রদীপকলিকাকারে শ্বাসং বদ্ধ্বা জপেদ্ যদি ॥ ৫০
প্রজপেদ্ শ্রীগুরোর্ম্মন্ত্রং ইষ্টমন্ত্রং ততো জপেৎ ।
প্রথমং ইষ্টমন্ত্রঞ্চ গুরোর্ম্মন্ত্রং ততঃ পরম্ ॥ ৫১
স্ববর্ণং চঞ্চলাপাঙ্গি গুরুণা পুটিতং কুরু ।
গুরোর্ম্মন্ত্রং বরারোহে স্বমন্ত্রৈঃ পুটিতং কুরু ॥ ৫২
অনেন পুটিতং দেবি স্ববিদ্যাং গুরুমেব চ ।
পুটিতং কুরু যত্নেন অষ্টোত্তরশতং জপেৎ ॥ ৫৩

উল্লিখিত নিয়মে জপ পুণ্য মন্ত্রের বাঞ্ছিত ফলপ্রদ হইয়া থাকে। এবং তাহার ফলে সাধক সর্ব্বতেজোময় এবং জবাযাবক-সন্নিভ দীপ্তি লাভ করে। ৪৭

হে বরারোহে! হে চার্ব্বঙ্গি! অতএব জীব তৎক্ষণাৎ সর্বতেজঃ-সমন্বিত পরম সৌন্দর্য্য লাভ করে। ৪৮

হে দেবি! যে ব্যক্তি আজীবনকাল ধরাতলে এইরূপে মন্ত্র জপ করে, সেই সুধী সাধক অণিমাদি অষ্টসিদ্ধি লাভ করে। ৪৯

হে চঞ্চলাপাঙ্গি! সম্পূর্ণরূপে কুম্ভকদ্বারা শ্বাসবায়ু রুদ্ধ করতঃ সহস্রারে মন্ত্রকে প্রদীপকলিকারূপে ধ্যান করিয়া মন্ত্র জপ করিলেও উক্ত অণিমাদি অষ্ট-সিদ্ধি লাভ হয়। ৫০

কুম্ভকযোগে সহস্রারে পূর্ব্বোক্তরূপে মন্ত্র জপ করিতে হইলে প্রথমে গুরু-মন্ত্র জপ করিয়া তৎপর ইষ্টমন্ত্র অর্থাৎ আরাধ্য মন্ত্র জপ করিবে। তৎপর পুনরায় ইষ্টমন্ত্র জপ করিয়া তৎপর পুনরায় গুরুমন্ত্র জপ করিবে। ৫১

হে চঞ্চলাপাঙ্গি! হে বরারোহে! ইহার অর্থ এই যে গুরুমন্ত্রের দ্বারা সাধ্যমন্ত্রকে পুটিত করিবে এবং সাধ্যমন্ত্রদ্বারা গুরুমন্ত্রকে পুটিত করিবে। ৫২

এবং তু প্রত্যহং কুর্য্যাৎ যাবজ্জীবং মহীতলে।
চতুর্ব্বর্গফলং ত্যক্ত্বা অন্তে নির্ব্বাণমাপ্নুয়াৎ[১] ॥ ৫৪
প্রদীপকলিকারে লীনো ভূত্বা বরাননে[২]।
নির্ব্বাণং চঞ্চলাপাঙ্গি তদ্বৎ কমললোচনে ॥ ৫৫
শিবশক্তিময়ং যত্তু নির্ব্বাণং তদুদাহৃতম্।
এতত্তে কথিতং দেবি নির্ব্বাণং সাধনোত্তমম্ ॥ ৫৬

ইতি কামধেনুতন্ত্রে হরপার্ব্বতী-সংবাদে উনবিংশঃ পটলঃ ॥

হে দেবি। গুরুমন্ত্র এবং সাধ্যমন্ত্রকে উক্তরূপে পুটিত করিয়া পূর্ণকুম্ভক সহকারে যত্নসহকারে অষ্টোত্তর শতবার জপ করিবে। ৫৩

যে ব্যক্তি যাবজ্জীবনকাল প্রত্যহ এরূপভাবে জপ করে, সে ব্যক্তি ধরাতলে চতুর্ব্বর্গফল লাভ করে এবং মৃত্যুর পর নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হয়। ৫৪

হে বরাননে! এইরূপে কুম্ভকসহকারে [পূর্ব্বোক্ত পঞ্চদশ (৫০) হইতে ত্রিপঞ্চদশ (৫৩) শ্লোক-ধৃত বিধি অনুসারে] জপ করিলে সাধক ঐ প্রদীপ কলিকাকার জ্যোতিতে বিলীন হয়। হে চঞ্চলাপাঙ্গি! হে কমললোচনে! কেবল সাধক ঐ প্রদীপকলিকার জ্যোতিতে লয় প্রাপ্ত হয় তাহা নহে, সেই সাধকশ্রেষ্ঠ নির্ব্বাণ লাভ করে। ৫৫

একাধারে শিব ও শক্তিময় হওয়ার নামই নির্ব্বাণ। হে দেবি! এই সর্ব্বোত্তম নির্ব্বাণসাধন তোমাকে আমি বিবৃত করিলাম। ৫৬

কামধেনুতন্ত্রে হরপার্ব্বতী-সংবাদে উনবিংশঃ পটলঃ।

১। ব্রহ্মরন্ধ্রং বিনির্ভেদ্য ধ্রুবং নির্ব্বাণমাপ্নুয়াৎ।

২। প্রদীপকলিকা দেবি যথাদৃশ্যং বরাননে।

বিংশঃ পটলঃ

[গ্রহণাদর্শনে কর্ত্তব্যকর্মণঃ আবশ্যকত্বম্]

দেব্যুবাচ—

দেবদেব মহাদেব সংসারার্ণবতারক[১]।
চন্দ্রপর্ব্বং সূর্য্যপর্ব্বং মেঘাচ্ছন্নং ভবেদ্ যদি ॥ ১
কিং কর্ত্তব্যং তদা দেব জপহোমাদি-কর্ম্মণঃ।
নিশ্চয়ং দেবদেবেশ কথ্যতাং[২] পরমেশ্বর ॥ ২

শিব উবাচ—

শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি রহস্যমতিগোপনম্।
চন্দ্রসূর্য্যগ্রহে দেবি দুর্দ্দিনং যদি জায়তে ॥ ৩
তথাপি পরমেশানি জপহোমাদিকং চরেৎ।
চন্দ্রপর্ব্বং সূর্য্যপর্ব্বং ন তু ত্যাজ্যং কদাচন ॥ ৪
সূর্য্যপর্ব্বে চন্দ্রপর্ব্বে ক্রিয়াসিদ্ধি র্যথা ভবেৎ।
অন্ধস্য পুরুষস্যাপি নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥ ৫

[গ্রহণকালে মেঘাচ্ছন্নতা বশতঃ গ্রহণ দৃষ্টিগোচর না হইলে বা অন্য প্রাকৃতিক দুর্যোগ হেতু গ্রহণ অদৃশ্য হইলেও গ্রহণকাল নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্য, অবশ্য কর্ত্তব্যকর্ম্মরূপে সম্পাদন করিবে।]

দেবী কহিলেন, হে দেব মহাদেব! আপনিই ভবসমুদ্র-ত্রাণকর্ত্তা। চন্দ্র ও সূর্য্যগ্রহণ যদি মেঘাচ্ছন্ন হওয়ার জন্য দৃষ্ট না হয়, তাহা হইলে জপ ও হোমাদি কর্ম্ম সম্বন্ধে কি করিতে হইবে। হে পরমেশ্বর! হে দেবদেবেশ! তাহা আমাকে নিশ্চয় করিয়া বর্ণনা করুন। ১-২

শিব কহিলেন, হে দেবি! অতিশয় গোপনীয় রহস্য বলিতেছি, শ্রবণ কর। চন্দ্র বা সূর্য্য গ্রহণকালে যদি মেঘাচ্ছন্নতা জন্য দুর্দ্দিন উপস্থিত হয়, তাহা হইলেও গ্রহণকালে জপ ও হোমাদি কার্য্য অবশ্য কর্ত্তব্য জানিবে। জপ ও হোমাদি কার্য্যার্থে গ্রহণকাল কখনও পরিত্যাগ করিবে না। ৩-৪

অন্ধ পুরুষও চন্দ্র সূর্য্য গ্রহণকালে জপ ও হোমাদি কার্য্য করিলে, তাহা সিদ্ধ হয়। এতদ্বিষয়ে বিচার অনাবশ্যক। ৫

১। কৃপয়া পরমেশ্বর। ২। কৃপয়া।

চন্দ্রপর্ব্বস্য সূর্য্যস্য দর্শনে বিধিবৎ ফলম্[১] ।
দীক্ষাহোমাদিকা সর্ব্বা কোটিকোটিগুণং ভবেৎ ॥ ৬
তস্মাত্তু দুর্দ্দিনং দৃষ্ট্বা ন চ ত্যাজ্যং কদাচন ।
নিপীয়ং বিষবুদ্ধ্যা তু অমৃতং যদি মানবঃ ॥ ৭
অমৃতস্য ফলং দেবি তৎক্ষণাদেব জায়তে ।
[অমৃতস্য ফলং দেবি তদৈব নান্যথা ক্বচিৎ ।]
তৎক্ষণাৎ চঞ্চলাপাঙ্গি চন্দ্রপর্ব্বফলং লভেৎ ॥ ৮
যদি নো দৃশ্যতে দেবি তেন কিং বরবর্ণিনি ।
তস্মাদবশ্যকর্ত্তব্যং দীক্ষাহোমাদিকং সুধীঃ ॥ ৯
মোহাদজ্ঞানতো দেবি আলস্যাদ্বরবর্ণিনি ।
অকৃত্বা যাতি নরকং পুনরাবৃত্তিদুর্লভম্ ॥ ১০
তৎকালং চঞ্চলাপাঙ্গি সূক্ষ্মং সনাতনং স্বয়ম্ ।
গ্রাসকালং বরারোহে ব্রহ্মাদীনামগোচরম্ । ১১

চন্দ্র এবং সূর্যগ্রহণ দর্শন করিলেও বিধিবৎ ফল হয়। ঐ-সময়ে দীক্ষা বা হোম প্রভৃতি যাহা কিছু করা যায়, তাহা কোটিগুণ ফলদায়ক হইয়া থাকে। ৬

সুতরাং গ্রহণকালে দুর্দ্দিন দেখিয়া গ্রহণকাল-নির্দ্দিষ্ট কোন কর্ত্তব্য কর্ম্মই পরিত্যাগ করিবে না। হে দেবি! বিষ মনে করিয়া যদি কেহ অমৃত সেবন করে, তাহা হইলেও সে ব্যক্তি যেরূপ সেবনমাত্রই অমৃতসেবনের ফল লাভ করে, হে চঞ্চলাপাঙ্গি! চন্দ্র ও সূর্য্য গ্রহণকালে অনুষ্ঠিত কর্ম্ম সম্বন্ধেও তদ্রূপ অনুষ্ঠানমাত্রই ফললাভ হয় জানিবে। ৭-৮

হে বরবর্ণিনি! যদি গ্রহণ দৃশ্য না হয় তাহাতে ক্ষতি কি? গ্রহণ দৃশ্য না হইলেও জ্ঞানী ব্যক্তি গ্রহণকাল-নির্দ্দিষ্ট দীক্ষা ও হোমাদি কর্ম্ম অবশ্য সম্পাদন করিবে। ৯

হে দেবি! হে বরবর্ণিনি! যে সাধক মোহ, অজ্ঞানতা বা আলস্য বশতঃ গ্রহণকালনির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্য সম্পাদন না করে, সে ব্যক্তি নরকে গমন করে এবং তথা হইতে কদাচিৎ প্রত্যাবর্ত্তন করে। ১০

হে চঞ্চলাপাঙ্গি! গ্রহণকাল স্বয়ং সূক্ষ্ম সনাতন। হে বরারোহে! গ্রাস-কাল ব্রহ্মাদিরও অগোচর। ১১

১। ফলবর্জ্জিতঃ ইতি পাঠঃ ভ্রমাত্মকঃ।

তথৈব মোক্ষকালঞ্চ হৃদি ভাবয় পার্ব্বতি।
কৃতে গ্রাসে বরারোহে সর্ব্বেষাং গোচরো ভবেৎ ॥ ১২
জপযজ্ঞাদিকং সর্ব্বং দুর্দ্দিনেষু প্রশস্যতে।
বর্ণানাং নবতত্ত্বানি যতিভি র্যোগিভিঃ সদা ॥ ১৩
ভাবনীয়া প্রযত্নেন ন গৃহস্থৈঃ কদাচন।
তথাপি কামিনীতত্ত্বং চত্বারো ব্রাহ্মণাদয়ঃ ॥ ১৪
অবশ্যং ভাবনীয়ং হি নান্যথা বচনং মম।
নবতত্ত্বং ক-কারস্য ভাবনাৎ সিদ্ধিমাপ্নুয়াৎ ॥ ১৫
অন্যেষাং[১] সর্ব্ববর্ণানাং ভাবনাৎ পরমেশ্বরি।
উচ্চাটো জায়তে দেবি গৃহীণাং বরবর্ণিনি ॥ ১৬
ইত্যেতৎ কথিতং দেবি কামধেনোর্ম্মতং পরম্ ॥ ১৭

ইতি কামধেনুতন্ত্রে হরপার্ব্বতী-সংবাদে বিংশঃ পটলঃ ॥

হে পার্ব্বতি। মোক্ষকালকে তদ্রূপ মনে করিবে। গ্রাস আরম্ভ হওয়ার পর গ্রহণ সর্ব্বলোকের দৃষ্টিগোচর হয়। ১২

গ্রহণকালে দুর্দ্দিন বা দুর্যোগ হইলেও জপ ও যজ্ঞাদি সমস্ত কর্ম্মই—তৎকালে প্রশস্ত জানিবে। বর্ণসমূহের নবতত্ত্ব যতিগণ এবং যোগীগণ সর্ব্বদা চিন্তা করিবে। কিন্তু বর্ণসমূহের নবতত্ত্ব গৃহস্থগণের পক্ষে কদাপি চিন্তনীয় নহে। কিন্তু কামিনীতত্ত্ব ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চতুর্ব্বর্ণের সকলের পক্ষেই চিন্তনীয়। ১৩-১৪

কামিনীতত্ত্ব বা কামিনীধ্যান সর্ব্ববর্ণের মানবের পক্ষেই অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম। ক-কারের নবতত্ত্ব ভাবনা দ্বারা অবশ্যই সিদ্ধি লাভ হয়। ১৫

হে বরবর্ণিনি! হে পরমেশ্বরি! গৃহী বা গৃহস্থগণ অন্যান্য বর্ণের নবতত্ত্ব ভাবনা দ্বারা উচ্চাটিত হয় অর্থাৎ উন্মাদরোগে আক্রান্ত হয়। ১৬

হে দেবি! কামধেনু তন্ত্রসম্মত এই সমস্ত তথ্য আমি তোমার নিকট প্রকাশ করিলাম। ১৭

কামধেনুতন্ত্রে হরপার্ব্বতী-সংবাদে বিংশ পটল সমাপ্ত।

১। অনেষাং।

একবিংশ পটলঃ

[অর্দ্ধোদয়যোগে শিবপূজাকথনং, পূজাজপাদি-ফলকথনঞ্চ ।]

শিব উবাচ[1]—

অপরৈকং প্রবক্ষ্যামি কামধেনোর্ম্মতং শৃণু।
নির্ম্মায় লিঙ্গং চার্ব্বঙ্গি শুদ্ধগোময়ভস্মনা ॥ ১
তাম্রপাত্রঞ্চ সংস্থাপ্য ব্রহ্মরন্ধ্রে শিবোপরি।
নির্ম্মায় বিধিবল্লিঙ্গং সর্ব্বং পার্থিববৎ প্রিয়ে ॥ ২
তস্য পূজাফলং ভদ্রে মম জ্ঞানে বরাননে।
কথিতুং নৈব শক্নোমি কল্পকোটিশতৈরপি ॥ ৩
অর্দ্ধোদয়ে শিবং পূজ্য যৎ ফলং লভতে নরঃ।
তৎ ফলং সমবাপ্নোতি নান্যথা সুরপূজিতে ॥ ৪

দেব্যুবাচ—

দেবদেব মহাদেব অর্দ্ধোদয়ং বদ প্রভো।
কিংবা অর্দ্ধোদয়ঃ কালঃ কিং ফলং বদ শূলভৃৎ ॥ ৫

[অর্দ্ধোদয়যোগে গোময়ভস্ম নির্ম্মিত শিবপূজা কথন। অর্দ্ধোদয় যোগ কাহাকে বলে ? অর্দ্ধোদয় যোগে কৃত পূজা, জপ ও যজ্ঞাদির ফল-কথন।]

শিব কহিলেন—কামধেনু তন্ত্রসম্মত অন্য মন্ত্র বলিতেছি শ্রবণ কর। হে চার্ব্বঙ্গি! শুদ্ধ গোময়ভস্ম দ্বারা শিবলিঙ্গ নির্ম্মাণ করিয়া ঐ শিবলিঙ্গের উপরিভাগে তাম্রপাত্র স্থাপন করিবে। হে প্রিয়ে! মৃত্তিকা দ্বারা যে পদ্ধতিতে শিবলিঙ্গ নির্ম্মিত হয়, গোময়-ভস্ম দ্বারাও ঐ একই পদ্ধতিতে শিব-লিঙ্গ নির্ম্মাণ করিবে। ১-২

হে ভদ্রে! ঐ গোময়নির্ম্মিত শিবলিঙ্গের পূজার ফল শতকোটি কল্পেও বর্ণনা করার মত ক্ষমতা বা জ্ঞান আমার নাই। অর্দ্ধোদয় যোগে শিবপূজা দ্বারা যে ফল লাভ হয়, গোময়-নির্ম্মিত শিবলিঙ্গে পূজা করিলেও সেই ফল লাভ হয়। হে সুরপূজিতে! কদাপিও ইহার অন্যথা হয় না। ৩-৪

পার্ব্বতী কহিলেন, হে দেবদেব মহাদেব! হে প্রভো! অর্দ্ধোদয় কাহাকে

১। মহাদেব উবাচ।

শিব উবাচ—

মাঘে মাসি অমাবস্যা যদি অর্কযুতা ভবেৎ।
নক্ষত্রে শ্রবণে দেবি ব্যতীপাতো ভবেদ্ যদি ॥ ৬
অর্দ্ধোদয়ঃ স বিজ্ঞেয়ঃ কোটিসূর্য্যগ্রহৈঃ সমঃ।
প্রাতঃকালে মুহূর্ত্তে বৈ জপযজ্ঞাদিকাঃ ক্রিয়াঃ ॥ ৭
যঃ করোতি প্রসন্নাত্মা স গচ্ছেন্মোক্ষমন্দিরম্।
তস্য বাক্যং প্রবক্ষ্যামি সাবধানাবধারয় ॥ ৮
শ্রীপদং পূর্ব্বমুচ্চার্য্য ততো বিষ্ণুপদং বদেৎ।
নমোঽদ্যেত্যাদ্যুচ্চার্য্য নামগোত্রং ততো বদেৎ ॥ ৯
তত ইষ্টপ্রীতিকামো মূলবীজং সমুচ্চরেৎ।
ততোঽস্যাং বরারোহে গঙ্গায়াং স্নানমহং ততঃ ॥ ১০
করিষ্যে ইত্থঞ্চ সংকল্প্য শিবস্নানং সমাচরেৎ।
অর্কধর্ম্মময়ো দেবি অমা অর্থশ্চ মূর্ত্তিমান্ ॥ ১১
ব্যতীপাতো মহেশানি স্বয়ং মুক্তিঃ প্রগীয়তে।
মাঘস্তু চঞ্চলাপাঙ্গি স্বয়মেবেশ্বরঃ প্রিয়ে ॥ ১২

বলে তাহা আপনি আমায় নিকট বর্ণনা করুন। হে শূলভৃৎ! অর্দ্ধোদয় কালই বা কি এবং তাহার ফলই বা কি—তাহা আপনি আমার নিকট বিবৃত করুন। ৫

শিব কহিলেন, হে দেবি! মাঘমাসে দিবাভাগে অমাবস্যা তিথিতে শ্রবণা নক্ষত্রে যদি ব্যতীপাত যোগ হয়, তাহা হইলে তাহাকে অর্দ্ধোদয় যোগ বলিয়া জানিবে। ইহা কোটি সূর্যগ্রহ সম। যে প্রসন্নাত্মা ব্যক্তি অর্দ্ধোদয়যোগে প্রাতঃকালে জপযজ্ঞাদি কার্য্য করে, সে ব্যক্তি মোক্ষ লাভ করে। অর্দ্ধোদয় যোগেউক্ত কার্য্যাদি আরম্ভার্থ সঙ্কল্প বাক্য যাহা বলিতে হইবে, তাহা বলিতেছি অবহিত চিত্তে শ্রবণ কর। ৬-৮

শ্রীবিষ্ণুপদং নমঃ অদ্য ইত্যাদি বাক্য উচ্চারণ করিয়া তৎপর স্বীয় নাম গোত্র উচ্চারণ করিবে। ৯

তৎপর ইষ্ট প্রীতিকাম উচ্চারণ করিয়া তৎপর মূলবীজ বলিবে।' তৎপর 'অস্যাং গঙ্গায়াং স্নানমহং করিষ্যে' এই সঙ্কল্প বাক্য উচ্চারণ করিয়া শিবস্নান সম্পন্ন করিবে। সূর্য্য ধর্ম্মময় এবং অমাবস্যা মূর্ত্তিমান অর্থ-স্বরূপ। ১০-১১

এবং তু কথিতং দেবি পঞ্চযোগঃ পরাৎপরঃ।
কায়িকং বাচিকঞ্চৈব মানসং পাপমুৎকটম্ ॥ ১৩
তৎ সর্ব্বং নাশমায়াতি গঙ্গাদর্শনমাত্রতঃ।
কোটিজন্মার্জ্জিতং পাপং জলস্পর্শাৎ প্রণশ্যতি ॥ ১৪
ততস্তু মৌষলং স্নানং কোটিসূর্য্যগ্রহৈঃ সমম্।
ফলমাপ্নোতি চার্ব্বঙ্গি নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥ ১৫
আচম্য চঞ্চলাপাঙ্গি বাক্যং কুর্য্যাদ্বিশালধীঃ ॥ ১৬

ইতি কামধেনুতন্ত্রে হরপার্ব্বতী-সংবাদে একবিংশঃ পটলঃ।

হে মহেশানি! ব্যতীপাত যোগ স্বয়ং মুক্তি-প্রদায়ক। হে প্রিয়ে! হে চঞ্চলাপাঙ্গি! মাঘমাস স্বয়ং ঈশ্বরস্বরূপ। ১২

হে দেবি। উক্তরূপে এই পঞ্চযোগের শ্রেষ্ঠ সংযোগ ফল কথিত হয়। অর্দ্ধোদয় যোগে গঙ্গাদর্শনমাত্র কায়িক, বাচিক ও মানসিক সমুদয় উৎকট পাপ বিনষ্ট হইয়া থাকে এবং ঐ গঙ্গাজল তৎকালে স্পর্শমাত্রই কোটি জন্মার্জ্জিত পাপ বিনষ্ট হয়। ১৩-১৪

হে চার্ব্বঙ্গি! তৎপর ঐ গঙ্গায় অবগাহন স্নানদ্বারা কোটি সূর্য্যগ্রহ সম-ফল প্রাপ্তি হয়। তদ্বিষয়ে বিচার অনাবশ্যক। ১৫

হে চঞ্চলাপাঙ্গি! স্নান সমাপনান্তে আচমন করিয়া বিশালধী সাধক যথা-বিহিত বাক্য বলিবে। ১৬

কামধেনুতন্ত্রে হরপার্ব্বতী-সংবাদে একবিংশ পটল সমাপ্ত।

দ্বাবিংশঃ পটলঃ

[মালারহস্যম্]

দেব্যুবাচ—

মালারহস্যং যোগেন্দ্র কথয়স্ব কৃপানিধে।
যদি পুচ্ছাজ্জপেন্মন্ত্রং হরেত্তেজাংসি তন্মুখম্ ॥ ১
মুখাদ্ যদি জপেন্মন্ত্রং পুচ্ছঞ্চ চঞ্চলং ভবেৎ।

শিব উবাচ—

চঞ্চলে সতি চার্ব্বঙ্গি তজ্জপং বিফলং ভবেৎ ॥ ২
পঞ্চাশদক্ষরং দেবি গ্রথিতং চিত্রনাড়ীষু।
ল-কারাচ্চ সমাকৃষ্য লকারং সুরবন্দিতে ॥ ৩
সংস্থাপ্য ক্ষার্ণস্থানে বৈ ক্ষ-মেরুং পুচ্ছরূপিণম্।
ক্ষ-মেরুঞ্চ পরিত্যজ্য অকারাদি-ক্রমাজ্জপেৎ ॥ ৪
মালারহস্যং চার্ব্বঙ্গি সুগোপ্যং ভুবনত্রয়ে।
জাতিভেদং জীবভেদং সুগোপ্যঞ্চ যথা প্রিয়ে ॥ ৫

[মালারহস্য]

পার্ব্বতী কহিলেন, হে যোগেন্দ্র! হে দয়ানিধে! আপনি আমার নিকট মালাজপের রহস্য বর্ণনা করুন। যদি মালার পুচ্ছাগ্র হইতে জপ আরম্ভ করা হয়, তাহা হইলে, মালার মুখভাগ সেই জপসম্ভূত তেজ হরণ করে। যদি মালার মুখ হইতে জপ আরম্ভ করা হয়, তাহা হইলে মালার পুচ্ছাগ্র চঞ্চল হইয়া উঠে।

শঙ্কর কহিলেন, হে চার্ব্বঙ্গি! যে জপের দ্বারা পুচ্ছাগ্র চঞ্চল হয়, সে স্থলে জপের ফল বিনষ্ট হয়। ১-২

হে দেবি! পঞ্চাশদক্ষররূপিণী অ হইতে ক্ষ পর্য্যন্ত বর্ণমালা চিত্রা নাড়ীতে গ্রথিত আছে। অ-কার হইতে হ-কার পর্য্যন্ত জপ করিয়া তৎপর ক্ষ-কার স্থানে ল-কার স্থাপন করিয়া জপ করিবে। ক্ষ-বর্ণকে পুচ্ছরূপী জ্ঞান করিবে এবং জপার্থ "ক্ষ"-বর্ণ পরিত্যাগ করিয়া অ-কার হইতে "ক্ষ"-বর্ণ স্থানে স্থাপিত ল-কার পর্য্যন্ত ক্রমাগত জপ করিবে। ৩-৪

জীবমন্ত্রং প্রবক্ষ্যামি সাবধানাবধারয়।
হংসং ওঁ ব্রাহ্মণায় স্বাহা হংসং ওঁ ॥ ৬
জীবমন্ত্রং জাতিমন্ত্রং সমানমিতি নির্ণয়ম্।
যথাধ্যানং মহেশানি সমানং জাতি[১]-জীবনে ॥ ৭
তদ্ধ্যানং শৃণু চার্ব্বঙ্গি সাবধানাবধারয়।
দ্বিভুজাং স্বর্ণগৌরাঙ্গীং পীতপট্টপরিচ্ছদাম্ ॥ ৮
নানাভরণদীপ্তাঙ্গীং কিশোরীং নবযৌবনাম্।
কৃষ্ণগন্ধপ্রলিপ্তাঙ্গীং সূর্য্যানল[২]-কৃতাশ্রয়াম্ ॥ ৯
তনুদীর্ঘাঙ্গুলী-ভাস্বন্নখ-চন্দ্রবিরাজিতাম্ ॥ ১০
কদম্বকোরকাকার-স্তনদ্বয়বিভূষিতাম্।
কর্পূরসংকলো[৩]ন্মিশ্র তাম্বূলপূরিতাননাম্।
কটাক্ষলক্ষ-সংযুক্তাং ভ্রূলতাপরিশোভিতাম্ ॥ ১১
সিন্দুরতিলকোদ্দীপ্তাং কোটিনালক[৪]-মণ্ডিতাম্।
সর্ব্বত্রৈব মহেশানি জীবস্তিষ্ঠতি সর্ব্বদা ॥ ১২

হে চার্ব্বঙ্গি! এই মালারহস্য ভুবনত্রয়ে সর্ব্বত্র সুগোপ্য রহিয়াছে। হে প্রিয়ে! জাতিভেদ ও জীবভেদ যেরূপ গোপনীয় মালারহস্যও তদ্রূপ। ৫

আমি জীবমন্ত্র বলিতেছি, মনোযোগ সহকারে শ্রবণ কর।

'হংস ওঁ ব্রাহ্মণায় স্বাহা হংস ওঁ' ইহাই জীবমন্ত্র এবং ইহাই জাতিমন্ত্র। এই উভয় মন্ত্রই এক ও অভিন্ন।

হে মহেশানি! জাতিমন্ত্রের এবং জীব মন্ত্রের ধ্যানও একই। ৬-৭

হে চার্ব্বঙ্গি! অবহিতচিত্তে ঐ মন্ত্রধ্যান শ্রবণ কর।

দেবী দ্বিভুজা, স্বর্ণাভ গৌরবর্ণা, পীত পট্টবস্ত্র পরিধানা, নানাভরণ-দীপ্তাঙ্গী, নবযৌবনা কিশোরী, কৃষ্ণগন্ধপ্রলিপ্তাঙ্গী এবং সূর্য্যানল আশ্রয়কারিণী। তাঁহার তনু ও অঙ্গুলী দীর্ঘ, নখসমূহ চন্দ্রদ্যুতিতে ভাস্বর এবং স্তনদ্বয় কদম্ব-কোরকাকার। ৮-১০

তাঁহার মুখ কর্পূরমিশ্রিত তাম্বুলপূর্ণ এবং ভ্রূলতা লক্ষ কটাক্ষপূর্ণ; ললাট-দেশ কোটিনাল দ্বারা গঠিত দীপ্ত সিন্দূরতিলক শোভিত। হে মহেশানি! ইহাতে জীব—সর্ব্বদাই অবস্থান করে। ১১-১২

১। যাতি। ২। সূর্যাসন। ৩। সকলো। ৪। কুটিলালক; কটি নালক।

ক্ষত্রিয়াদীনাঞ্চ[১] সর্ব্বেষাং আনন্দপটলে স্থিতম্।
এতত্তে কথিতং সর্ব্বং কামধেনোর্ম্মতং প্রিয়ে॥ ১৩

ইতি কামধেনুতন্ত্রে হরপার্ব্বতী-সংবাদে দ্বাবিংশঃ পটলঃ॥

ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই সকলের পক্ষে ইহা আনন্দপটলে অবস্থান করে। হে প্রিয়ে! আমি তোমাকে সম্পূর্ণ কামধেনুতন্ত্র এ-স্থলে বর্ণনা করিলাম। ১৩

কামধেনুতন্ত্রে হরপার্ব্বতী-সংবাদে দ্বাবিংশ পটল সমাপ্ত।

॥ গ্রন্থ সমাপ্ত ॥

১। ক্ষুদ্রাদীনাঞ্চ।

আমাদের প্রকাশিত বাংলা বই

॥ নবভারত তন্ত্রপ্রকাশ গ্রন্থমালা ॥

তন্ত্রসাধনা বিষয়ে আমরা আদি ও মূল তন্ত্ররাজি (টীকা ও বঙ্গানুবাদসহ) ক্রমান্বয়ে প্রকাশ করবার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

প্রকাশিত হয়েছে :

তন্ত্রতত্ত্ব—শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব প্রণীত ॥ ৩০·০০
ভূতডামরতন্ত্র—রসিকমোহন চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত ॥ ৬·০০
কুলার্ণবতন্ত্র—ডঃ উপেন্দ্রকুমার দাস সম্পাদিত ॥ ৩০·০০
পরশুরামকল্পসূত্রম্— ঐ ॥ ৩৫·০০
তোড়লতন্ত্র—অধ্যাপক শ্রীপঞ্চানন শাস্ত্রী সম্পাদিত ॥ ৬·০০
সরস্বতীতন্ত্র—গিরিশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ ও সতীশচন্দ্রসিদ্ধান্তভূষণ ॥ ৩·০০
ষট্‌চক্রনিরূপণ ॥ ঐ ॥ ৪·০০
গুপ্তসাধনতন্ত্র—শ্রীমৎ হরিহরানন্দ সম্পাদিত ॥ ৫·০০
অন্নদাকল্পতন্ত্র ॥ ঐ ॥ ৬·০০
জ্ঞানসঙ্কলিনীতন্ত্র—শ্রীসুকুমার চট্টরাজ তত্ত্বরত্ন সম্পাদিত ॥ ৪·০০
তারারহস্য—শ্রীমৎ ব্রহ্মানন্দ গিরি তীর্থাবধূত বিরচিত ॥ ১০·০০
নির্বাণতন্ত্র—অধ্যাপক শ্রীনিত্যানন্দ স্মৃতিতীর্থ সম্পাদিত ॥ ৫·০০
সৌভাগ্যলক্ষ্মীতন্ত্র—অধ্যাপক শ্রীদীননাথ ত্রিপাঠী নবতীর্থ সম্পাদিত ॥ ৫·০০
ক্রিয়োড্ডীশতন্ত্র—অধ্যাপক শ্রীহেমন্তকুমার তর্কতীর্থ সম্পাদিত ॥ ৬·০০
মাতৃকাভেদতন্ত্র— " " " " ॥ ৭·০০
বগলামুখীতন্ত্র—শ্রীমৎ ক্রিয়ানন্দ মহাভারতী সম্পাদিত ॥ ৫·০০
কুব্জিকাতন্ত্র—শ্রীজ্যোতির্লাল দাস সম্পাদিত ॥ ৬·০০
মায়াতন্ত্র— " " " ॥ ৬·০০
কুমারীতন্ত্র— " " " ॥ ৪·০০
কামধেনুতন্ত্র— " " " ॥ ১০·০০
যোগিনীতন্ত্র—শ্রীমৎ স্বামী সর্বেশ্বরানন্দ সরস্বতী সম্পাদিত ॥ ২৫·০০
তন্ত্রাভিধান—অধ্যাপক শ্রীপঞ্চানন শাস্ত্রী সম্পাদিত ॥ ২৫·০০
নিরুত্তরতন্ত্র—অধ্যাপক শ্রীদীননাথ ত্রিপাঠী নবতীর্থ সম্পাদিত ॥ ৮·০০
সিদ্ধসাধক তারাক্ষ্যাপা—ডাঃ অভয়পদ চট্টোপাধ্যায় ॥ ৮·০০

নবভারত পাবলিশার্স ॥ ৭২ মহাত্মা গান্ধী রোড ॥ কলিকাতা-৯